বুখারী শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওহীর সূচনা অধ্যায়	
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল	৩
ঈমান অধ্যায়	
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি	১৫
ঈমানের বিষয়সমূহ	১৭
প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে	১৭
ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম	১৮
খাবার খাওয়ানো ইসলামী গুণ	১৮
নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ঈমানের অংশ	১৯
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ	১৯
ঈমানের স্বাদ	১৯
আনসারকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ	২০
পরিচ্ছেদ	২০
ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অংশ	২১
নবী করীম (সা)-এর বাণীঃ 'আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ পাক সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী'	২১
কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপসন্দ করা ঈমানের অংগ	২২
আমলের দিক থেকে ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ	২২
লজ্জা ঈমানের অংগ	২৩
যারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়	২৩
যে বলে, 'ঈমান আমলেরই নাম'	২৪
ইসলাম গ্রহণ যদি খাঁটি না হয়	২৫
সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত	২৬
স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা	২৬
পাপ কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব	২৭
যুলুমের প্রকারভেদ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুনাফিকের আলামত	২৯
লায়লাতুল কদরে ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	২৯
জিহাদ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	৩০
রমযানের রাতে নফল ইবাদত ঈমানের অংগ	৩০
সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন ঈমানের অংগ	৩১
দীন সহজ	৩১
সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	৩১
উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ	৩৩
আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয়	৩৩
ঈমানের বাড়া-কমা	৩৪
যাকাত ইসলামের অঙ্গ	৩৫
জানাযার অনুগমন ঈমানের অঙ্গ	৩৬
অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা	৩৭
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঈমান, ইসলাম	৩৮
পরিচ্ছেদ	৩৯
দীন রক্ষাকারীর ফযীলত	৩৯
গনীমতের পঞ্চমাংশ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত	৪০
আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী	৪১
নবী করীম (সা)-এর বাণী, 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা আল্লাহর রেযামন্দীর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য	৪৩

ইলম অধ্যায়

'ইল্‌মের ফযীলত	৪৭
আলোচনায় মশগুল অবস্থায় ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা........	৪৭
উচ্চস্বরে 'ইলমের আলোচনা	৪৮
মুহাদ্দিসের উক্তি ঃ হাদ্দাসানা, আখবারানা ও আম্বা'আনা	৪৯
শাগরিদদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উস্তাদের কোন বিষয় উত্থাপন করা	৪৯
হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা	৫০
শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং 'আলিম কর্তৃক 'ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ	৫৩
মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ফাঁক দেখে সেখানে বসা	৫৪
নবী করীম (সা)-এর বাণী, 'যাদের কাছে হাদীস পৌঁছানো হয় তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারীর) চাইতে বেশী মুখস্থ রাখতে পারে	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী	৫৬
রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়ায-নসীহতে, ইলম শিক্ষাদানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে	৫৭
ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা	৫৭
আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন	৫৮
ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন	৫৮
ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ	৫৯
সমুদ্রে খিযির (আ)-এর কাছে মূসা (আ)-এর যাওয়া	৫৯
নবী (সা)-এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিতাব শিক্ষা দিন	৬১
বালকদের কোন্ বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়	৬১
ইলম হাসিলের জন্য বের হওয়া	৬১
ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফযীলত	৬৩
ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার	৬৪
ইলমের ফযীলত	৬৪
প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া	৬৫
হাত ও মাথার ইশারায় মাসআলার জওয়াব দান	৬৫
আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের হিফাযত করা এবং পরবর্তীদেরকে তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী (সা)-এর উৎসাহ দান	৬৭
উদ্ভূত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া	৬৮
পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা	৬৯
অপসন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়ায-নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা	৬৯
ইমাম অথবা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা	৭১
ভালভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিন বার বলা	৭১
আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান	৭২
আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া	৭৩
হাদীসের প্রতি আগ্রহ	৭৩
কিভাবে 'ইলম তুলে নেয়া হবে	৭৪
ইলম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আলাদা দিন নির্ধারণ করা যায়	৭৫
কোন কথা শুনে না বুঝলে জানার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করা	৭৬
উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইলম পৌঁছে দেবে	৭৬
নবী করীম (সা)-এর উপর মিথ্যারোপ করার গুনাহ	৭৭
ইলম লিপিবদ্ধ করা	৭৯
রাতে ইলম শিক্ষাদান এবং ওয়ায-নসীহত করা	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাতে ইলমের আলোচনা করা	৮১
ইলম মুখস্থ করা	৮২
আলিমদের কথা শোনার জন্য লোকদের চুপ করানো	৮৩
আলিমের জন্য মুস্তাহাব এই যে, তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় ঃ সবচাইতে জ্ঞানী কে? তখন তিনি ইহা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবেন	৮৪
আলিমের বসা থাকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা	৮৭
কংকর মারার সময় কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা	৮৭
আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'তোমাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে অতি অল্পই'	৮৮
কোন কোন মুস্তাহাব কাজ এই আশঙ্কায় ছেড়ে দেওয়া যে, কিছু লোকে ভুল বুঝতে পারে এবং তারা এর চাইতে অধিকতর বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে	৮৮
বুঝতে না পারার আশংকায় ইলম শিক্ষায় কোন এক কওম বাদ দিয়ে আর এক কওম বেছে নেওয়া	৮৯
ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা	৯০
নিজে লজ্জাবোধ করলে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলা	৯১
মসজিদে ইলম ও মাসআলা-মাসাইলের আলোচনা করা	৯১
প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চাইতে বেশী উত্তর দেওয়া	৯২

উযূ অধ্যায়

উযূর বর্ণনা	৯৫
পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল হয় না	৯৫
উযূর ফযীলত এবং উযূর প্রভাবে যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে	৯৬
সন্দেহের কারণে উযূ করতে হয় না, যতক্ষণ না (উযূ ভঙ্গের) নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে	৯৬
হালকাভাবে উযূ করা	৯৭
পূর্ণরূপে উযূ করা	৯৮
এক আঁজলা পানি দিয়ে দু' হাতে মুখমণ্ডল ধোয়া	৯৮
সর্বাবস্থায়, এমনকি সহবাসের সময়েও বিসমিল্লাহ বলা	৯৯
শৌচাগারে সময় কী বলতে হয়	৯৯
শৌচাচারের কাছে পানি রাখা	১০০
মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হবে না, তবে ঘরের মধ্যে দেয়াল অথবা তেমন কোন আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা	১০০
দুই ইটের উপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করা	১০০
মহিলাদের বাইরে যাওয়া	১০১
ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করা	১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পানি দ্বারা ইসতিনজা করা	১০২
পবিত্রতা হাসিলের জন্য কারো সাথে পানি নিয়ে যাওয়া	১০৩
ইসতিনজার জন্য পানির সাথে লাঠি নিয়ে যাওয়া	১০৩
ডান হাতে ইসতিনজা করার নিষেধাজ্ঞা	১০৩
প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরবে না	১০৪
পাথর দিয়ে ইসতিনজা করা	১০৪
গোবর দিয়ে ইসতিনজা না করা	১০৪
উযূতে একবার করে ধোয়া	১০৫
উযূতে দু'বার করে ধোয়া	১০৫
উযূতে তিনবার করে ধোয়া	১০৫
উযূর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা	১০৬
(ইসতিনজার জন্য) বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা	১০৭
দু' পা ধোয়া এবং মসেহ না করা	১০৭
উযূতে কুলি করা	১০৮
পায়ের গোড়ালী ধোয়া	১০৮
চপ্পল পরা অবস্থায় উভয় পা ধোয়া কিন্তু চপ্পলের ওপর মসেহ না করা	১০৯
উযূ এবং গোসলে ডান দিক থেকে শুরু করা	১১০
সালাতের সময় নিকটবর্তী হলে উযূর পানি তালাশ করা	১১০
যে পানি দিয়ে মানুষের চুল ধোয়া হয়	১১১
কুকুর যদি পাত্র থেকে পানি পান করে	১১২
সম্মুখ এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য কারণে যিনি উযূর প্রয়োজন মনে করেন না	১১৩
শ্রদ্ধেয় জনকে কোন ব্যক্তির উযূ করিয়ে দেওয়া	১১৫
বিনা উযূতে কুরআন প্রভৃতি পাঠ করা	১১৬
পূর্ণ বেহুশী ছাড়া উযূ না করা	১১৭
পূর্ণ মাথা মসেহ করা	১১৮
উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া	১১৯
মানুষের উযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা	১১৯
পরিচ্ছেদ	১২০
এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া	১২১
একবার মাথা মসেহ করা	১২১
নিজ স্ত্রীর সাথে উযূ করা এবং স্ত্রীর উযূর অবশিষ্ট পানি (ব্যবহার করা)	১২২
বেহুশ লোকের ওপর নবী (সা)-এর উযূর পানি ছিটিয়ে দেওয়া	১২২
গামলা, কাঠ ও পাথরের পাত্রে উযূ-গোসল করা	১২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
গামলা থেকে উযূ করা	১২৪
এক মুদ (পানি) দিয়ে উযূ করা	১২৫
উভয় মোজার ওপর মসেহ করা	১২৫
পবিত্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়) প্রবেশ করানো	১২৬
বকরীর গোশত এবং ছাতু খেয়ে উযূ না করা	১২৭
ছাতু খেয়ে উযূ না করে কেবল কুলি করা	১২৭
দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে	১২৮
ঘুমের পরে উযূ করা এবং দু' একবার ঝিমালে কিংবা মাথা ঝুঁকে পড়লে উযূ না করা	১২৮
হাদস ছাড়া উযূ করা	১২৯
পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কবীরা গুনাহ	১২৯
পেশাব ধোয়া সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে	১৩০
পরিচ্ছেদ	১৩০
এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী (সা) এবং অন্যান্য লোকদের পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া	১৩১
মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া	১৩১
শিশুদের পেশাব	১৩২
দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা	১৩২
সঙ্গীর কাছে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা	১৩৩
মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে পেশাব করা	১৩৩
রক্ত ধুয়ে ফেলা	১৩৪
বীর্য ধোয়া এবং ঘষে ফেলা এবং স্ত্রীলোক থেকে যা লেগে যায় তা ধুয়ে ফেলা	১৩৪
জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু ধোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায়	১৩৫
উট, চতুষ্পদ জন্তু ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খোয়াড় প্রসঙ্গে	১৩৫
ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়া	১৩৭
স্থির পানিতে পেশাব করা	১৩৭
মুসল্লীর পিঠের ওপর ময়লা বা মৃত জন্তু ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না	১৩৮
থুথু, শ্লেষ্মা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে	১৩৯
নাবীয (খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং নেশাকারক পানীয় দ্বারা উযূ করা না-জায়েয	১৪০
পিতার মুখমণ্ডল থেকে কন্যা কর্তৃক রক্ত ধুয়ে ফেলা	১৪০
মিসওয়াক করা	১৪১
বয়সে বড় ব্যক্তিকে মিসওয়াক প্রদান করা	১৪১
উযূ সহ রাতে ঘুমাবার ফযীলত	১৪২

বিষয় পৃষ্ঠা

গোসল অধ্যায়

গোসলের পূর্বে উযূ করা	১৪৬
স্বামী-স্ত্রীর একসাথে গোসল	১৪৬
এক সা' বা অনুরূপ পাত্রের পানিতে গোসল	১৪৭
মাথায় তিনবার পানি ঢালা	১৪৮
একবার পানি ঢেলে গোসল করা	১৪৮
গোসলে হিলাব বা খুশবু ব্যবহার করা	১৪৯
জানাবাতের গোসল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া	১৪৯
পরিচ্ছন্নতার জন্য মাটিতে হাত ঘষা	১৫০
যখন জানাবাত ছাড়া হাতে কোন নাপাকী না থাকে, ফরয গোসলের আগে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে তা প্রবেশ করানো যায় কি?	১৫০
গোসলের সময় ডান হাত থেকে বাম হাতের উপর পানি ঢালা	১৫১
গোসল ও উযূর অঙ্গ পৃথকভাবে ধোয়া	১৫২
একাধিকবার বা একাধিক স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়ার পর একবার গোসল করা	১৫২
মযী বের হলে তা ধুয়ে ফেলা ও উযূ করা	১৫৩
খুশবু লাগিয়ে গোসল করার পর খুশবুর তাসির থেকে গেলে	১৫৩
চুল খিলাল করা এবং চামড়া ভিজেছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাতে পানি ঢালা	১৫৪
জানাবাত অবস্থায় যে উযূ করে সমস্ত শরীর ধোয় কিন্তু উযূর প্রত্যঙ্গগুলো দ্বিতীয়বার ধোয় না	১৫৪
মসজিদের ভিতরে নিজের জানাবাতের কথা স্মরণ হলে তখনই বেরিয়ে পড়বে, তায়াম্মুম করতে হবে না	১৫৫
জানাবাতের গোসলের পর দু'হাত ঝাড়া	১৫৬
মাথার ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা	১৫৬
নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা এবং পর্দা করে গোসল করা। পর্দা করে গোসল করাই উত্তম	১৫৬
লোকের সামনে গোসলের সময় পর্দা করা	১৫৭
মহিলাদের ইহ্‌তিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে	১৫৮
জুনুবী ব্যক্তির ঘাম, নিশ্চয়ই মুসলিম অপবিত্র নয়	১৫৯
জানাবাতের সময় বের হওয়া এবং বাজার ইত্যাদিতে চলাফেরা করা	১৫৯
জুনুবী ব্যক্তির গোসলের আগে উযূ করে ঘরে অবস্থান করা	১৬০
জুনুবীর নিদ্রা	১৬০
জুনুবী উযূ করে ঘুমাবে	১৬০
দু' লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে	১৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রী অঙ্গ থেকে কিছু লাগলে ধুয়ে ফেলা	১৬১
হায়য অধ্যায়	
হায়যের ইতিকথা	১৬৫
হায়যের সময় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া	১৬৬
স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা	১৬৭
নিফাসকে হায়য বলা	১৬৭
হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা	১৬৭
হায়য অবস্থায় সওম ছেড়ে দেওয়া	১৬৮
হায়য অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করা যায়	১৬৯
ইসতিহাযা	১৭০
হায়যের রক্ত ধুয়ে ফেলা	১৭১
মুসতাহাযার ই'তিকাফ	১৭১
হায়য অবস্থায় পরিহিত পোশাকে সালাত আদায় করা যায় কি?	১৭২
হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার	১৭২
হায়যের পরে পবিত্রতা অর্জনের সময় দেহ ঘষা-মাজা করা, গোসলের পদ্ধতি এবং মিশ্‌কযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করা	১৭৩
হায়যের গোসলের বিবরণ	১৭৩
হায়যের গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো	১৭৪
হায়যের গোসলে চুল খোলা	১৭৪
আল্লাহ্‌র বাণী, 'পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড' প্রসঙ্গে	১৭৫
ঋতুবতী কিভাবে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে	১৭৫
হায়য শুরু ও শেষ হওয়া	১৭৬
হায়যকালীন সালাতের কাযা নেই	১৭৭
ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে হায়যের কাপড় পরিহিত অবস্থায় একত্রে শয়ন	১৭৭
হায়যের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা	১৭৮
ঋতুবতী মহিলাদের উভয় ঈদ ও মুসলমানদের দু'আর সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা	১৭৮
একই মাসে তিন হায়য হলে। সম্ভাব্য হায়য ও গর্ভধারণের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের কথা গ্রহণযোগ্য	১৭৯
হায়যের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা	১৮০
ইসতিহাযার শিরা	১৮০
তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রীলোকের হায়য শুরু হওয়া	১৮১
ইসতিহাযাগ্রস্তা নারীর পবিত্রতা দেখা	১৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিফাস অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের সালাতে জানাযা ও তার পদ্ধতি	১৮২
পরিচ্ছেদ	১৮২

তায়াম্মুম অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী	১৮৫
পানি ও মাটি না পাওয়া গেলে	১৮৭
মুকীম অবস্থায় পানি না পেলে এবং নামায ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে তায়াম্মুম করা	১৮৭
তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হস্তদ্বয়ে ফুঁ দেওয়া	১৮৮
মুখমণ্ডলে ও হস্তদ্বয়ে তায়াম্মুম করা	১৮৮
পাক মাটি মুসলিমদের উযূর পানির স্থলবর্তী, পবিত্রতার জন্য পানির পরিবর্তে এটাই যথেষ্ট	১৯০
জুনুবী ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির, মৃত্যুর বা তৃষ্ণার্ত থেকে যাওয়ার আশংকা বোধ হলে তায়াম্মুম করা	১৯৩
তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা	১৯৪
পরিচ্ছেদ	১৯৫

সালাত অধ্যায়

মি'রাজে কিভাবে সালাত ফরয হলো	১৯৯
সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা	২০২
সালাতে কাঁধে তহবন্দ বাঁধা	২০৩
এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা	২০৪
কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে কিছু অংশ রাখে	২০৫
কাপড় যদি সংকীর্ণ হয়	২০৬
শামী জুব্বা পরে সালাত আদায় করা	২০৭
সালাতে ও তার বাইরে বিবস্ত্র হওয়া অপসন্দনীয়	২০৭
জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া ও কা'বা পরে সালাত আদায় করা	২০৮
লজ্জাস্থান ঢাকা	২০৯
চাদর গায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা	২১০
উরু সম্পর্কে বর্ণনা	২১১
মহিলারা সালাত আদায় করতে কয়টি কাপড় পরবে	২১২
কারুকার্য খচিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কারুকার্যে দৃষ্টি পড়া	২১৩
ক্রুশ বা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা	২১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
রেশমী জুব্বা পরে সালাত আদায় করা ও পরে তা খুলে ফেলা	২১৪
লাল কাপড় পরে সালাত আদায় করা	২১৪
ছাদ, মিম্বর ও কাঠের উপর সালাত আদায় করা	২১৫
মুসল্লীর কাপড় সিজদা করার সময় স্ত্রীর গায়ে লাগা	২১৬
চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা	২১৭
ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা	২১৭
বিছানায় সালাত আদায় করা	২১৮
প্রচণ্ড গরমের সময় কাপড়ের উপর সিজদা করা	২১৯
জুতা পরে সালাত আদায় করা	২১৯
মোজা পরে সালাত আদায় করা	২১৯
সিজদা পূর্ণভাবে না করলে	২২০
সিজদার বাহুমূল খোলা রাখা এবং দু'পাশ আলগা রাখা	২২০
কিবলামুখী হওয়ার ফযীলত	২২১
মদীনা, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের কিবলা	২২২
মহান আল্লাহর বাণী, 'মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর	২২২
যেখানেই হোক (সালাতে) কিবলামুখী হওয়া	২২৪
কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা	২২৫
মসজিদে থুথু হাতের সাহায্যে পরিষ্কার করা	২২৭
কাঁকর দিয়ে মসজিদ থেকে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা	২২৮
সালাতে ডানদিকে থুথু ফেলবে না	২২৮
থুথু যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে	২২৯
মসজিদে থুথু ফেলার কাফফারা	২২৯
মসজিদে কফ পুঁতে ফেলা	২২৯
থুথু ফেলতে বাধ্য হলে তা কাপড়ের কিনারে ফেলবে	২৩০
সালাত পূর্ণ করার ও কিবলার ব্যাপারে লোকদেরকে ইমামের উপদেশ দান	২৩০
অমুক গোত্রের মসজিদ বলা যায় কি?	২৩১
মসজিদে কোন কিছু ভাগ করা ও (খেজুরের) ছড়া ঝুলানো	২৩১
মসজিদে যাকে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় আর যিনি তা কবূল করেন	২৩২
মসজিদে বিচার করা ও নারী-পুরুষের মধ্যে 'লি'আন' করা	২৩৩
কারো ঘরে প্রবেশ করলে যেখানে ইচ্ছা বা যেখানে নির্দেশ করা হয় সেখানেই সালাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে বেশী খোঁজাখুঁজি করবে না	২৩৩
ঘরে মসজিদ তৈরী করা	২৩৩
মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা	২৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
জাহিলী যুগের মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা	২৩৫
ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা	২৩৭
উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা	২৩৭
চুল, আগুন বা এমন কোন বস্তু যার ইবাদত করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা	২৩৮
কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ	২৩৮
আল্লাহর গযবে বিধ্বস্ত ও আযাবের স্থানে সালাত আদায় করা	২৩৮
গির্জায় সালাত আদায় করা	২৩৯
পরিচ্ছেদ	২৩৯
নবী (সা)-এর উক্তি ঃ আমার জন্য যমীনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা হাসিলের উপায় করা হয়েছে	২৪০
মসজিদে মহিলাদের ঘুমানো	২৪১
মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো	২৪২
সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাত	২৪৩
তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বেই দু'রাকআত সালাত আদায় করে নেয়	২৪৩
মসজিদে হাদস হওয়া (উযূ নষ্ট হওয়া)	২৪৪
মসজিদ নির্মাণ করা	২৪৪
মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করা	২৪৫
কাঠের মিম্বর তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা	২৪৬
যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে	২৪৬
মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে	২৪৭
মসজিদ অতিক্রম করা	২৪৭
মসজিদে কবিতা পাঠ	২৪৭
বর্শা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ	২৪৮
মসজিদের মিম্বরে ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা	২৪৮
মসজিদে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা	২৪৯
মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া এবং ন্যাকড়া আবর্জনা ও কাঠ-খড়ি কুড়ানো	২৫০
মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা	২৫০
মসজিদের জন্য খাদিম	২৫০
কয়েদী অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা	২৫১
ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বাঁধা	২৫১
রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন	২৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রয়োজনে উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা	২৫২
পরিচ্ছেদ	২৫৩
মসজিদে ছোট দরজা ও পথ বানানো	২৫৩
বায়তুল্লাহ শরীফে ও অন্যান্য মসজিদে দরজা রাখা ও তালা লাগানো	২৫৫
মসজিদে মুশরিকের প্রবেশ	২৫৫
মসজিদে আওয়ায উঁচু করা	২৫৫
মসজিদে হালকা বাঁধা ও বসা	২৫৭
মসজিদে চিত হয়ে শোয়া	২৫৮
লোকের অসুবিধা না হলে রাস্তায় মসজিদ বানানো বৈধ	২৫৮
বাজারের মসজিদে সালাত আদায়	২৫৯
মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে প্রবেশ করানো	২৫৯
মদীনার রাস্তার মসজিদসমূহ এবং যে সকল স্থানে নবী (সা) সালাত আদায় করেছিলেন	২৬২
ইমামের সুতরাই মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট	২৬৫
মুসল্লী ও সুতরার মাঝখানে কি পরিমাণ দূরত্ব থাকা উচিত	২৬৬
বর্শা সামনে রেখে সালাত আদায়	২৬৬
লৌহযুক্ত ছড়ি সামনে রেখে সালাত আদায়	২৬৭
মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা	২৬৭
স্তম্ভ সামনে রেখে সালাত আদায়	২৬৮
জামা'আত ব্যতীত স্তম্ভসমূহের মাঝখানে সালাত আদায় করা	২৬৮
পরিচ্ছেদ	২৬৯
উটনী, উট, গাছ ও হাওদা সামনে রেখে সালাত আদায় করা	২৭০
চৌকি সামনে রেখে সালাত আদায় করা	২৭০
সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাধা দেয়া উচিত	২৭১
মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর গুনাহ	২৭২
কারো দিকে মুখ করে সালাত আদায়	২৭২
ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায়	২৭৩
মহিলার পেছনে থেকে নফল সালাত আদায়	২৭৩
কোন কিছু সালাত নষ্ট করে না বলে যিনি মত পোষণ করেন	২৭৩
সালাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে তুলে নেয়া	২৭৪
এমন বিছানা সামনে রেখে সালাত আদায় করা যাতে ঋতুবতী মহিলা রয়েছে	২৭৪
সিজদার সুবিধার্থে নিজ স্ত্রীকে সিজদার সময় স্পর্শ করা	২৭৫
মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা	২৭৫

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৪.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস্ সালাম	"
৫.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	"
৬.	মাওলানা রুহুল আমিন খান	"
৭.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম	"
৮.	মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	সদস্য সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম	"
৪.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৫.	মাওলানা ইমদাদুল হক	"
৬.	মাওলানা আবদুল মান্নান	"
৭.	আবদুল মুকীত চৌধুরী	সদস্য সচিব

অনুবাদকগণের তালিকা

১। মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ
২। " আবদুল জলীল
৩। " মোশাররফ হোসাইন
৪। " আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া
৫। " সিরাজুল হক
৬। " মুহাম্মদ ইসমাইল
৭। " খালিদ সাইফুল্লাহ
৮। " ইসহাক ফরীদী
৯। " আবদুর রব
১০। " আবু তাহের মেসবাহ
১১। " মাহবুবুর রহমান ভূঞা
১২। " রুহুল আমিন খান
১৩। " আবদুল মোমিন
১৪। " কুতুব উদ্দীন
১৫। " মুস্তাক আহমদ
১৬। " আবদুল মতিন
১৭। " কাজী আবু হুরায়রা
১৮। " আবদুন নূর
১৯। " আবুল কালাম
২০। " রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী
২১। " মুহাম্মদ ফারুক

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে — 'আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ্ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।' হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম 'আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী'। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্মলাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ্ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শ জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলিমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল্-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ্' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ্ সিত্তাহ্ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও তা প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ্ জানা ও মানার তাওফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় নবী হাবীব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর।

হাদীস শরীফ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এ মৌল নীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের আলোকস্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এ হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তা হলো হাদীসের মূল উৎস। ওহী-এর শাব্দিক অর্থ 'ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা।[১] ওহী দু প্রকার। প্রথম প্রকার প্রত্যক্ষ ওহী (وحى متلو) যার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব, ভাষা উভয়ই মহান আল্লাহ্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হুবহু প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার পরোক্ষ ওহী (وحى غير متلو) এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্র, তবে নবী (সা) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকজন তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখেরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও

১. উমদাতুল 'কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪

নিয়ম-কানূন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী (সা) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস। হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরী'আতের অন্যতম উৎস কুরআন ও মহানবী (সা)-এর বাণীর মধ্যেই তার প্রমাণ বিদ্যমান। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

আর 'তিনি (নবী) মনগড়া কথাও বলেন না, এ তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় (৫৩ ঃ ৩-৪)।

وَلَوتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ-

"তিনি (নবী) যদি আমার নামে কিছু রচনা চালাতে চেষ্টা করতেন আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে লইতাম তার জীবনধমনী" (৬৯ ঃ ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "রূহুল কুদ্স (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন—নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না"—(বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন"(নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬)। "জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস"—(আবূ দাউদ, ইব্ন মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনুল করীমে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (৫৯ ঃ ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) লিখেছেন "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) মানে নতুন, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে—তাই হাদীসের আরেক অর্থ হলো কথা। ফকীহ্গণের পরিভাষায় নবী করীম (সা) আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলা হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ

হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (বাণী সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়। দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্ম সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যে সব কথা বা কাজ নবী করীম (সা)-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ্ (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি নবী করীম (সা) অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বোঝানো হয়েছে। ফিক্হ পরিভাষায় সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদত রূপে যা করা হয় তা বোঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিকেই বোঝায়।

আসার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আসার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীগণ থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আসার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীগণের নিজস্ব ভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম উল্লেখ করেন নি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আসারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী (صحابى) : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ (تَابِعى) : যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস (محدث) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ (شيخ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খায়ন (شيخين) : সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্‌হ্-এর পরিভাষায় ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিয (حافظ) : যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিয বলা হয়।

হুজ্জাত (حجة) : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত বলা হয়।

হাকিম (حاكم) : যিনি সব হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম বলা হয়।

রিজাল (رجال) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল (اسماء الرجال) বলা হয়।

রিওয়ায়ত (رواية) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়ত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়ত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়ত (হাদীস) আছে।

সনদ (سند) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন (متن) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

মরফূ‘ (مرفوع) : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মরফূ‘ হাদীস বলে।

মাওকূফ (موقوف) : যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ-সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার (اثار)।

মাকতূ‘ (مقطوع) : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ‘ হাদীস বলা হয়।

তা‘লীক (تعليق) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা‘লীক বলা হয়। কখনো কখনো তা‘লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও ‘তা‘লীক’ বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু ‘তা‘লীক’ রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা‘লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অনেক সংকলনকারী এই সমস্ত তা‘লীক হাদীস মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস (مدلس) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্‌তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তাঁর নিকট সেই হাদীস শুনেন নি—সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এইরূপ করাকে ‘তাদ্‌লীস, আর যিনি এইরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী থেকেই তাদ্‌লীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

মুযতারাব (مضطرب) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্‌রাজ (مدرج) যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্‌রাজ এবং এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' বলা হয়। ইদ্‌রাজ হারাম। অবশ্য যদি এর দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল (متصل) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি' (منقطع) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি' হাদীস, আর এই বাদ পড়াকে ইনকিতা' বলা হয়।

মুরসাল (مرسل) : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মুতাবি' ও শাহিদ (متابع و شاهد) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতাবি' বল হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদত বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক (معلق) : সনদের ইনকিতা' প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক হাদীস বল হয়।

মা'রূফ ও মুনকার (معروف و منكر) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মকবুল রাবীর হাদীসকে মা'রূফ বলা হয়। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সাহীহ (صحيح) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্‌তা-গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত তাকে সাহীহ হাদীস বলে।

হাসান (حسن) : যে হাদীসের কোন রাবীর যারতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সাহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান নির্ধারণ করেন।

যঈফ (ضعيف) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নবী করীম (সা)-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ' (موضوع) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক (متروك) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলা হয়। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম (مبهم) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে—এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির (متواتر) : যে সাহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহূর (مشهور) : যে সাহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর হাদীস বলা হয়।

আযীয (عزيز) : যে সাহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয বলা হয়।

গরীব (غريب) : যে সাহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

হাদীসে কুদসী (حديث قدسى) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত করে যেমন আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা)-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী (সা) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুত্তাফাক আলায়হ্ (متفق عليه) : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ্ হাদীস বলে।

আদালত (عدالت) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বোঝায়।

যাবৃত (ضبط) : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবৃত বলা হয়।

ছিকাহ (ثقة) : যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবৃত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে ছিকাহ ছাবিত (ثابت) বা ছাবাত (ثبة) বলা হয়।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর

কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-জামি' (الجامع) : যে সব হাদীসগ্রন্থে (১) আকীদা-বিশ্বাস, (২) আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), (৩) আখলাক ও আদাব, (৪) কুরআনের তাফসীর, (৫) সীরাত ও ইতিহাস, (৬) ফিতন ও আশরাত অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা ও আলামতে কিয়ামত, (৭) রিকাক অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি (৮) মানাকিব অর্থাৎ ফযীলত ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল-জামি' বলা হয়। সাহীহ বুখারী ও জামি' তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সাহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন হাদীসবিশারদের মতে তা জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান (السنن) : যেসব হাদীসগ্রন্থে কেবলমাত্র শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্রিত করা হয় এবং ফিক্‌হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান বলে। যেমন সুনান আবূ দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইব্‌ন মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ (المسند) : যে সব হাদীসগ্রন্থে সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী অথবা তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্‌হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলা হয়। যেমন হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হলে। ইমাম আহমদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদ আবূ দাউদ তা'য়ালিসী (র) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল-মু'জাম (المعجم) : যে হাদীসগ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম বলে। যেমন ইমাম তাবারানী (র) সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক (المستدرك) : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীসগ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সে সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক বলা হয়। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরী (র)-এর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা (رسالة) : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের অথবা এক রাবীর হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা বা জুয (جزء) বলা হয়।

৭. সিহাহ্ সিত্তাহ (صحاح سته) : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা—এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ্ সিত্তাহ বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্‌ন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কিছু সংখ্যক আলিম সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (র) ইমাম তাহাবী (র) সংকলিত মা'আনীল আসার (তাবারী শরীফ) গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনকি ইবন হাযম ও আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্‌মীরী (র) তাহাবী শরীফকে নাসায়ী ও আবূ দাউদ শরীফের স্তরে গণ্য করেছেন।

৮. সাহীহায়ন (صحيحين) : সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমকে একত্রে সাহীহায়ন বলা হয়।

৯. সুনানে আরবা'আ (سنن اربعة) : সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ--আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইব্‌ন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবা'আ বলা হয়।

আঠাইশ

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সাহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইব্‌ন মাজা এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহ্‌গণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মা'রূফ ও মুনকার সকল প্রকারের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর

হাদীস বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা হয় না। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ যঈফ হাদীসই রয়েছে। ইব্‌ন হিব্বানের কিতাবুয যুআফা, ইবনুল-আছীরের কামিল ও খতীব বাগদাদী, আবূ নুআয়ম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীসের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ 'আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্ত যঈফ।' কাজেই এ দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর (র) মতে সিহাহ সিত্তাহ, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনান দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা—আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইব্ন হিব্বান—আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল্-মুস্তাদরাক—হাকিম-আবূ 'আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (৪০২ হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হি.)

৫. সহীহ আবূ 'আ'ওয়ানা—ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হি.) এবং ইব্ন হাযম জাহিরীর (৪৫৬ হি.)-ও এক একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ 'আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান আহমদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আসারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবূ 'আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ্ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাকু আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে ঃ হাদীসের বড় বড় ইমামের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে [এমনকি শুধু নিয়্যাত সম্পর্কীয় (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে—তাদবীন, ৫৪ পৃ.] অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীসের সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (সা)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব জাতির কাছে পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত দু'আ করেছেন ঃ

نضّر الله امرءً سمع منّا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره الخ –

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাযত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি।" (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০)

মহানবী (সা) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই

কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুনা হবে"—(মুসতাদরাক হাকিম, ১ খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরও বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো।" (মুসনাদ আহমদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।" (বুখারী) ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) বলেন ঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী উপায়ে মহানবী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (সা) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস মুখস্থ করতাম।" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)

উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদানের মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী (সা)-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সবাই হাদীসগুলি মুখস্থ শুনিয়ে দিতেন। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতেন। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত"—(আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১খ, পৃ. ১৬১)।

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ

লিপিবদ্ধ হতে থাকে। 'হাদীস নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে' বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ "আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে।" (মুসলিম) কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না মহানবী (সা) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।" তিনি বললেন ঃ "আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার" (দারিমী)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যা কিছু শুনতাম, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।" এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা থেকে বিরত থাকলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ "তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না" (আবূ দাউদ, মুসনাদ আহমদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)। তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন—যা আমি নবী (সা)-এর নিকট শুনেছি" —(উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। নবী করীম (সা) বললেন ঃ "তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।" তারপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন—(তিরমিযী)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভাষণ দিলেন। আবূ শাহ ইয়ামানী (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী করীম (সা) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেন—(বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)। হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল (ফাতহুল বারী)। আবূ হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস নবী করীম (সা)-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। পরে তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩য় খ, পৃ. ৫৭৩)। রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমদ)।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর

সঙ্গেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে এ সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) লিখিয়ে ছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত (জামি' বায়ানিল ইল্‌ম, ১খ, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় পৌছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে খ্যাত), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্র-প্রধান ও রাজন্যবর্গের কাছে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা)-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবূ হুরায়রা (রা)-র সংকলন সমধিক খ্যাত।

সাহাবীগণ যেভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন ॥তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবূ হুরায়রা (রা)-র নিকট আটশত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, উরওয়া ইবনু যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইব্‌ন সিরীন, নাফি', ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ্, মাসরুক, মাকহুল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ (র) প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈর প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাত করে নবী করীম (সা)-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে-তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাবিঈ-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশক পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালের ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (র) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে

'কিতাবুল আসার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ জামি' সুফইয়ান সাওরী, জামি' ইবনুল মুবারক, জামি' ইমাম আওযাঈ, জামি' ইব্ন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ্ সিত্তাহ্) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমদ (র) তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ্ ইবন হিব্বান, সহীহ ইব্ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানু কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এ পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস্ সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীস চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ প্রভৃতি হাদীস কেন্দ্র বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (সা)-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

ইমাম বুখারী (র)

নাম ঃ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল। কুনিয়াত ঃ আবূ আবদুল্লাহ। লকব ঃ শায়খুল ইসলাম ও আমীরুল মু'মিনীন ফীল হাদীস।

বংশ পরিচয় ঃ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা ইবন বারদিযবাহ, আল জু'ফী আল বুখারী (র)। ইমাম বুখারী (র)-এর উর্ধ্বতন পুরুষ বারদিযবাহ ছিলেন অগ্নিপূজক। 'বারদিযবাহ' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ কৃষক। তাঁর পুত্র মুগীরা বুখারার গভর্নর ইয়ামান আল-জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য ইমাম বুখারীকে আল-জু'ফী আর বুখারার অধিবাসী হিসেবে বুখারী বলা হয়।

ইমাম বুখারীর প্রপিতামহ মুগীরা এবং পিতামহ ইবরাহীম সম্বন্ধে ইতিহাসে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য জানা যায় যে, তাঁর পিতা ইসমা'ঈল (র) একজন মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম মালিক, হাম্মাদ ইবন যায়দ ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি জীবনে কখনও হারাম বা সন্দেহজনক অর্থ উপার্জন করেন নি। তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল ব্যবসাবাণিজ্য। তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল।

জন্ম ও মৃত্যু ঃ ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমু'আর দিন জুমু'আর সালাতের কিছু পরে বুখারায় জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল শনিবার ঈদের রাতে ইশার সালাতের সময় সমরকন্দের নিকটে খারতাংগ পল্লীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম বাষট্টি বছর। খারতাংগ পল্লীতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম বুখারী (র)-এর শিশু কালেই পিতা ইসমা'ঈল (র) ইনতিকাল করেন। তাঁর মাতা ছিলেন পরহেযগার ও বুদ্ধিমতী। স্বামীর রেখে যাওয়া বিরাট ধনসম্পত্তির দ্বারা তিনি তাঁর দুই পুত্র আহমদ ও মুহাম্মদকে লালন-পালন করতে থাকেন। শৈশবে রোগে আক্রান্ত হলে মুহাম্মদের চোখ নষ্ট হয়ে যায়, অনেক চিকিৎসা করেও যখন তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি কিছুতেই ফিরে এল না, তখন তাঁর মা আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি ও দু'আ করতে থাকেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তোমার কান্নাকাটির ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্বপ্নেই তিনি জানতে পারলেন যে, এই বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম (আ)। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন যে, সত্যই তাঁর পুত্রের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। বিস্ময় ও আনন্দে তিনি আল্লাহর দরবারে দু'রাকআত শোকরানা সালাত আদায় করেন।*

পাঁচ বছর বয়সেই মুহাম্মদকে বুখারার এক প্রাথমিক মাদরাসায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। মুহাম্মদ বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সেই তিনি কুরআন মজীদ হিফজ করে ফেলেন এবং দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দশ বছর বয়সে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বুখারার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম দাখিলী (র)-এর হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। সে যুগের নিয়মানুসারে তাঁর সহপাঠীরা খাতা-কলম নিয়ে উস্তাদ থেকে শ্রুত হাদীস লিখে নিতেন, কিন্তু ইমাম বুখারী (র) সাধারণত খাতা-কলম কিছুই সঙ্গে নিতেন না। তিনি মনোযোগের সাথে উস্তাদের বর্ণিত হাদীস শুনতেন। ইমাম বুখারী (র) বয়সে সকলের ছেয়ে ছোট্ট ছিলেন। সহপাঠীরা তাকে প্রতিদিন এই বলে ভর্ৎসনা করত যে, খাতা-কলম ছাড়া তুমি অনর্থক কেন এসে বস? একদিন বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন ঃ তোমাদের লিখিত খাতা নিয়ে এস। এতদিন তোমরা যা লিখেছ তা আমি মুখস্থ শুনিয়ে নেই। কথামত তারা খাতা নিয়ে বসল আর এত দিন শ্রুত কয়েক হাযার হাদীস ইমাম বুখারী (র) হুবহু ধারাবাহিক শুনিয়ে দিলেন। কোথাও কোন ভুল করলেন না। বরং তাদের লেখায় ভুল-ত্রুটি হয়েছিল, তারা তা শুনে সংশোধন করে নিল। বিস্ময়ে তারা হতবাক হয়ে গেল। এই ঘটনার পর ইমাম বুখারী (র) -এর প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ষোল বছর বয়সে ইমাম বুখারী (র) বুখারা ও তার আশেপাশের শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ থেকে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস মুখস্থ করে নেন। সেই সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারক ও ওয়াকী ইবনুল-জাররাহ (র)-এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ মুখস্থ করে ফেলেন। এরপর তিনি মা ও বড়

* مقدمة لا مع الدرارى للشيخ زكريا ص٦

ভাই আহমদের সঙ্গে হজ্জে গমন করেন। হজ্জ শেষে বড় ভাই ও মা ফিরে আসেন। ইমাম বুখারী (র) মক্কা মুকাররমা ও মদীনা তাইয়্যেবায় কয়েক বছর অবস্থান করে উভয় স্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি 'কাযায়াস-সাহাবা ওয়াত-তাবিঈন' শীর্ষক তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর মদীনায় অবস্থানকালে চাঁদের আলোতে 'তারীখে কবীর' লিখেন।

ইমাম বুখারী (র) হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র কূফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান প্রভৃতি শহরে বার বার সফর করেন। সেই সকল স্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের থেকে তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করেন। আর অন্যদের তিনি হাদীস শিক্ষাদান করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ রচনায়ও ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'জামি' সহীহ বুখারী শরীফ সর্বপ্রথম মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারামে প্রণয়ন শুরু করেন এবং দীর্ঘ ষোল বছর সময়ে এই বিরাট বিশুদ্ধ গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (র) অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, একলাখ সহীহ ও দুই লাখ গায়ের সহীহ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর এই অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির খ্যাতি সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তাঁর এই স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন এবং সকলেই স্বীকার করেছেন যে, হাদীসশাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনী গ্রন্থে বহু চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। মাত্র এগার বছর বয়সে বুখারার বিখ্যাত মুহাদ্দিস 'দাখিলী'র হাদীস বর্ণনা কালে যে ভুল সংশোধন করে দেন, হাদীস বিশারদগণের কাছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

ইমাম বুখারী (র) এক হাযারেরও বেশী সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মাক্কী ইবন ইবরাহীম, আবূ আসিম, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদানী, ইসহাক ইবন রাহওয়াসহ, হুমায়দী, ইয়াহ্ইয়া, উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা, মুহাম্মদ ইবন সালাম আল বায়কান্দী ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল ফারইয়াবী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উস্তাদদের অনেকেই তাবিঈদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণকারীর সংখ্যা নব্বই হাযারেরও অধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর ছাত্রসংখ্যা বিপুল। তাঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, আবূ হাতিম আর-রাযী (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইমাম বুখারী (র) মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। দান-খয়রাত করা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পিতার বিরাট ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর সবই গরীব দুঃখী ও হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে অতি সামান্য আহার করতেন। কখনও কখনও মাত্র দুই তিনটি বাদাম খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছেন। বহু বছর তরকারী ছাড়া রুটি খাওয়ার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ইমাম বুখারী (র)-এর সততা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। আবূ হাফস (র) একবার তাঁর কাছে বহু মূল্যবান পণ্যদ্রব্য পাঠান। এক ব্যবসায়ী তা পাঁচ হাযার দিরহাম মুনাফা দিয়ে খরিদ করতে চাইলে তিনি বললেনঃ তুমি আজ চলে যাও, আমি চিন্তা করে দেখি। পরের দিন সকালে আরেক দল ব্যবসায়ী এসে দশ হাযার দিরহাম মুনাফা দিতে চাইলে তিনি বললেন ঃ

গতরাতে আমি একদল ব্যবসায়ীকে দিবার নিয়্যাত করে ফেলেছি; কাজেই আমি আমার নিয়্যাতের খেলাফ করতে চাই না। পরে তিনি তা পূর্বোক্ত ব্যবসায়ীকে পাঁচ হাযার দিরহামের মুনাফায়ই দিয়ে দিলেন। নিয়্যাত বা মনের সংকল্প রক্ষা করার জন্য পাঁচ হাযার দিরহাম মুনাফা ছেড়ে দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। ইমাম বুখারী (র) বলেনঃ আমি জীবনে কোন দিন কারো গীবত শিকায়াত করিনি। তিনি রামাযান মাসে পুরো তারাবীতে এক খতম, প্রতিদিন দিবাভাগে এক খতম এবং প্রতি তিন রাতে এক খতম কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। একবার নফল সালাত আদায় কালে তাঁকে এক বিচ্ছু ষোল সতেরো বার দংশন করে, কিন্তু তিনি যে সূরা পাঠ করছিলেন তা সমাপ্ত না করে সালাত শেষ করেন নি। এভাবে তাকওয়া-পরহেযগারী, ইবাদত-বন্দেগী দান-খয়রাতের বহু ঘটনা তাঁর জীবনীকারগণ বর্ণনা করেছেন, যা অসাধারণ ও বিস্ময়কর।

ইমাম বুখারী (র)-কে জীবনে বহু বিপদ ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হিংসুকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। বুখারার গভর্নর তাঁর দুই পুত্রকে প্রাসাদে গিয়ে বিশেষভাবে হাদীস শিক্ষাদানের আদেশ করেন। এতে হাদীসের অবমাননা মনে করে ইমাম বুখারী (র) তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ সুযোগে দরবারের কিছু সংখ্যক হিংসুকের চক্রান্তে তাঁকে শেষ বয়সে জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করতে হয়েছিল। এ সময় তিনি সমরকন্দবাসীর আহবানে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে খারতাংগ পল্লীতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পয়লা শাওয়াল শনিবার ২৫৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দাফনের পর তাঁর কবর থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। লোকে দলে দলে তাঁর কবরের মাটি নিতে থাকে। কোনভাবে তা নিবৃত্ত করতে না পেরে পরে কাঁটা দিয়ে ঘিরে তাঁর কবর রক্ষা করা হয়। পরে জনৈক ওলীআল্লাহ মানুষের আকীদা নষ্ট হওয়ার আশংকায় সে সুঘ্রাণ বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করেন এবং তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়।

বুখারী শরীফ

বুখারী শরীফের পূর্ণ নাম আল জামিউল মুসনাদুস্ সহীহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আয়্যামিহী। হাদীসের প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ সম্বলিত বলে একে 'জামি' বা পূর্ণাঙ্গ বলা হয়। কেবল মাত্র সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত বলে 'সহীহ' এবং 'মারফূ' 'মুত্তাসিল' হাদীস বর্ণিত হওয়ায় এর মুসনাদ নামকরণ করা হয়েছে।

সকল মুহাদ্দিসের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত হাদীসগ্রন্থের মধ্যে বুখারী শরীফের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে এবং কুরআন মজীদের পরেই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এক লাখ সহীহ ও দু'লাখ গায়ের সহীহ মোট তিন লাখ হাদীস ইমাম বুখারী (র)-এর মুখস্থ ছিল। এ ছাড়া তাঁর কাছে সংগৃহীত আরো তিন লাখ, মোট ছয় লাখ, হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে তিনি দীর্ঘ ষোল বছরে এ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। বুখারী শরীফে সর্বমোট সাত হাজার তিনশত সাতানব্বইটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। 'তাকরার' বা পুনরাবৃত্তি (যা বিশেষ প্রয়োজনে করা হয়েছে) বাদ দিলে এই সংখ্যা মাত্র দুই হাজার পাঁচশত তের-তে দাঁড়ায়। মু'আল্লাক ও মুতাবা'আত যোগ করলে এর সংখ্যা পৌঁছায় নয় হাজার বিরাশিতে। বুখারী শরীফের সর্বপ্রধান বর্ণনাকারী ফারাবরী (র)-এর বর্ণনা অনুসারে বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফিয ইবন হাজার (র) কর্তৃক গণনার সংখ্যা এখানে প্রদত্ত হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনাকারী ও গণনাকারীদের গণনায় এ সংখ্যার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

উপরে বর্ণিত সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই ছাড়াও প্রতিটি হাদীস সংকলনের আগে ইমাম বুখারী গোসল করে

দু'রাকআত সালাত আদায় করে ইসতিখারা করার পর এক-একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। এরূপ কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের ফলে অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের তুলনায় সারা মুসলিম জাহানে বুখারী শরীফ হাদীসগ্রন্থ হিসেবে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। জমহূর মুহাদ্দিসের বুখারী শরীফে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহর দরবারে বুখারী শরীফের মকবুলিয়াতের আলামত হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে, আলিমগণ ও বুযুর্গানে দীন বিভিন্ন সময়ে কঠিন সমস্যায় ও বিপদাপদে বুখারী শরীফ খতম করে দু'আ করে ফল লাভ করে আসছেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

বুখারী শরীফ সংকলনের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর বিখ্যাত উস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ (র) পরোক্ষভাবে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই, যে 'গায়ের সহীহ হাদীস' থেকে 'সহীহ হাদীস' বাছাই করে একখানি গ্রন্থ সংকলন করতে পারে?

ইমাম বুখারী (র) একবার স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেহ মুবারকের উপর মাছি এসে বসছে, আর তিনি পাখা দিয়ে সেগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তা'বীর বর্ণনাকারী আলিমগণ এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহীহ হাদীসসমূহ 'গায়ের সহীহ' হাদীস থেকে বাছাইয়ের কার্য স্বপ্ন দ্রষ্টা দ্বারা সম্পাদিত হবে। তখন থেকেই ইমাম বুখারীর মনে এরূপ একটি গ্রন্থ সংকলনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে এবং তিনি দীর্ঘ ষোল বছরের অক্লান্ত সাধনার পর তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সহীহ হাদীসের একখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা করা এবং তাঁর সে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। এ গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশের পর তিনি চিন্তা করলেন যে, অধ্যয়নের সাথে সাথে যাতে লোকে এর ভাবার্থ ও নির্দেশিত বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত ও উপকৃত হতে পারে তজ্জন্য হাদীসসমূহ তিনি বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে 'তরজমাতুল বাব' বা শিরোনাম কায়েম করেন। যেহেতু দীন-ই- ইসলামের শিক্ষা ব্যাপক ও বিস্তৃত, তাই এর বিধানাবলীর পরিসীমা নির্ধারণ করা দুষ্কর। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক সংকলিত হাদীসগুলির সংখ্যা সীমিত। এই সীমিত সংখ্যক হাদীস দ্বারা দীন-ই ইসলামের ব্যাপক ও বিস্তৃত শিক্ষার দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন দুষ্কর। তাই ইমাম বুখারী (র) সংকলিত হাদীসগুলি দ্বারা ব্যাপক বিধানাবলীর দলীল কায়েম করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে ইশারা বা ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে বুখারী শরীফ অধ্যয়নে তরজমাতুল বাব ও বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আলিমদের দৃষ্টিতে একটি কঠিন সমস্যা ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বুখারী শরীফ প্রণয়নের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আলিম সমাজকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শিরোনামের এই রহস্য ভেদ করতে প্রত্যেকেই স্বীয় জ্ঞান-বিবেকের তূণ থেকে তীর নিক্ষেপে কোন কসুর করেন নি, তবুও মুহাক্কিক আলিমদের ধারণায়, আজও কারো নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যস্থল ভেদে সবক্ষেত্রে পুরোপুরি সমর্থ হয় নি। এজন্য বলা হয়ে থাকে 'ফিকহুল বুখারী ফী তারাজিমিহী' অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র)-এর জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধি-চাতুর্য তাঁর গ্রন্থের তরজমা বা শিরোনামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালের মনীষীগণ এই লুক্কায়িত রত্ন যথাযথ উদ্ধারে সর্বশক্তি ও শ্রম ব্যয় করেও পূর্ণভাবে সফলকাম হতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বুখারী শরীফ সঙ্কলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর মুসলিম মনীষিগণ যেভাবে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে আসছেন আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ ছাড়া আর কোন গ্রন্থের প্রতি

এরূপ ঝুঁকে পড়েন নি। একমাত্র ইমাম বুখারী (র) থেকে নব্বই হাজারেরও অধিক সংখ্যক লোক এ গ্রন্থের হাদীস শ্রবণ করেছে। তারপর প্রত্যেক যুগেই অসংখ্য হাদীস শিক্ষার্থী এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আসছে। এ গ্রন্থের ভাষ্য পুস্তকের সংখ্যাও অগণিত। সে সবের মধ্যে হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) (জন্ম, ৭৭৩ হি. মৃ. ৮৫২ হি.)-এর 'ফতহুল বারী', শায়খ বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (র) (জ. ৭৬২ হি. মৃ. ৮৫৫ হি.)-এর 'উমদাতুল-কারী' ও আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ কাসতালানী (র) (জ. ৮৫১ হি. মৃ. ৯২৩ হি)-এর 'ইরশাদুস-সারী' সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁরা তিনজনই মিসরের অধিবাসী ছিলেন। এ ছাড়া বর্তমান যুগে সহীহ বুখারী অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ভাষ্য হিসেবে মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র) (জ. ১২৪৪ হি. মৃ. ১৩২৩ হি.) কৃত 'লামেউদ দারারী' এবং মাওলানা সৈয়দ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (জ. ১২৯২ হি. মৃ. ১৩৫২ হি.) কৃত 'ফয়যুল বারী' বিশেষভাবে সমাদৃত। ইমাম বুখারী (র) ও তাঁর সংকলিত বুখারী শরীফের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও এর উপরে যে ব্যাপক 'ইলমী চর্চা হয়েছে তার সহস্র ভাগের এক ভাগ বর্ণনা করাও এ স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর নয়।

মুসলিম জাহানের সর্বত্র সমাদৃত এই পবিত্র হাদীসগ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক যাতে সরাসরি উপকৃত হতে পারে সে লক্ষ্যেই এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহ সরল বঙ্গানুবাদ পেশ করা হল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে। - - - - -

২. সনদের যেখানে তাহবীল (تحويل) রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীলকৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আরবী, ফার্সী, উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ণ নির্দেশিকায় অনুমোদিত রূপটি যথাসম্ভব গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে (সা), আলায়হিস সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ), রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহু, আনহুম ও আনহা-র ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আলায়হিম, আলায়হা-এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে এলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—আনাস, আব্বাস, আবূ হুরায়রা (রা)।

৬. কুরআন মজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরা নম্বর, পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—২ ঃ ১৩৮ অর্থাৎ সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াত।

পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি যে, তারা এমন একটি মহান কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই মহাপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত সকল পর্যায়ের আলিম-উলামা-সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য দু'আ করি—তিনি যেন এই ওয়াসীলায় তাদের ও আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন এবং নেক জাযা দেন।

সম্পাদনা পরিষদ

كِتَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ

ওহীর সূচনা অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

١. بَابٌ : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّا اَوحَينَا اِلَيكَ كَمَا اَوحَينَا اِلى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِن بَعدِهِ ·

১. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ

"আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ (আ) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।" (৪ ঃ ১৬৩)

١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِاَمْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ·

১ হুমায়দী (র)………'আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস আল-লায়সী (র) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ইরশাদ করতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে—সেই উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।

٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْيَانًا يَاْتِيْنِيْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَ هُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَ اَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِيْ فَاَعِيْ مَا يَقُوْلُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، وَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَ اِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا ·

২ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..........‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হারিস ইব্ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে?’ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কোন কোন সময় তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নিই, আবার কখনো ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। ‘আয়িশা (রা) বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।

৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرٰى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلاَءُ وَ كَانَ يَخْلُوْا بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَ يَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَ هُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلاَّ وَاللّٰهِ مَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَ تَقْرِي الضَّيْفَ وَ تُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهٖ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى ابْنَ عَمِّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اِسْمَعْ مِنَ ابْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ اَخِيْ مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَاٰى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى يَا لَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِيْ اَكُوْنُ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَاْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهٖ اِلاَّ عُوْدِيَ وَاِنْ يُّدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ

أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَ فَتَرَ الْوَحْيُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلٰى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ وَأَبُوْصَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ ۰

৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া—এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ "আমি বললাম, 'আমি পড়ি না।' তিনি বলেন ঃ তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম ঃ আমি তো পড়ি না।' তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, 'আমি তো পড়ি না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব্ মহামহিমান্বিত।" (৯৬ ঃ ১-৩)

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনত্ খুওয়ায়লিদের কাছে এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও', 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা)-র কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, কখ্খনো না। আল্লাহ্ আপনাকে কখখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ ইব্‌ন 'আবদুল 'উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহ্‌র তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, 'ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ মূসা (আ)-র কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রা) ইন্তিকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

ইব্‌ন শিহাব (রা)....... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) ওহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ একদা আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফিরিশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।' তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" (৭৪ ঃ ১-৪)। এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওহী নাযিল হতে লাগল।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ও আবূ সালেহ্ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইব্‌ন রাদ্দাদ (র) যুহরী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মা'মার فؤاده -এর স্থলে بَوَادِرُهٗ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ
بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَالِجُ
مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَنَا اُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
يُحَرِّكُهُمَا وَ قَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى
لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ قَالَ جَمْعَهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَأَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ
فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اِسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَأَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ .

৪ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).......ইব্‌ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্‌বা তার সাথে নাড়বেন না' (৭৫ ঃ ১৬)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী নাযিলের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঠোঁট

নাড়তেন।' ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, 'আমি তোমাকে দেখানোর জন্য ঠোঁট দুটি নাড়ছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নাড়তেন।' সা'ঈদ (র) (তাঁর শাগরিদদের) বলেন, 'আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে যেভাবে তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়তে দেখেছি, সেভাবেই আমার ঠোঁট দুটি নাড়াচ্ছি।' এই বলে তিনি তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়লেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহবা তার সাথে নাড়বেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।" (৭৫ ঃ ১৬-১৮) ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, 'এর অর্থ হলো ঃ আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করানো। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন (৭৫ ঃ ১৯)। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই (৭৫ ঃ ১৯)।' অর্থাৎ আপনি তা পাঠ করবেন, এটাও আমার দায়িত্ব। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিবরাঈল (আ) আসতেন, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন। জিবরাঈল চলে গেলে তিনি যেমন পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও ঠিক তেমনি পড়তেন।

৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ وَ مَعْمَرٌ نَحْوَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ .

৫ আবদান (র).......ও বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র)........ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।

٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِيْ رَكْبٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَادَّ فِيْهَا اَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَاَتَوْهُ وَهُمْ بِاِيْلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِيْ مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوْمِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ اَيُّكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا بِهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا اَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ اَدْنُوْهُ مِنِّيْ وَقَرِّبُوْا اَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوْهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَّهُمْ اِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ فَاِنْ كَذَبَنِيْ

فَكَذِّبُوْهُ فَوَ اللّٰهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ مِنْ اَنْ يَّأثِرُوْا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ اَوَّلَ مَا سَاَلَنِيْ عَنْهُ اَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ اَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهٖ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ قُلْتُ بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِيْنِهٖ بَعْدَ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لاَ وَ نَحْنُ مِنْهُ فِيْ مُدَّةٍ لاَ نَدْرِيْ مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيْهَا قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّيْ كَلِمَةٌ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرُ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَ نَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَاْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ اتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَاَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهٖ فَذَكَرْتَ اَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ نَسَبٍ فَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ نَسَبِ قَوْمِهَا وَ سَاَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ مِنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَّاْتَسِيْ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهٖ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهٖ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَّطْلُبُ مُلْكَ اَبِيْهٖ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ فَقَدْ اَعْرِفُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَ سَاَلْتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ اَنَّ ضُعَفَاءَ هُمُ اتَّبَعُوْهُ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَاَلْتُكَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ فَذَكَرْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ اَمْرُ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يَتِمَّ وَ سَاَلْتُكَ اَيَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهٖ بَعْدَ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَ وَ كَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ وَ سَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ وَ كَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ وَ سَاَلْتُكَ بِمَا يَاْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ اَنَّهُ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ يَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَ الصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَاِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّ اَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنِّيْ اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ بَعَثَ بِهٖ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرٰى اِلٰى هِرَقْلَ فَقَرَاَهُ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ

الْاِسْلاَمِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ و فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَاُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِيْ حِيْنَ اُخْرِجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ اِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا اَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ الْاِسْلاَمَ ، وَكَانَ ابْنُ النَّاطُوْرِ صَاحِبُ اِيْلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلٰى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ اَنَّ هِرَقْلَ حِيْنَ قَدِمَ اِيْلِيَاءَ اَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيْثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهٖ قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُوْرِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُوْمِ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ سَاَلُوْهُ اِنِّيْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَظَرْتُ فِي النُّجُوْمِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَّخْتَتِنُ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالُوْا لَيْسَ يَخْتَتِنُ اِلاَّ الْيَهُوْدُ فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَاْنُهُمْ وَ اكْتُبْ اِلٰى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوْا مَنْ فِيْهِمْ مِنَ الْيَهُوْدِ فَبَيْنَمَاهُمْ عَلٰى اَمْرِهِمْ اُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ اَرْسَلَ بِهٖ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوْا فَانْظُرُوْا اَمُخْتَتِنٌ هُوَ اَمْ لاَ فَنَظَرُوْا اِلَيْهِ فَحَدَّثُوْهُ اَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَاَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُوْنَ فَقَالَ هِرَقْلُ هٰذَا مَلِكُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ اِلٰى صَاحِبٍ لَهُ بِرُوْمِيَةَ وَكَانَ نَظِيْرَهُ فِي الْعِلْمِ وَ سَارَ هِرَقْلُ اِلٰى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتّٰى اَتَاهُ كِتَابٌ مِّنْ صَاحِبِهٖ يُوَافِقُ رَاْيَ هِرَقْلَ عَلٰى خُرُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَّهُ نَبِيٌّ فَاَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّوْمِ فِيْ دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ اَمَرَ بِاَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الرُّوْمِ هَلْ لَّكُمْ فِي الْفَلاَحِ وَالرُّشْدِ وَاَنْ يَّثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوْا هٰذَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَاصُوْا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ اِلَى الْاَبْوَابِ فَوَجَدُوْهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَلَمَّا رَاٰى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَاَيِسَ مِنَ الْاِيْمَانِ قَالَ رُدُّوْهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ اِنِّيْ قُلْتُ مَقَالَتِيْ اٰنِفًا اَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلٰى دِيْنِكُمْ فَقَدْ رَاَيْتُ فَسَجَدُوْا لَهُ وَ رَضُوْا عَنْهُ فَكَانَ ذٰلِكَ اٰخِرَ شَاْنِ هِرَقْلَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٠

৬ আবুল ইয়ামান হাকাম ইব্‌ন নাফি' (র)..........আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হরব তাকে বলেছেন, বাদশাহ হিরাকল একবার তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি কুরাইশদের কাফেলায় তখন ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ সুফিয়ান ও

কুরাইশদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিবদ্ধ ছিলেন। আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সহ হিরাকলের কাছে এলেন এবং তখন হিরাকল জেরুযালেমে অবস্থান করছিলেন। হিরাকল তাদেরকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। তাঁর পাশে তখন রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিল। এরপর তাদের কাছে ডেকে নিলেন এবং দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে ব্যক্তি নিজকে নবী বলে দাবী করে—তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় কে' ? আবূ সুফিয়ান বললেন, 'আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর নিকটাত্মীয়।' তিনি বললেন, 'তাঁকে আমার খুব কাছে নিয়ে এস এবং তাঁর সঙ্গীদেরও কাছে এনে পেছনে বসিয়ে দাও।' এরপর তাঁর দোভাষীকে বললেন, 'তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব, সে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তবে সাথে সাথে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ করবে।' আবূ সুফিয়ান বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম ! তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে-এ লজ্জা যদি আমার না থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।' এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হচ্ছে, 'তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কেমন ?' আমি বললাম, 'তিনি আমাদের মধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত বংশের।' তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কখনো কি কেউ একথা বলেছে ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোকেরা?' আমি বললাম, 'সাধারণ লোকেরা।' তিনি বললেন, 'তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে ?' আমি বললাম, 'তারা বেড়েই চলেছে।' তিনি বললেন, 'তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি নারায হয়ে তা পরিত্যাগ করে ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'নবূয়তের দাবীর আগে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন ?' আমি বললাম, 'না। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না, এর মধ্যে তিনি কি করবেন।' আবূ সুফিয়ান বলেন, 'এ কথাটুকু ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন কথা সংযোজনের সুযোগই আমি পাইনি।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি তাঁর সাথে কখনো যুদ্ধ করেছ ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে ?' আমি বললাম, 'তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়।' কখনো তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনো আমাদের পক্ষে আসে।' তিনি বললেন, 'তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন?' আমি বললাম, 'তিনি বলেন : তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত মতবাদ ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদের সালাত আদায় করার, সত্য কথা বলার, নিষ্কলুষ থাকার এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দেন।' তারপর তিনি দোভাষীকে বললেন, 'তুমি তাকে বল, আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি তার জওয়াবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূল-গণকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এ কথা তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা ? তুমি বলেছ, 'না।' তাই আমি বলছি যে, আগে যদি কেউ এ কথা বলে থাকত, তবে অবশ্যই আমি বলতে পারতাম, এ এমন এক ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি না ? তুমি তার

জবাবে বলেছ, 'না।' তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোন বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি—এর আগে কখনো তোমরা তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ কিনা ? তুমি বলেছ, 'না।' এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবে অথচ আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরীফ লোক তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক ? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এরাই হন রাসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে ? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর নারায হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করে ? তুমি বলেছ, 'না।' ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে ঈমান এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কিনা ? তুমি বলেছ, 'না'। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই, চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মূর্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও কলুষমুক্ত থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এ দু'পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে ; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে হবেন, এ কথা ভাবিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধুয়ে দিতাম। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই পত্রখানি আনতে বললেন, যা তিনি দিহ্‌য়াতুল কালবীর মাধ্যমে বসরার শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে)। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকল-এর প্রতি। —শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! এস সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত রব রূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম' (৩ ঃ ৬৪)।

আবূ সুফিয়ান বলেন, 'হিরাকল যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে শোরগোল পড়ে গেল, চীৎকার ও হৈ-হল্লা তুঙ্গে উঠল এবং আমাদের বের করে দেওয়া হলো। আমাদের বের করে দিলে আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবূ কাবশার ছেলের বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনূ আসফার (রোম)-এর বাদশাহও তাকে ভয় পাচ্ছে ! তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করলেন।

ইব্ন নাতূর ছিলেন জেরুযালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাকলের বন্ধু ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের পাদ্রী। তিনি বলেন, 'হিরাকল যখন জেরুযালেম আসেন, তখন একদিন তাঁকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর বলল, 'আমরা আপনার চেহারা আজ বিবর্ণ দেখতে পাচ্ছি', ইব্ন নাতূর বলেন, হিরাকল ছিলেন জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের বললেন, 'আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খতনাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান যুগে কোন্ জাতি খতনা করে' ? তারা বলল, 'ইয়াহূদী ছাড়া কেউ খতনা করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার যেন আপনাকে মোটেই চিন্তিত না করে। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখানকার সকল ইয়াহূদীকে হত্যা করে ফেলে।' তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন হিরাকলের কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। হিরাকল তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন, 'তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখ, তার খতনা হয়েছে কি-না।' তারা তাকে নিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল, তার খতনা হয়েছে। হিরাকল তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জওয়াব দিল, 'তারা খতনা করে।' তারপর হিরাকল তাদের বললেন, 'ইনি [রসূলুল্লাহ্ ﷺ] এ উম্মতের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।' এরপর হিরাকল রোমে তাঁর বন্ধুর কাছে লিখলেন। তিনি জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাকল হিমস চলে গেলেন। হিমসে থাকতেই তাঁর কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠি এলো, যা নবী ﷺ-এর আবির্ভাব এবং তিনিই যে প্রকৃত নবী, এ ব্যাপারে হিরাকলের মতকে সমর্থন করছিল। তারপর হিরাকল তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দরজা বন্ধ করা হলো। তারপর তিনি সামনে এসে বললেন, 'হে রোমবাসী ! তোমরা কি কল্যাণ, হিদায়ত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও ? তাহলে এই নবীর বায়'আত গ্রহণ কর।' এ কথা শুনে তারা জংলী গাধার মত ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ অবস্থায় পেল। হিরাকল যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, 'ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আন।' তিনি বললেন, 'আমি একটু আগে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করেছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম।' একথা শুনে তারা তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলো। এই ছিল হিরাকল-এর শেষ অবস্থা।

আবূ 'আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, সালেহ ইব্ন কায়সান (র), ইউনুস (র) ও মা'মার (র) এ হাদীস যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়ত করেছেন।

كِتَابُ الْإِيْمَانِ

ঈমান অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ الْإِيْمَانِ

ঈমান অধ্যায়

٢. بَابُ : قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ

২. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَ يَزِيْدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَّ يَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى وَّالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ مِنَ الْاِيْمَانِ ، وَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ اِنَّ لِلْاِيْمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوْدًا وَسُنَنًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ وَ مَنْ لَّمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْاِيْمَانَ فَاِنْ اَعِشْ فَسَاُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتّٰى تَعْمَلُوْبِهَا وَاِنْ اَمُتْ فَمَا اَنَا عَلٰى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيْصٍ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ، وَقَالَ مُعَاذٌ اِجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ الْيَقِيْنُ الْاِيْمَانُ كُلُّهُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ التَّقْوٰى حَتّٰى يَدَعَ مَا حَاكَ فِى الصَّدْرِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا اَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَ اِيَّاهُ دِيْنًا وَّاحِدًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا سَبِيْلاً وَّ سُنَّةً وَ دُعَاؤُكُمْ اِيْمَانُكُمْ -

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ঃ মৌখিক স্বীকৃতি (ইয়াকীনসহ) এবং কর্মই ঈমান এবং তা বাড়ে ও কমে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান দৃঢ় করে নেয় (৪৮ ঃ ৪)। আমরা তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ ঃ ১৩)। এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের অধিক হিদায়ত দান করেন (১৯ ঃ ৭৬)। এবং যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের হিদায়ত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেন (৪৭ ঃ ১৭), যাতে মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যায় (৭৪ ঃ ৩১)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বাড়িয়ে দিল ? যারা মু'মিন এ তো তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়। (৯ ঃ ১২৪) এবং তাঁর বাণী, فاخشوهم فزادهم ايمانا "সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর ; আর এটা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল" (৩ ঃ ২৭৩)। وما زادهم الا ايمانا و تسليما "আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বাড়লো।" (৩৩ ঃ ২২)। আর আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা ও আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা করা ঈমানের অংশ।

উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র) 'আদী ইব্ন 'আদী (র)-র কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'ঈমানের কতকগুলো ফরয, কতকগুলো হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে। যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান পূর্ণ হয় না। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে অচিরেই এগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করব, যাতে তোমরা তার ওপর 'আমল করতে পার। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের সাহচর্যে থাকার জন্য আমি লালায়িত নই।'

ইবরাহীম ('আ) বলেন, ولكن ليطمئن قلبى 'তবে এ তো কেবল চিত্ত প্রশান্তির জন্য' (২ ঃ ২৬০)। মু'আয (রা) বলেন, "এসো আমাদের সঙ্গে বস, কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি।" ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, 'ইয়াকীন হল পূর্ণ ঈমান।' ইব্ন 'উমর (রা) বলেন, 'বান্দা প্রকৃত তাকওয়ায় পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে, মনে যে বিষয়ে খটকা জাগে, তা ত্যাগ না করে।' মুজাহিদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি আপনাকে এবং নূহকে একই দীনের নির্দেশ দিয়েছি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, شرعة و منهاجا অর্থাৎ পথ ও পন্থা—এবং তোমাদের দু'আ অর্থাৎ তোমাদের ঈমান।

৭ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانِ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ اَنْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ، وَالْحَجِّ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ ۔

৭ 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (রা)........ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমদান-এর সিয়াম পালন করা।

٢. بَابُ أُمُوْرِ الْاِيْمَانِ

وَ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ النَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَ الْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّائِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ . وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ . وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ . اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ . قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الاية .

৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের বিষয়সমূহ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু কল্যাণ আছে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনলে, আখিরাত, ফিরিশতা–গণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহ্র মুহব্বতে আত্মীয়–স্বজন, ইয়াতীম–অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্য–প্রার্থীদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্য সম্পদ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থসংকটে, দুঃখ–কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করলে। তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই মুত্তাকী।" (২ ঃ ১৭৭)

قد افلح .. خاشعون "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে"... (২৩ ঃ ১-২)

٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَ سِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ .

৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ জু'ফী (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ঈমানের শাখা রয়েছে ষাটের কিছু বেশী। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

٤. بَابُ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

৪. পরিচ্ছেদ ঃ প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে

٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ وَسْمٰعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَ يَدِهٖ

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اَبُوْ مُعٰوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৯ আদম ইব্‌ন আবু ইয়াস (র)........আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ তা‘আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু মু‘আবিয়া (র) বলেছেন, আমার কাছে দাউদ ইব্‌ন আবু হিন্দ (র) ‘আমির (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ‘আমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি এবং আবদুল আ‘লা (র) দাউদ (র) থেকে, দাউদ (র) আমির (র) থেকে, আমির (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে, হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥. بَابٌ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ

৫. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম

১০ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ الْقُرَشِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَ يَدِهٖ .

১০ সা‘ঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা‘ঈদ আল উমাবী আল কুরাশী (র).......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ যার জিহবা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

٦. بَابٌ اِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْاِسْلَامِ

৬. পরিচ্ছেদ ঃ খাবার খাওয়ানো ইসলামী গুণ

১১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَاُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ .

১১ আমর ইব্‌ন খালিদ (র)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

-কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাবার খাওয়াবে ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করবে।

٧. بَابٌ مِنَ الْاِيْمَانِ اَنْ يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ

৭. পরিচ্ছেদ ঃ নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ঈমানের অংশ

١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ٠

১২ মুসাদ্দাদ (র) ও হুসাইন আল মু'আল্লিম (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ করবে, যা নিজের জন্য পসন্দ করে।

٨. بَابٌ حُبُّ الرَّسُوْلِ ﷺ مِنَ الْاِيْمَانِ

৮. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –কে ভালবাসা ঈমানের অংশ

١٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ ٠

১৩ আবুল ইয়ামান (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

١٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ اَبِىْ اَيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ٠

১৪ ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম ও আদম (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

٩. بَابٌ حَلَاوَةُ الْاِيْمَانِ

৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের স্বাদ

١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ ۔

১৫ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায় ঃ ১। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া; ২। কাউকে খালিস আল্লাহ্র জন্যই মুহব্বত করা; ৩। কুফ্রীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপসন্দ করা।

١٠. بَابٌ عَلَامَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ

১০. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ

١٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ –

১৬ আবুল ওয়ালীদ (র)........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ ঈমানের চিহ্ন হ'ল আনসারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হল আনসারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

١١. بَابٌ

১১. পরিচ্ছেদ

١٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لَاتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَاتَسْرِقُوْا وَلَاتَزْنُوْا وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَاتَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَاتَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ ۔

১৭ আবুল ইয়ামান (র)......'আয়িনুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল 'আকাবার একজন নকীব 'উবাদা ইব্নুস সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পার্শ্বে একজন সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্র সঙ্গে কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে

মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্‌র কাছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্‌ফারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ্ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন। আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম।

١٢. بَابٌ مِّنَ الدِّيْنِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

১২. পরিচ্ছেদ ঃ ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অংশ

١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

১৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র).......আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা থেকে সে তার দীন নিয়ে পালিয়ে যাবে।

---

١٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ –

১৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ –এর বাণী, 'আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। আর মারেফাত (আল্লাহর পরিচয়) অন্তরের কাজ

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

"কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।" (২ ঃ ২২৫)

١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَهُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُوْنَ قَالُوْا اِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتّٰى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِيْ وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا .

১৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের যখন কোন 'আমলের নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা যতটুকুর সামর্থ্য রাখতেন, ততটুকুরই নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং

পরবর্তী সকল ত্রুটি মা'ফ করে দিয়েছেন।' একথা শুনে তিনি রাগ করলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের চাইতে আল্লাহ্‌কে আমিই বেশী ভয় করি ও বেশী জানি।

١٤. بَابٌ مَنْ كَرِهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ مِنَ الْاِيْمَانِ –

১৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপসন্দ করা ঈমানের অংশ

٢٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَايُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ – وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ ٠

২০ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় ; (২) যে একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য কোন বান্দাকে মুহব্বত করে এবং (৩) আল্লাহ্ তা'আলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর-এ ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপসন্দ করে।

١٥. بَابٌ تَفَاضُلُ اَهْلِ الْاِيْمَانِ فِى الْاَعْمَالِ

১৫. পরিচ্ছেদ ঃ আমলের দিক থেকে ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ

٢١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهَرِ الْحَيَا اَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ جَانِبِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَ اَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً قَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ –

২১ ইসমা'ঈল (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। পরে আল্লাহ্ তা'আলা (ফিরিশতাদের) বলবেন, যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আস। তারপর তাদের দোযখ থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (র) শব্দ দু'টর কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন] নদীতে ফেলা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো

কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায়? উহাইব (র) বলেন, 'আমর (র) আমাদের কাছে حيا এর স্থলে حياة এবং خردل من ايمان এর স্থলে خردل من خير বর্ণনা করেছেন।

٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَّ وَمِنْهَا مَادُوْنَ ذٰلِكَ وَ عُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الدِّيْنَ .

২২ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র)......আবূ উমামা ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে হাযির করা হচ্ছে। আর তাদের পরণে রয়েছে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নীচ পর্যন্ত। আর উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে আমার সামনে হাযির করা হল এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর জামা (এত লম্বা যে) টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আপনি এর কী তা'বীর করেছেন? তিনি বললেন ঃ (এ জামা মানে) দীন।

١٦. بَابٌ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ –

১৬. পরিচ্ছেদ ঃ লজ্জা ঈমানের অংগ

٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ .

২৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য নসীহত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অংগ।

١٧. بَابٌ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ –

১৭. পরিচ্ছেদ ঃ যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। (৯ ঃ ৫)

٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَوْحٍ الْحَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلاَمِ وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ·

২৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (র)........ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ও মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত।

١٨. بَابٌ مَنْ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ –

لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَقَالَ عِدَّةٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ عَنْ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَقَالَ تَعَالٰى لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ –

১৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে বলে 'ঈমান আমলেরই নাম'

আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ –

এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ।(৪৩ ঃ ৭২)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ –

সুতরাং কসম আপনার রবের।আমি তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই সে বিষয়ে, যা তারা করে (১৫ ঃ ৯০)।আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে আলিমদের এক দল বলেন, لا اله الا الله –এর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ – لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ

এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা। (৩৭ ঃ ৬১)

٢٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَ مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ،

قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ ۔

২৫ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস ও মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ আমলটি উত্তম ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোন্‌টি ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি ?' তিনি বললেন ঃ 'মকবূল হজ্জ।'

١٩. بَابٌ اِذَا لَمْ يَكُنِ الْاِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَكَانَ عَلَى الْاِسْتِسْلَامِ اَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا فَاِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ فَهُوَ عَلٰى قَوْلِهٖ جَلَّ ذِكْرُهٗ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ – الاٰية

১৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণ যদি খাঁটি না হয় বরং বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বা হত্যার ভয়ে হয়, তবে তার ইসলাম গ্রহণ মহান আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী হবে ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا –

"আরব মরুবাসিগণ বলে, আমরা ঈমান আনলাম; আপনি বলে দিন, "তোমরা ঈমান আন নি; বরং তোমরা বল, 'আমরা বাহ্যত মুসলিম হয়েছি ।' (৪৯ ঃ ১৪)
আর ইসলাম গ্রহণ খাঁটি হলে তা হবে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী অনুযায়ী ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন ।' (৩ ঃ ১৯)

٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوا الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى رَهْطًا وَّ سَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً هُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَىَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ اَوْمُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِىْ فَقُلْتُ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ اَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِىْ وَ عَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَاسَعْدُ اِنِّىْ لَاُعْطِىَ الرَّجُلَ وَ غَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يَّكُبَّهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ وَرَوَاهُ يُوْنُسُ وَ صَالِحٌ وَ مَعْمَرٌ وَ ابْنُ اَخِى الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ۔

২৬ আবুল ইয়ামান (র)...সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ (রা) সেখানে বসে ছিলেন। সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না।

সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় ছিল। তাই আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহ্র কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ (মু'মিন) না মুসলিম? তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দানের ব্যাপারে বিরত রইলেন? আল্লাহ্র কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ 'না মুসলিম ?' তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবারও সেই জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'সা'দ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার কাছে তার চাইতে বেশী প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।

এ হাদীস ইউনুস, সালিহ, মা'মার এবং যুহরী (র)-এর ভাতিজা যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٠. بَابٌ اِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الْاِسْلَامِ –

وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْاِيْمَانَ الْاِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ ، وَالْاِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْتَارِ –

২০. পরিচ্ছেদ ঃ সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত

আম্মার (রা) বলেন, 'তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে (পূর্ণ) ঈমান লাভ করে ঃ (১) নিজ থেকে ইনসাফ করা, (২) বিশ্বে সালামের প্রচলন, এবং (৩) অভাবগ্রস্ত অবস্থায়ও দান করা

٢٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

২৭ কুতায়বা (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামের কোন্ কাজ সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন ঃ তুমি লোকদের আহার করাবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করবে।

٢١. بَابٌ كُفْرَانُ الْعَشِيْرِ وَكُفْرٍ دُوْنَ كُفْرٍ فِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ –

২১. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। আর এক কুফ্র অন্য কুফ্র থেকে ছোট। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)–এর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে

٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُرِيْتُ النَّارَ فَاِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيْلَ اَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ

لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ـ

২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)………ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারা কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন ঃ 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অস্বীকার করে।' তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, 'আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি।'

٢٢. بَابٌ اَلْمَعَاصِىْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ـ

وَلَايُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا اِلاَّ بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

২২. পরিচ্ছেদ ঃ পাপ কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব

আর শির্‌ক ব্যতীত অন্য কোন পাপে লিপ্ত হওয়াতে ঐ পাপীকে কাফির বলা যাবে না। যেহেতু নবী করীম ﷺ [আবূ যর (রা)–কে লক্ষ্য করে] বলেছেন ঃ তুমি এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। আর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

"আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না।এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (৪ ঃ ৪৮)

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ـ

"মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে।" (৪৯ ঃ ৯)। (সংঘর্ষের পাপে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও) তাদের তিনি মু'মিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَ يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِاَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ اَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهٗ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ ـ

২৯ 'আবদুর রহমান ইব্‌নুল মুবারক (র)…….আহনাফ ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) এ ব্যক্তিকে [আলী (রা)-কে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবূ বাক্‌রা (রা)-এর সাথে

আমার সাক্ষাত হলে তিনি বললেন ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন ঃ 'ফিরে যাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।' আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।'

৩০ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ وَّ عَلٰى غُلَامِهٖ حُلَّةٌ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّيْ سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِاُمِّهٖ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهٖ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ يَاكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَاتُكَلِّفُوْهُمْ مَايَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ ۔

৩০ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)………মা'রূর (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি একবার রাবাযা নামক স্থানে আবূ যর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর চাকরের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাঁকে এর (সমতার) কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ 'আবূ যর! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনো জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য খুব বেশী কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।

২৩. بَابٌ ظُلْمٌ دُوْنَ ظُلْمٍ

২৩. পরিচ্ছেদ ঃ যুলুমের প্রকারভেদ

৩১ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَ حَدَّثَنِيْ بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۔

৩১ আবুল ওয়ালীদ এবং বিশ্র (র)……….আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ –

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি" (৬ ঃ ৮২) এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবিগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করে নি?' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ –

"নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুলুম ।" (৩১ ঃ ১৩)

٢٤. بَابٌ عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ –

২৪. পরিচ্ছেদ ঃ মুনাফিকের আলামত

٣٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ اَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ۔

৩২ সুলায়মান আবুর রাবী' (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি ঃ ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ; ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ; এবং ৩. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।

٣٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ –

৩৩ কাবীসা ইব্ন 'উকবা (র)........আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে ; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. চুক্তি করলে ভঙ্গ করে ; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি দেয়। শু'বা আ'মাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٥. بَابٌ قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْاِيْمَانِ –

২৫. পরিচ্ছেদ ঃ লায়লাতুল কদ্‌রে ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

٣٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ٠

৩৪ আবুল ইয়ামান (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদর-এ ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করবে, তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।

٢٦. بَابٌ اَلْجِهَادُ مِنَ الْاِيْمَانِ –

২৬. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

৩৫ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنْتَدَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِهٖ لَايُخْرِجُهُ اِلاَّ اِيْمَانٌ بِيْ وَ تَصْدِيْقٌ بِرُسُلِيْ اَنْ اَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ اَوْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ اَنِّيْ اُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ٠

৩৫ হারমীয়া ইব্ন হাফ্স (র)......আবূ যুর‘আ ইব্ন ‘আমর ইব্ন জারীর (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনব তার সওয়াব বা গনীমত (ও সওয়ার) সহ কিংবা তাকে জান্নাতে দাখিল করব।

আর আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোন সেনাদলের সাথে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা পসন্দ করি যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

٢٧. بَابٌ تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْاِيْمَانِ –

২৭. পরিচ্ছেদ ঃ রমযানের রাতে নফল ইবাদত ঈমানের অংগ

৩৬ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ٠

৩৬ ইসমা‘ঈল (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়।

٢٨. بَابٌ صَوْمُ رَمَضَانَ اِحْتِسَابًا مِنَ الْاِيْمَانِ-

২৮. পরিচ্ছেদ ঃ সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন ঈমানের অংগ

٣٧ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ۰

৩৭ ইব্‌ন সালাম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

٢٩. بَابٌ اَلدِّيْنُ يُسْرٌ -

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ -

২৯. পরিচ্ছেদ ঃ দীন সহজ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সবচাইতে পসন্দনীয় হল দীন—ই হানীফিয়্যা যা সহজ সরল

٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْغِفَارِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَّلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ ۰

৩৮ আবদুস সালাম ইব্‌ন মুতাহ্‌হার (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়ই দীন সহজ-সরল। দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাক, আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।

٣٠. بَابٌ اَلصَّلٰوةُ مِنَ الْاِيْمَانِ -

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ يَعْنِىْ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

৩০. পরিচ্ছেদ ঃ সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

আর আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ আল্লাহ এরূপ নন যে তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করবেন। (২ ঃ ১৪৩) অর্থাৎ বায়তুল্লার নিকট (বায়তুল মুকাদ্দসমুখী হয়ে) আদায় করা তোমাদের সালাতকে তিনি নষ্ট করবেন না।

৩৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ عَلَى اَجْدَادِهِ اَوْ قَالَ اَخْوَالِهِ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ تَكُوْنَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَاَنَّهُ صَلَّى اَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى اَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ فَقَالَ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوْا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُوْدُ قَدْ اَعْجَبَهُمْ اِذْ كَانَ يُصَلِّىْ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ اَنْكَرُوْا ذٰلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِىْ حَدِيْثِهِ هٰذَا اَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ اَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوْا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُوْلُ فِيْهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ․

৩৯· ‘আমর ইব্‌ন খালিদ (র)........বারা (ইব্‌ন ‘আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তাঁর নানাদের গোত্র [আবূ ইসহাক (র) বলেন] বা মামাদের গোত্রে এসে ওঠেন। তিনি ষোল-সতের মাস বায়তুল মুকাদ্‌দাসের দিকে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তাঁর পসন্দ ছিল যে, তাঁর কিবলা বায়তুল্লাহর দিকে হোক। আর তিনি (বায়তুল্লাহ্‌র দিকে) প্রথম যে সালাত আদায় করেন, তা ছিল আসরের সালাত এবং তাঁর সঙ্গে একদল লোক উক্ত সালাত আদায় করেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের একজন লোক বের হয়ে এক মসজিদে মুসল্লীদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা তখন রুকূ'র অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ “আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, এইমাত্র আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সঙ্গে মক্কার দিকে ফিরে সালাত আদায় করে এসেছি। তখন তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায়ই বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ঘুরে গেলেন। রাসূলে করীম ﷺ যখন বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে সালাত আদায় করতেন তখন ইয়াহূদীদের ও আহলি-কিতাবদের কাছে এটা খুব ভাল লাগত ; কিন্তু তিনি যখন বায়তুল্লাহ্‌র দিকে (সালাতের জন্য) তাঁর মুখ ফিরালেন তখন তারা এর প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হল।

যুহায়র (র) বলেন, আবূ ইসহাক (র) বারা' (রা) থেকে আমার কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এ কথাও রয়েছে যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বেশ কিছু লোক ইন্তিকাল করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে আমরা কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না, তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ․

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সালাতকে (যা বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে আদায় করা হয়েছিল) বিনষ্ট করবেন না।

٣١. بَابٌ: حُسْنُ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ

قَالَ مَالِكٌ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلاَّ اَنْ يَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا -

৩১. পরিচ্ছেদ ঃ উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ

মালিক (র)......আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম উত্তম হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার আগের সব গুনাহ্ মাফ করে দেন। এরপর শুরু হয় প্রতিদান; একটি সৎ কাজের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত; আর একটি মন্দ কাজের বিনিময়ে ঠিক ততটুকু মন্দ প্রতিফল। অবশ্য আল্লাহ্ যদি মাফ করে দেন তবে ভিন্ন কথা।

٤٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا .

৪০ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর কায়েম থাকে তখন সে যে নেক আমল করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সওয়াব) লেখা হয়। আর সে যে মন্দ কাজ করে তার প্রত্যেক-টির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই মন্দ লেখা হয়।

٣٢. بَابٌ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَدْوَمُهُ -

৩২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয়

٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا اِمْرَاَةٌ قَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

৪১ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একবার তাঁর কাছে আসেন, তাঁর নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ইনি কে?' আয়িশা (রা) উত্তর দিলেন, অমুক মহিলা, এ বলে তিনি তাঁর সালাতের উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ 'থাম,

তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখ, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা ক্লান্ত হয়ে পড়। আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল তা-ই, যা আমলকারী নিয়মিত করে থাকে।

٣٣. بَابُ زِيَادَةِ الْاِيْمَانِ وَنُقْصَانِهِ –

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَزِدْنٰهُمْ هُدًى– وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّ قَالَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ فَاِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ ۔

৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের বাড়া–কমা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ ঃ ১৩) যাতে মু'মিনদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। (৭৪ ঃ ৩১) তিনি আরও ইরশাদ করেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করে দিলাম। (৫ঃ ৩) পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেওয়া হলে তা অসম্পূর্ণ হয়।

٤٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اِيْمَانٍ مَكَانَ مِنْ خَيْرٍ ۔

৪২ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, আবান (র)........কাতাদা (র).....আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নেকী (خير)-এর স্থলে 'ঈমান' শব্দটি রিওয়ায়ত করেছেন।

٤٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ اَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْيَهُوْدِ قَالَ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰيَةٌ فِيْ كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ اَيُّ اٰيَةٍ قَالَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا . قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .

৪৩ হাসান ইবনুস সাব্বাহ্ (র)........'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ইয়াহূদী তাঁকে বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহূদী জাতির উপর নাযিল হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বলল ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।" (৫ ঃ ৩)

'উমর (রা) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী করীম ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছিল তা আমরা জানি; তিনি সেদিন 'আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুম'আর দিন।

٣٤. بَابُ الزَّكَاةُ مِنَ الْاِسْلَامِ

وَقَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ .

৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ইসলামের অঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে, যাকাত দিতে। আর এ-ই সঠিক দীন।" (৯৮ ঃ ৫)

٤٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَ ذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ .

৪৪ ইসমা'ঈল (র)........তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজ্‌দবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত'। সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো সালাত আছে?' তিনি বললেন ঃ 'না, তবে নফল আদায় করতে পার।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ 'আর রমযানের সিয়াম।' সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো সওম আছে?' তিনি বললেন ঃ 'না, তবে নফল আদায় করতে পার।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, 'আমার ওপর এ ছাড়া আরো দেয় আছে?' তিনি বললেন ঃ 'না; তবে নফল হিসেবে দিতে পার।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'সে ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন; 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি এর চেয়ে বেশীও করব না এবং কমও করব না।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'সে সফলকাম হবে যদি সত্য বলে থাকে।'

٣٥. بَابٌ اِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْاِيْمَانِ

৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার অনুগমন ঈমানের অঙ্গ

٤٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ الْمَنْجُوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهٗ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ تَابَعَهٗ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهٗ ٠

৪৫ আহমদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আলী আল-মানজূফী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার সালাত-ই-জানাযা আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হওয়ার আগেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে।

'উসমান আল-মুয়ায্‌যিন (র).........আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦. بَابٌ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ مِنْ اَنْ يُّحْبَطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ –

وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِيْ عَلٰى عَمَلِيْ اِلاَّ خَشِيْتُ اَنْ اَكُوْنَ مُكَذَّبًا وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَدْرَكْتُ ثَلَاثِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلٰى نَفْسِهٖ مَا مِنْهُمْ اَحَدٌ يَّقُوْلُ اِنَّهٗ عَلٰى اِيْمَانِ جِبْرِيْلَ

وَمِيكَائِيلَ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ أَمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা

ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন ঃ আমার আমলের সাথে যখন আমার কথা তুলনা করি, তখন আশঙ্কা হয়, আমি না মিথ্যাবাদী হই। ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ—এর এমন ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, যাঁরা সবাই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ভয় করতেন। তাঁরা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরীল (আ) ও মীকাঈল (আ)—এর তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান (বসরী) (র) থেকে বর্ণিত, নিফাকের ভয় মু'মিনই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিত থাকে। তওবা না করে পরস্পর লড়াই করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ·

"এবং তারা (মুত্তাকীরা) যা করে ফেলে, জেনে শুনে তার (গুনাহ্‌র) পুনরাবৃত্তি করে না।" (৩ ঃ ১৩৫)

٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ·

৪৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আর'আরা (র)........যুবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ ওয়াইল (র)-কে মুরজিআ'[1] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাস'উদ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

٤٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ ·

৪৭ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)........'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লায়লাতুল কদ্‌র সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলমান পরস্পর বিবাদ করছিল। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের লায়লাতুল কদ্‌র সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম; কিন্তু তখন অমুক অমুক বিবাদে লিপ্ত থাকায় তা (নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর হয়তো বা এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা তা অনুসন্ধান কর ২৭, ২৯ ও ২৫তম রাতে।

---

১. একটি বাতিল ফিরকা, যাদের মত হল, ভাল হোক বা মন্দ কোন আমলের মূল্য নেই এবং ঈমান আনার পর কোন গুনাহ ক্ষতিকর নয়।

٣٧. بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيْلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْاِيْمَانِ ، وَالْاِسْلَامِ وَالْاِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ –
وَبَيَانِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ فَجَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ دِيْنًا وَّمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ
ﷺ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ .

৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ জিবরীল (আ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন

জিবরীল (আ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন আর তাঁকে দেওয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর উত্তর। তারপর তিনি বললেন ঃ জিবরীল (আ) তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। তিনি এসব বিষয়কে দীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঈমান সম্পর্কে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিবরণ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ .

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না। (৩ ঃ ৮৫)

٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ الْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ، قَالَ مَا الْاِسْلَامُ ، قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، قَالَ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ مَتَى السَّاعَةُ ، قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْاِبِلِ الْبُهْمُ فِى الْبُنْيَانِ فِيْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ، ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اَلْاٰيَةَ ، ثُمَّ اَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ جَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْاِيْمَانِ .

৪৮ মুসাদ্দাদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'ঈমান কি?' তিনি বললেন ঃ 'ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইসলাম কি?' তিনি বললেন ঃ 'ইসলাম হল, আপনি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে

শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমযান-এর সাওম পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইহসান কি?' তিনি বললেন ঃ 'আপনি এমনভাবে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি ঃ বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।' এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ .....اَلْاٰيَةَ

'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট.....।' (৩১ ঃ ৩৪)

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জীবরীল (আ)। লোকদেরকে তাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন।'

আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

٣٨.بَابٌ

৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ

৪৯ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهٗ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهٗ سَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهٖ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لَا يَسْخَطُهٗ اَحَدٌ .

৪৯ ইবরাহীম ইব্‌ন হামযা (র)........আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্‌ল তাঁকে বলেছিল, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা (ঈমানদারগণ) সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি উত্তর দিয়েছিলে, তারা সংখ্যায় বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ব্যাপার এরূপই থাকে যতক্ষণ না তা পূর্ণতা লাভ করে। আর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, কেউ তাঁর দীন গ্রহণ করার পর তা অপসন্দ করে মুরতাদ হয়ে যায় কি-না? তুমি জবাব দিয়েছ, 'না।' প্রকৃত ঈমান এরূপই, ঈমানের স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপসন্দ করে না।

٣٩. بَابٌ فَضْلُ مَنِ اسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهٖ

৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ দীন রক্ষাকারীর ফযীলত

৫০ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلاَ اِنَّ حِمَى اللّٰهِ فِيْ اَرْضِهِ مَحَارِمُهُ اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ .

৫০ আবূ নু'আয়ম (র)........নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, 'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় – যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্র সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল কলব।

٤٠. بَابٌ اَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الْاِيْمَانِ –

৪০. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের পঞ্চমাংশ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

٥١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِيْ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَقَالَ اَقِمْ عِنْدِيْ حَتّٰى اَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَالِيْ فَاَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ اَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَ نَسْتَطِيْعُ اَنْ نَاتِيَكَ اِلاَّ فِيْ شَهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهٖ مَنْ وَّرَاءَ نَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَسَاَلُوْهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ، قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ ، وَقَالَ

اِحْفَظُوْهُنَّ وَاَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَ كُمْ ·

৫১ আলী ইব্‌নুল জা'দ (র)......আবূ জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র সঙ্গে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। একবার তিনি বললেন ঃ তুমি আমার কাছে থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে কিছু অংশ দেব। আমি দু' মাস তাঁর সঙ্গে অবস্থান করলাম। তারপর একদিন তিনি বললেন, আবদুল কায়স-এর একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কোন্ কওমের? অথবা বললেন, কোন্ প্রতিনিধিদলের ? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের।' তিনি বললেন ঃ মারহাবা সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নিষিদ্ধ মাসসমূহ ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। (কারণ) আমাদের এবং আপনার মাঝখানে মুযার গোত্রীয় কাফিরদের বাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট হুকুম দিন, যাতে আমরা যাদের পিছনে রেখে এসেছি তাদের জানিয়ে দিতে পারি এবং যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি তাদের চারটি জিনিসের নির্দেশ এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার আদেশ দিয়ে বললেন ঃ 'এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা কিভাবে হয় তা কি তোমরা জান ?' তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন ঃ 'তা হল এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের সিয়াম পালন করা; আর তোমরা গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে। তিনি তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তা হলো ঃ সবুজ কলসী, শুকনো লাউয়ের খোল, খেজুর গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরীকৃত পাত্র এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র।[১] রাবী বলেন, বর্ণনাকারী (مـزفت -এর স্থলে) কখনও المقير। উল্লেখ করেছেন (উভয় শব্দের অর্থ একই)। তিনি আরো বলেন, তোমরা এগুলো ভালো করে আয়ত্ত করে নাও এবং অন্যদেরও এগুলি জানিয়ে দিও।

٤١. بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ –

وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَدَخَلَ فِيْهِ الْاِيْمَانُ وَالْوُضُوْءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْاَحْكَامُ · وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهِ – عَلٰى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى اَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ·

৪১. পরিচ্ছেদ ঃ আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী

১. এ পাত্রগুলিতে সে সময় মদ প্রস্তুত করা হত।

প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব ঈমান, উযূ, সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওম এবং অন্যান্য আহ্‌কাম সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهِ ‏.

বলুন প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে।(১৭ ঃ ৮৪)

شَاكِلَتِهِ অর্থাৎ নিয়ত অনুযায়ী। মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যা খরচ করে, তা সদকা। নবী ﷺ বলেন, (এখন মক্কা থেকে হিজরত নেই) তবে কেবল জিহাদ ও নিয়ত বাকী আছে।

৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ‏.

৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)........'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হয় দুনিয়া হাসিলের জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

৫৩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ ‏.

৫৩ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)........আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যখন খরচ করে তখন তা হয় তার সদকা স্বরূপ।

৫৪ حَدَّثَنَا اَلْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ امْرَأَتِكَ ‏.

৫৪ হাকাম ইব্‌ন নাফি' (র)........সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ 'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেওয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।'

٤٢. بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۔

৪২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ –এর বাণীঃ 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা আল্লাহ্র রেজামন্দীর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۔

'যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। (৯ ঃ ৯১)

٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ اسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ۔

৫৫ মুসাদ্দাদ (র)........জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি সালাত কায়েম করার, যাকাত দেওয়ার এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার।

٥٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتّٰى يَاْتِيَكُمْ اَمِيْرٌ فَاِنَّمَا يَاْتِيْكُمُ الْاٰنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُوْا لِاَمِيْرِكُمْ فَاِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلٰى هٰذَا وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ اِنِّيْ لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَ نَزَلَ ۔

৫৬ আবূ নু'মান (র)........যিয়াদ ইব্ন 'ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)[১] যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন আমি জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি (মিম্বরে) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা ভয় কর এক আল্লাহ্কে যাঁর কোন শরীক নাই, এবং নতুন কোন আমীর না আসা পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখ, অনতিবিলম্বে তোমাদের আমীর আসবেন। এরপর জারীর (রা) বললেন, তোমাদের আমীরের জন্য মাগফিরাত কামনা কর, কেননা তিনি ক্ষমা করা

১. বিখ্যাত সাহাবী। তিনি কূফার আমীর ছিলেন।

ভালবাসতেন। তারপর বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করতে চাই। তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর শর্ত আরোপ করলেন ঃ আর সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবে। তারপর আমি তাঁর কাছে এ শর্তের উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম। এ মসজিদের রবের কসম! আমি তোমাদের কল্যাণকামী। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করলেন এবং (মিম্বর থেকে) নেমে গেলেন।

كِتَابُ الْعِلْمِ

ইল্‌ম অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ الْعِلْمِ

'ইলম অধ্যায়

٤٣ بَابٌ فَضْلُ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ، وَقَوْلِهٖ عَزَّوَجَلَّ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا .

৪৩. পরিচ্ছেদ : 'ইল্‌মের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইল্‌ম দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" (৫৮ : ১১)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী : رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

হে আমার রব! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর। (২০ : ১১৪)

٤٤. بَابٌ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ فَاَتَمَّ الْحَدِيْثَ ثُمَّ اَجَابَ السَّائِلَ –

৪৪. পরিচ্ছেদ : আলোচনায় মশগুল অবস্থায় ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আলোচনা শেষ করার পর প্রশ্নকারীর উত্তর প্রদান

٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتّٰى اِذَا قَضٰى حَدِيْثَهُ قَالَ اَيْنَ اُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا

اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ٠

৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) ও ইবরাহীম ইব্‌নুল মুনযির (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মজলিসে লোকদের সামনে কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে একজন বেদুঈন এসে প্রশ্ন করলেন, 'কিয়ামত কবে?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আলোচনায় রত রইলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পসন্দ করেন নি। আর কেউ কেউ বললেন বরং তিনি শুনতেই পান নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলোচনা শেষ করে বললেন ঃ 'কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?' সে বলল, 'এই যে আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্!' তিনি বললেন ঃ 'যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।' সে বলল, 'কিভাবে আমানত নষ্ট করা হয়?' তিনি বললেন ঃ 'যখন কোন কাজের দায়িত্ব অনুপযুক্ত লোকের প্রতি ন্যস্ত হয়, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।'

٤٥. بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهٗ بِالْعِلْمِ –

৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে 'ইলমের আলোচনা

٥٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرْنَا هَا فَاَدْرَكَنَا وَ قَدْ اَرْهَقْنَا الصَّلٰوةَ وَ نَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهٖ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا ٠

৫৮ আবু'ন নু'মান (র).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছলেন, এদিকে আমরা (আসরের) সালাত আদায় করতে দেরী করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উযূ করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চস্বরে বললেন ঃ পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুষ্কতার) জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন।

٤٦. بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا وَاَخْبَرَنَا وَاَنْبَاَنَ وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِىُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَاَخْبَرَنَا وَاَنْبَاَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ وَقَالَ شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ كَلِمَةً كَذَا وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ وَقَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَّبِّهٖ وَقَالَ اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَّبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَّبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ٠

৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাদ্দিসের উক্তি ঃ হাদ্দাসানা, আখবারানা ও আম্বা'আনা

মুহাদ্দিসের উক্তি ঃ حدثنا ، اخبرنا ، انبانا ; [১] হুমায়দী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 'উয়ায়না (র)—এর মতে حدثنا ، اخبرنا ، انبانا ও سمعت একই অর্থবোধক। ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) বলেন, حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ; আর তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত।' শাকীক (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, سمعت النبى ﷺ كلمة كذا 'আমি নবী ﷺ থেকে এরূপ উক্তি শুনেছি'.....। হুযায়ফা (রা) বলেন, حدثنا رسول الله ﷺ حديثين 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।' আবু'ল 'আলিয়া (র) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, فيما يروى عن ربه عن النبى ﷺ ' নবী ﷺ থেকে, তিনি তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন'...। আনাস (রা) বলেন, عن النبى ﷺ يرويه عن ربه 'নবী ﷺ থেকে, তিনি বর্ণনা করেন তাঁর রব থেকে'...........। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, عن النبى ﷺ يرويه عن ربكم تبارك تعالى 'নবী ﷺ থেকে, তিনি তোমাদের মহিমময় ও সুমহান রব থেকে বর্ণনা করেন'.....।

৫৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوْنِىْ مَا هِىَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِىْ شَجَرِ الْبَوَادِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا مَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هِىَ النَّخْلَةُ .

৫৯ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)........ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বললেন ঃ গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল 'সেটি কি গাছ ?' রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-পালার নাম চিন্তা করতে লাগল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর গাছ।' কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তারপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কি গাছ ?' তিনি বললেন ঃ 'তা হল খেজুর গাছ।'

٤٧. بَابُ طَرْحِ الْاِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلٰى اَصْحَابِهٖ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ–

৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ শাগরিদগণের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উস্তাদের কোন বিষয় উত্থাপন করা

১. ইমাম বুখারীর মতে এগুলো হাদীস রিওয়ায়াতের সমার্থক পারিভাষিক শব্দ ; মুহাদ্দিসগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

٦٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَوَادِيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا هِيَ ، قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

৬০ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র).......ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একবার বললেন : 'গাছ-পালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল দেখি, সেটি কি গাছ?' রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছপালার নাম চিন্তা করতে লাগল। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু তা বলতে আমি লজ্জাবোধ করছিলাম।' তারপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই আমাদের বলে দিন সেটি কি গাছ?' তিনি বললেন : 'তা হল খেজুর গাছ।'

٤٨. بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَاَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيْثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهٰذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذٰلِكَ فَاَجَازُوْهُ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَاُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُوْنَ اَشْهَدَنَا فُلَانٌ وَيُقْرَاُ عَلَى الْمُقْرِيْ فَيَقُوْلُ الْقَارِئُ اَقْرَاَنِيْ فُلَانٌ .

৪৮. পরিচ্ছেদ : হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা

হাসান (বসরী), সাওরী এবং মালিক (র)–এর মতে মুহাদ্দিসের সামনে পাঠ করা জায়েয। কোন কোন মুহাদ্দিস উস্তাদের সামনে পাঠ করার সপক্ষে যিমাম ইব্ন সা'লাবা (রা)–র হাদীস পেশ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে বলেছিলেন, 'আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ্ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ'। রাবী বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ–এর সামনে পাঠ করা। যিমাম (রা) তাঁর কাওমের কাছে এ নির্দেশগুলো জানান এবং তাঁরা তা গ্রহণ করেন। (ইমাম) মালিক (র) তাঁর মতের সমর্থনে লিখিত দলীলকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, যা লোকদের সামনে পাঠ করা হলে তারা বলে, 'অমুক আমাদের সাক্ষী বানিয়েছেন'। শিক্ষকের সামনে পাঠ করে পাঠক বলে, 'অমুক আমাকে পড়িয়েছেন।'

٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ

عَلَى الْعَالِمِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِيْ قَالَ وَسَمِعْتُ اَبَا عَاصِمٍ يَقُوْلُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ ·

৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)………হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উস্তাদের সামনে শাগরিদের পাঠ করাতে কোন বাধা নেই। 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন মুহাদ্দিসের সামনে (কোন হাদীস) পাঠ করা হয় তখন حَدَّثَنِيْ (তিনি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলায় কোন আপত্তি নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ 'আসিমকে মালিক ও সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, 'উস্তাদের সামনে পাঠ করা এবং উস্তাদের নিজে পাঠ করা একই পর্যায়ের।'

٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَقُلْنَا هٰذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّيْ سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِيْ نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَالَكَ فَقَالَ اَسْئَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللّٰهُ اَرْسَلَكَ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللهِ آللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللهِ آللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ نَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللهِ آللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اٰمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَاَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِيْ مِنْ قَوْمِيْ وَاَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ اَخُوْ بَنِيْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ رَوَاهُ مُوْسٰى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا ·

৬২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় ঢুকল। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে বেঁধে রাখল। এরপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ কে ?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই হেলান দিয়ে বসা ফর্সা রঙের ব্যক্তিই হলেন তিনি।'

তারপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র !' নবী করীম ﷺ তাকে বললেন ঃ 'আমি তোমার জওয়াব দিচ্ছি।' লোকটি বলল, 'আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি রাগ করবেন না।' তিনি বললেন, 'তোমার যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন কর।'

সে বলল, 'আমি আপনাকে আপনার রব এবং আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে সকল মানুষের প্রতি রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমযান) সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহ্ই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদকা (যাকাত) উসূল করে গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দিতে ?' নবী ﷺ বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' এরপর লোকটি বলল, 'আমি ঈমান আনলাম আপনি যা (যে শরী'আত) এনেছেন তার ওপর। আর আমি আমার কওমের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইব্ন সা'লাবা, বনী সা'দ ইব্ন বক্র গোত্রের একজন।'

মূসা ও আলী ইব্ন আবদুল হামীদ (র)......আনাস (রা) সূত্রেও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نُهِيْنَا فِى الْقُرْاٰنَ اَنْ نَّسْـئَلَ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَّجِئَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَـةِ الْعَاقِلُ فَيَسْـئَالُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَاَخْبَرَنَا اَنَّكَ تَزْعَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيْـهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَبِالَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْـهَا الْمَنَافِعَ اللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَزَكٰوةً فِىْ اَمْـوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰـذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْـرٍ فِىْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَـرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَـمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْـتَطَاعَ اِلَيْـهِ سَبِيْـلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِىْ اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰـذَا قَالَ نَعَـمْ قَالَ فَـوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْـهِـنَّ شَيْـئًا وَّلاَ اَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

৬৩ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কুরআনুল করীমে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। আমরা পসন্দ করতাম, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে একজন লোক এসে বলল, 'আমাদের কাছে আপনার একজন দূত গিয়েছে। সে আমাদের খবর দিয়েছে যে, আপনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন।' তিনি বললেনঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'আসমান কে সৃষ্টি করেছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'মহিমময় আল্লাহ তা'আলা।' সে বলল, 'পৃথিবী ও পর্বতমালা কে সৃষ্টি

করেছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'মহিমময় আল্লাহ্‌ তা'আলা।' সে বলল, 'এসবের মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ কে রেখেছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'মহিমময় আল্লাহ্‌ তা'আলা।' সে বলল, 'তাহলে যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, যমীন সৃষ্টি করেছেন, পর্বত স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ রেখেছেন, তাঁর কসম, সেই আল্লাহ্‌ই কি আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা এবং আমাদের মালের যাকাত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন ঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহ্‌ই কি আপনাকে এর আদেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের উপর বছরে একমাস সাওম পালন অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন ঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহ্‌ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের মধ্যে যার যাতায়াতের সামর্থ্য আছে, তার উপর বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন ঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহ্‌ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' লোকটি বলল, 'যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আমি এতে কিছু বাড়াবোও না, কমাবোও না। নবী ﷺ বললেন ঃ 'সে যদি সত্য বলে থাকে তবে অবশ্যই সে জান্নাতে দাখিল হবে।'

٤٩. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِى الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ وَقَالَ أَنَسٌ نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمَالِكٌ ذٰلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِى الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيْرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং 'আলিম কর্তৃক 'ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ

আনাস (রা) বলেন, 'উসমান (রা) কুরআন করীমের বহু কপি তৈরী করিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠান। 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'উমর (রা), ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ ও মালিক (র) এটাকে জায়েয মনে করেন। কোন কোন হিজাযবাসী ছাত্রকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর এ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন যে, তিনি একটি সেনাদলের প্রধানকে একখানি পত্র দেন এবং তাঁকে বলে দেন, অমুক অমুক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত এটা পড়ো না। এরপর তিনি যখন সে স্থানে পৌঁছলেন, তখন লোকের সামনে তা পড়ে শোনান এবং রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর নির্দেশ তাদেরকে জানান।

٦٤ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهٖ رَجُلاً وَاَمَرَهُ اَنْ يَّدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَاَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ .

৬৪ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)………আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তাঁর চিঠি দিয়ে পাঠালেন এবং তাকে বাহরায়নের গভর্নর-এর কাছে তা পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর বাহরায়নের গভর্নর তা কিস্‌রা (পারস্য সম্রাট)-এর কাছে দিলেন। পত্রটি পড়ার পর সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। [বর্ণনাকারী ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন] আমার ধারণা ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলেছেন, (এ ঘটনার খবর পেয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদদু'আ করেন যে, তাদেরকেও যেন সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।

٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا اَوْ اَرَادَ اَنْ يَّكْتُبَ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّهُمْ لاَيَقْرَءُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهٖ فِيْ يَدِهٖ ﷺ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ .

৬৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)……আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একখানি পত্র লিখলেন অথবা একখানি পত্র লিখতে মনস্থ করলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, তারা (রোমবাসী ও অনারবরা) সীলমোহরযুক্ত ছাড়া কোন পত্র পড়ে না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি (মোহর) তৈরী করালেন যার নকশা ছিল مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমি যেন তাঁর হাতে সে আংটির ঔজ্জ্বল্য (এখনো) দেখতে পাচ্ছি [শু'বা (র) বলেন] আমি কাতাদা (র) কে বললাম, কে বলেছে যে, তার নকশা مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ছিল? তিনি বললেন, 'আনাস (রা)।

٥٠. بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِيْ بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَاَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا –

৫০. পরিচ্ছেদ ঃ মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ফাঁক দেখে সেখানে বসা

٦٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذْ اَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ، اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاَوَى اِلَى اللّٰهِ فَاَوَاهُ اللّٰهُ ، وَاَمَّا الاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ ، وَاَمَّا الاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৬৬ ইসমা‘ঈল (র)......আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মসজিদে বসেছিলেন; তাঁর সঙ্গে আরও লোকজন ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনজন লোক এলেন। তন্মধ্যে দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে এগিয়ে এলেন এবং একজন চলে গেলেন। আবূ ওয়াকিদ (রা) বলেন, তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তাঁদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অন্যজন তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মজলিস শেষ করে (সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব ? তাদের একজন আল্লাহ্‌র দিকে এগিয়ে এসেছে তাই আল্লাহ্ তাকে স্থান দিয়েছেন। অন্যজন (ভীড় ঠেলে অগ্রসর হতে অথবা ফিরে যেতে) লজ্জাবোধ করেছে, তাই আল্লাহ্‌ও তার ব্যাপারে (তাকে শাস্তি দিতে এবং রহমত থেকে বঞ্চিত করতে) লজ্জাবোধ করেছেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আল্লাহ্‌ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

٥١. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ رُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

৫১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ –এর বাণী ঃ যাদের কাছে হাদীস পৌছান হয় তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারী–র) চাইতে বেশী মুখস্থ রাখতে পারে

٦٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ ذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ قَعَدَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَاَمْسَكَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ اَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا فَسَكَتْنَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ سِوَى اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا فَسَكَتْنَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ فَقَالَ اَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّ الشَّاهِدَ عَسٰى اَنْ يُّبَلِّغَ مَنْ هُوَ اَوْعٰى لَهُ مِنْهُ .

৬৭ মুসাদ্দাদ (র)......আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী করীম ﷺ -এর কথা উল্লেখ করে বলেন, (মিনায়) তিনি তাঁর উটের ওপর বসেছিলেন। একজন লোক তাঁর উটের লাগাম ধরে রেখেছিল। তিনি বললেন ঃ 'আজ কোন্ দিন?' আমরা চুপ থাকলাম এবং ধারণা করলাম যে, এ দিনটির আলাদা কোন নাম তিনি দেবেন। তিনি বললেন ঃ "এটা কুরবানীর দিন নয় কি?' আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন ঃ 'এটা কোন্ মাস ?' আমরা চুপ থাকলাম এবং ধারণা করতে লাগলাম যে, তিনি হয়ত এর (প্রচলিত) নাম

ছাড়া অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বললেন ঃ 'এটা যিলহজ্জ নয় কি ?' আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন ঃ (জেনে রাখ) 'তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের এ মাস, তোমাদের এ শহর, আজকের এ দিন সম্মানিত। এখানে উপস্থিত ব্যক্তি (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার থেকে বেশী মুখস্থ রাখতে পারবে।'

٥٢. بَابُ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، وَاَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ - وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِهٖ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ، اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ ، وَقَالَ وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ، وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلٰى هٰذِهٖ وَاَشَارَ اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ اَنِّىْ اُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ اَنْ تُجِيْزُوْا عَلَىَّ لَاَنْفَذْتُهَا وَقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ حُكَمَاءَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ ، وَيُقَالُ الرَّبَّانِىُّ الَّذِىْ يُرَبِّى النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهٖ -

৫২. পরিচ্ছেদ ঃ কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ "সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই।" (৪৭ ঃ ১৯)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইলমের কথা আগে বলেছেন। আলিমগণই নবীগণের ওয়ারিস। তাঁরা ইলমের ওয়ারিস হয়েছেন। তাই যে ইলম হাসিল করে সে বিরাট অংশ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই তাঁকে ভয় করে (৩৫ ঃ ২৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ "আলিমগণ ছাড়া তা কেউ বুঝে না।" অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক—বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামী হতাম না (৬৭ ঃ ১০)। আরো ইরশাদ করেন ঃ

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ

"বল, যাদের ইল্‌ম আছে এবং যাদের ইল্‌ম নেই তারা কি সমপর্যায়ের ?' (৩৯ ঃ ৯)

নবী করীম ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইল্‌ম অর্জিত হয়। আবূ যর (রা) তাঁর ঘাড়ের দিকে ইশারা করে বলেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী ধর, এরপর আমি বুঝতে পারি যে, তোমরা আমার ওপর সে তরবারী চালাবার আগে আমি একটু কথা বলতে পারব, যা নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি, তবে অবশ্যই আমি তা বলে ফেলব। নবী করীম ﷺ–এর বাণী ঃ উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, كونوا ربانيين (তোমরা রব্বানী হও)। এখানে ربانيين মানে প্রজ্ঞাবান, আলিম ও ফকীহ্‌গণ।আরো বলা হয় رباني সে ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন।

٥٣ . بَابُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَىْ لاَ يَنْفِرُوْا –

৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ায–নসীহতে ও ইল্‌ম শিক্ষা দানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে

٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْاَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

৬৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..........ইব্‌ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে ওয়ায-নসীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই।

٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا .

৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে না, মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না।

٥٤ . بَابٌ مَنْ جَعَلَ لِاَهْلِ الْعِلْمِ اَيَّامًا مَعْلُوْمَةً –

৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা

٧٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ

فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذٰلِكَ اَنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا ·

৭০ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......আবূ ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের ওয়ায-নসীহত করতেন। তাঁকে একজন বলল, ' হে আবূ 'আবদুর রহমান ! আমার মন চায়, যেন আপনি প্রতিদিন আমাদের নসীহত করেন। তিনি বললেন ঃ এ কাজ থেকে আমাকে যা বিরত রাখে তা হল, আমি তোমাদের ক্লান্ত করতে পসন্দ করি না। আর আমি নসীহত করার ব্যাপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য রাখি, যেমন নবী ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন আমাদের ক্লান্তির আশংকায়।

٥٥. بَابٌ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ –

৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন

٧١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ، وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ ، وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ ·

৭১ সাঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র)........হুমায়দ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বক্তৃতারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিতরণকারী, আল্লাহ্ই দানকারী। সর্বদাই এ উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٥٦. بَابُ الْفَهْمِ فِى الْعِلْمِ –

৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন

٧٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمْ اَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا حَدِيْثًا وَّاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاُتِىَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَّثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِىَ النَّخْلَةُ فَاِذَا اَنَا اَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هِىَ النَّخْلَةُ ·

৭২ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)........মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সফরে মদীনা পর্যন্ত

ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি মাত্র হাদীস রেওয়ায়েত করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হল। তারপর তিনি বললেন ঃ গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের ন্যায়। তখন আমি বলতে চাইলাম যে, তা হল খেজুর গাছ, কিন্তু আমি ছিলাম উপস্থিত সবার চাইতে বয়সে ছোট। তাই চুপ করে রইলাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ 'গাছটি হলো খেজুর গাছ।'

٥٧. بَابُ الْاِغْتِبَاطِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ ، وَقَالَ عُمَرُ تَفَقَّهُوْا قَبْلَ اَنْ تُسَوَّدُوْا وَقَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَعْدَ اَنْ تُسَوَّدُا وَقَدْ تَعَلَّمَ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ كِبَرِ سِنِّهِمْ -

৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ

'উমর (রা) বলেন, তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই জ্ঞান হাসিল করে নাও। আবূ 'আবদুল্লাহ্ (বুখারী) বলেন, আর নেতা বানিয়ে দেওয়ার পরও, কেননা নবী ﷺ –এর সাহাবীগণ বয়োবৃদ্ধকালেও ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন

٧٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَلٰى غَيْرِمَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ٠

৭৩ হুমায়দী (র)........আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেবলমাত্র দু'টি ব্যাপারেই ঈর্ষা করা যায়; (১) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন, এরপর তাকে হক পথে অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দেন; (২) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিকমত দান করেছেন, এরপর সে তার সাহায্যে ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।

٥٨. بَابٌ مَا ذُكِرَ فِىْ ذَهَابِ مُوْسٰى صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الْبَحْرِ اِلَى الْخَضِرِ وَقَوْلِهٖ تَعَالٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا -

৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্রে খিয্‌র (আ)–এর কাছে মূসা (আ)–এর যাওয়া

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (আমি কি আপনার অনুসরণ করব এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন)। (১৮ ঃ ৬৬)

٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ يَعْنِى ابْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ

بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِىُّ فِىْ صَاحِبِ مُوْسٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَىُّ بْنِ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّىْ تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِىْ هٰذَا فِىْ صَاحِبِ مُوْسٰى الَّذِىْ سَاَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِىْ مَلَاءٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى لَا فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَاَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلَيْهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوْسٰى فَتَاهُ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ ...... قَالَ ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَاْنِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِىْ كِتَابِهٖ ٠

৭৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন গুরায়র আয-যুহরী (র)........ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং হুর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হিসন আল-ফাযারী মূসা (আ)-এর সঙ্গি সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি ছিলেন খিযর। ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে উবাঈ ইব্‌ন কা'ব (রা) যাচ্ছিলেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন ঃ আমি ও আমার এ ভাই মতবিরোধ পোষণ করছি মূসা (আ)-এর সেই সঙ্গীর ব্যাপারে যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মূসা (আ) আল্লাহ্‌র কাছে পথের সন্ধান চেয়েছিলেন—আপনি কি নবী ﷺ -কে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের কোন এক মজলিসে হাযির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী বলে জানেন কি ?' মূসা (আ) বললেন, 'না।' তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ হ্যাঁ, আমার বান্দা খিযর।' অতঃপর মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করার রাস্তা জানতে চাইলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা মাছকে তার জন্য নিশানা বানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলা হল, তুমি যখন মাছটি হারিয়ে ফেলবে তখন ফিরে আসবে। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে। তখন তিনি সমুদ্রে সে মাছের নিশানা অনুসরণ করতে লাগলেন। মূসা (আ)-কে তাঁর সঙ্গী যুবক বললেন, (কুরআন মজীদের ভাষায় ঃ)

اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ .... قَالَ ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ٠

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম ? শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।.......মূসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (১৮ ঃ ৬৩-৬৪)

তাঁরা খিযরকে পেলেন। তাদের ঘটনা তা-ই, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

٥٩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ -

৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ —এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে কিতাব শিক্ষা দিন

٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ .

৭৫ আবূ মা'মার (র)......ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিন।'

٦٠. بَابُ مَتَى يَصِحُّ سِمَاعُ الصَّغِيْرِ -

৬০. পরিচ্ছেদ ঃ বালকদের কোন্ বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়

٧٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ .

৭৬ ইসমা'ঈল (র)......'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বালিগ হবার নিকটবর্তী বয়সে একবার একটি মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন কোন দেওয়াল সামনে না রেখেই মিনায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন আমি কোন এক কাতারের সামনে দিয়ে গেলাম এবং মাদী গাধাটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। আমি কাতারের ভেতর ঢুকে পড়লাম কিন্তু এতে কেউ আমাকে নিষেধ করলেন না।

٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِيْ وَجْهِيْ وَاَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ مِنْ دَلْوٍ .

৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......মাহমূদ ইবনুর-রাবী' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মনে আছে, নবী ﷺ একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে কুলি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক।

٦١. بَابُ الْخُرُوْجِ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ -

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ فِىْ حَدِيْثٍ وَاحِدٍ

৬১. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম হাসিলের জন্য বের হওয়া

জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) একটি মাত্র হাদীসের জন্য 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স (রা)—এর কাছে এক মাসের পথ সফর করে গিয়েছিলেন।

٧٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيِّ قَاضِيْ حِمْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ قَالَ الْاَوْزَاعِيُّ اَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِيْ صَاحِبِ مُوْسٰى فَمَرَّ بِهِمَا اُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّيْ تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِيْ هٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ اِلَى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعتَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَذكُرُ شَانَهُ فَقَالَ اُبَيٌّ نَعَم سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِيْ مَلَاءٍ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَتَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى لَا فَاَوْحٰى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَاَلَ السَّبِيْلَ اِلَى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُوْسٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَّبِعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتٰى مُوْسٰى لِمُوْسٰى اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ ، قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَاْنِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ ٠

৭৮ হিম্‌স নগরের কাযী আবুল কাসিম খালিদ ইব্‌ন খালীয়্ (র)........ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এবং হুর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হিসন আল-ফাযারী মূসা (আ)-র সঙ্গীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করছিলেন। তখন উবাঈ ইব্‌ন কা'ব (রা) তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন ঃ আমি ও আমার এ ভাই মূসা (আ)-র সেই সঙ্গীর ব্যাপারে মতবিরোধ করছি, যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পথের সন্ধান চেয়েছিলেন—আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন?

উবাঈ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি যে, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের কোন এক মজলিসে হাযির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার তুলনায় অধিক জ্ঞানী বলে জানেন?' মূসা (আ) বললেন, 'না।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র কাছে ওহী পাঠালেন ঃ 'হ্যাঁ, আমার বান্দা খিযর।' এরপর তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের রাস্তা জানতে চাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য মাছকে তার নিশানা বানিয়ে দিলেন। তাঁকে বলে দেওয়া হল, 'যখন তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে তখন তুমি প্রত্যাবর্তন করবে। তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে।' তিনি সমুদ্রে সে মাছের নিশানা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। যা হোক, মূসা (আ)-কে তাঁর সঙ্গী যুবকটি বললেন ঃ (পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ)

اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ ٠

"আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা (বলতে) ভুলে গিয়েছিলাম। আর শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল" (১৮ ঃ ৬৩)।.......মূসা

(আ) বললেন ঃ ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا "আমরা সে স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম।" (১৮ ঃ ৬৪)

তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। শেষে তাঁরা খিযর (আ)-কে পেয়ে গেলেন। তাঁদের (পরবর্তী) ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

٦٢. بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ -

৬২. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফযীলত

٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلاَءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لاَتُمْسِكُ مَاءً وَ لاَتُنْبِتُ كَلاَءً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَ عَلَّمَ وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَ لَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِسْحٰقُ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ وَ كَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوْهُ الْمَاءُ وَ الصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِىْ مِنَ الْاَرْضِ .

৭৯ মুহাম্মদ ইব্‌নুল-'আলা (র)......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হিদায়ত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যমীনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি আছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত –যে সে দিকে মাথা তুলে তাকায়ই না এবং আল্লাহ্‌র যে হিদায়ত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।

আবূ 'আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র) বলেন ঃ ইসহাক (র) আবূ উসামা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি قَبِلَتْ এর স্থলে قَيَّلَتْ (আটকিয়ে রাখে) ব্যবহার করেছেন। قاع হল এমন ভূমি যার উপর পানি জমে থাকে। আর الصفصف হল সমতল ভূমি।

٦٣. بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُوْرِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيْعَةُ لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْئٌ مِّنَ الْعِلْمِ اَنْ يُّضَيِّعَ نَفْسَهُ -

৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার

রাবী'আ (র) বলেন, 'যার কাছে কিছুমাত্র ইলম আছে, তার উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা

৮০ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَ يَظْهَرَ الزِّنَا .

৮০ 'ইমরান ইব্ন মায়সারা (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হল ঃ ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটবে, মদপান ব্যাপক হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।

৮১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لاَيُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، اَنْ يَّقِلَّ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرَ الْجَهْلُ . وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً اَلْقَيِّمُ الْوَاحِدُ .

৮১ মুসাদ্দাদ (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের কাছে আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হল ঃ ইলম কমে যাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে তত্ত্বাবধায়ক।

٦٤. بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ -

৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্মের ফযীলত

৮২ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَرَى الرِّىَّ يَخْرُجُ فِىْ اَظْفَارِىْ ، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمَ .

৮২ সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র (র)........ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার কাছে এক পিয়ালা দুধ আনা হল। আমি তা পান করলাম (তার পরিতৃপ্তি আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।) এমনকি আমার মনে হতে লাগল যে,

সে পরিতৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। এরপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা আমি 'উমর ইব্‌নুল-খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি এ স্বপ্নের কী তা'বীর করেন ? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ তা হল 'ইল্‌ম।

٦٥. بَابُ الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ اَوْ غَيْرِهَا -

৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া

٨٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْاَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ ٠

৮৩ ইসমা'ঈল (র)......'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জের দিনে মিনায় মানুষের (প্রশ্নের উত্তর দানের) জন্য (বাহনের উপর) বসা ছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করছিল। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি ভুলবশত কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ যবেহ কর, কোন ক্ষতি নেই। আর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ভুলবশত কঙ্কর নিক্ষেপের আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কঙ্কর ছুঁড়ো, কোন অসুবিধা নেই।

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (র) বলেন, 'নবী ﷺ-কে সে দিন আগে বা পরে করা যে কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, তিনি একথাই বলছিলেন ঃ কর, কোন ক্ষতি নেই।

٦٦. بَابُ مَنْ اَجَابَ الْفُتْيَا بِاِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ -

৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ হাত ও মাথার ইশারায় মাসআলার জওয়াব দান

٨٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فِيْ حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ فَاَوْمَاَ بِيَدِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَاَوْمَاَ بِيَدِهِ وَلاَ حَرَجَ ٠

৮৪ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)........ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, হজ্জের সময় নবী ﷺ-কে (নানা বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হল। কোন একজন বলল ঃ আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই যবেহ করে ফেলেছি। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ কোন অসুবিধা নেই। আর এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন ঃ কোন অসুবিধা নেই (যেহেতু ভুলবশতঃ করা হয়েছে)।

٨٥ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْهَرْجُ ، فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَاَنَّهُ يُرِيْدُ الْقَتْلَ ·

৮৫ মাক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন ঃ (শেষ যামানায়) 'ইলম তুলে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফিতনার প্রসার ঘটবে এবং 'হারাজ' বেড়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'হারাজ' কী ? তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ 'এ রকম'। যেন তিনি এর দ্বারা 'হত্যা' বুঝিয়েছিলেন।

٨٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِىَ تُصَلِّىْ فَقُلْتُ مَاشَأْنُ النَّاسِ فَاَشَارَتْ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ قُلْتُ اٰيَةٌ · فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَىْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلاَّنِى الْغَشْىُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلٰى رَأْسِى الْمَاءَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْئٍ لَمْ اَكُنْ اُرِيْتُهُ اِلاَّ رَاَيْتُهُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، فَاُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِكُمْ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبَ لاَ اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ لاَ اَدْرِىْ بِاَيِّهِمَا قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلاَثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُوْقِنًا بِهِ ، وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ ·

৮৬ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......আসমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি বললাম, 'মানুষের কি হয়েছে ?' তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন (দেখ, সূর্য গ্রহণ লেগেছে)। তখন সকল লোক (সালাতে কুসূফ আদায়ের জন্য) দাঁড়িয়ে রয়েছে। আয়িশা (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, এটা কি কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করলেন, 'হ্যাঁ।' এরপর আমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি (সালাত এত দীর্ঘ ছিল যে,) আমার বেহুঁশ হয়ে পড়ার উপক্রম হল। তাই আমি মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। পরে (সালাত শেষে) নবী ﷺ আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন ঃ যা কিছু আমাকে ইতিপূর্বে দেখানো হয়নি, তা আমি আমার এ স্থানেই দেখতে পেয়েছি। এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও দেখেছি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, 'তোমাদেরকে কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ন্যায় (কঠিন) পরীক্ষা অথবা তার কাছাকাছি।'

ফাতিমা (রা) বলেন, আসমা (রা) مثل (অনুরূপ) শব্দ বলেছিলেন, না قريب (কাছাকাছি) শব্দ, তা ঠিক আমার মনে নেই। (কবরের মধ্যে) বলা হবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান?' তখন মু'মিন ব্যক্তি বা মু'কিন

(বিশ্বাসী) ব্যক্তি [ফাতিমা (রা) বলেন] আসমা (রা) এর কোন্ শব্দটি বলেছিলেন ঠিক আমার মনে নেই, বলবে, 'তিনি মুহাম্মদ ﷺ, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। আমাদের কাছে মু'জিযা ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। তিনি মুহাম্মদ।' তিনবার এরূপ বলবে। তখন তাকে বলা হবে, আরামে ঘুমাও, আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি (দুনিয়ায়) তাঁর ওপর বিশ্বাসী ছিলে। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) ফাতিমা বলেন, আসমা কোন্‌টি বলেছিলেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না – বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে (তাঁর সম্পর্কে) কি যেন বলতে শুনেছি, তাই আমিও তাই বলেছি।

٦٧. بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى اَنْ يَحْفَظُوا الْاِيْمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوْا مَنْ وَّرَاءَ هُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اِرْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ -

৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনধি দলকে ঈমান ও ইলমের হিফাযত করা এবং পরবর্তীদেরকে তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী ﷺ–এর উৎসাহ দান।

মালিক ইব্‌নুল হুওয়াইরিস (র) বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের কাওমের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।

٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَنِ الْوَفْدُ اَوْ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى ، قَالُوْا اِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَلاَنَسْتَطِيْعُ اَنْ نَأْتِيَكَ اِلاَّ فِىْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهٖ مَنْ وَّرَاءَ نَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ، قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَاِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ، قَالَ شُعْبَةُ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيْرِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ اِحْفَظُوْهُ وَاَخْبِرُوْهُ مَنْ وَّرَاءَ كُمْ .

৮৭ 'মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).......আবূ জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একদিন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ এর কাছে এলে, তিনি বললেন ঃ তোমরা কোন্ প্রতিনিধি দল? অথবা বললেনঃ *তোমরা কোন্ গোত্রের? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের। তিনি বললেন ঃ 'মারহাবা। এ গোত্রের প্রতি অথবা*

এ প্রতিনিধি দলের প্রতি, এরা কোনরূপ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, 'আমরা বহু দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে কাফিরদের এই 'মুযার' গোত্রের বাস। আমরা শাহ্‌র-ই-হারাম ছাড়া আপনার কাছে আসতে সক্ষম নই। সুতরাং আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন, যা আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছাতে এবং তার ওসীলায় আমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারি।' তখন তিনি তাদের চারটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা কিরূপে হয় জান ? তারা বলল ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন ঃ 'তা হল এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং রমযান-এর সিয়াম পালন করা আর তোমরা গনীমাতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে।' আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো লাউয়ের খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র ব্যবহার করতে। শু'বা বলেন, কখনও (আবূ জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরী পাত্রের কথাও বলেছেন আবার তিনি কখনও (النقير)-এর স্থলে (المقير) বলেছেন। রাসূল ﷺ বললেন ঃ তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের পৌঁছে দাও।

٦٨. بَابُ الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْئَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ -

৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ উদ্ভূত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া

٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র)......উকবা ইব্‌নুল হারিস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি আবূ ইহাব ইব্‌ন আযীয (র)-এর কন্যাকে বিবাহ করলে তাঁর কাছে একজন স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি উকবা (রা)-কে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে (আবূ ইহাবের কন্যাকে) দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রা) তাকে বললেন ঃ আমি জানি না যে, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ। আর (ইতিপূর্বে) তুমি আমাকে একথা জানাও নি। এরপর তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ কথার পর তুমি কিভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে ? এরপর উকবা তাঁর স্ত্রীকে আলাদা করে দিলেন এবং সে মহিলা অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল।

٦٩. بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ -

৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা

৮৯ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَجَارٌ لِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ بَنِيْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْاَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا فَقَالَ اَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ ، قَالَ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لاَ أَدْرِيْ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ قَالَ لاَ فَقُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

৮৯ 'আবুল ইয়ামান (র) ও ইব্‌ন ওহব (র)......উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনি উমায়্যা ইব্‌ন যায়দের মহল্লায় বাস করতাম। এ মহল্লাটি ছিল মদীনার উঁচু এলাকায় অবস্থিত। আমরা দু'জনে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হতাম। তিনি একদিন আসতেন আর আমি একদিন আসতাম। আমি যেদিন আসতাম, সেদিনের ওহী প্রভৃতির খবর নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। আর তিনি যেদিন আসতেন সেদিন তিনি অনুরূপ করতেন। এরপর একদিন আমার আনসারী সঙ্গী তাঁর পালার দিন এলেন এবং (সেখান থেকে ফিরে) আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করতে লাগলেন। (আমার নাম নিয়ে) বলতে লাগলেন, তিনি কি এখানে আছেন ? আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর দিকে গেলাম। তিনি বললেন, এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন]। আমি তখনি (আমার কন্যা) হাফসা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তোমাদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন ? তিনি বললেন, 'আমি জানি না।' এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম ঃ আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ 'না।' আমি তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলাম।

٧٠. بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيْمِ اِذَا رَاٰى مَا يَكْرَهُ -

৭০. পরিচ্ছেদ ঃ অপসন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়ায–নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা

৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ

مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مُنَفِّرُوْنَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৯০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর (র)......আবূ মাস‘ঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি বলল, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি সালাতে (জামাতে) শামিল হতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি আমাদের নিয়ে খুব লম্বা করে সালাত আদায় করেন। [আবূ মাস‘ঊদ (রা) বলেন,] আমি নবী ﷺ-কে কোন ওয়াযের মজলিসে সেদিনের তুলনায় বেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি। (রাগত স্বরে) তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল ! তোমরা মানুষের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি কর। অতএব যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে।

٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ الْمَدِيْنِىُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَاَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَ هَا اَوْ قَالَ وِعَاءَ هَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ .

৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)........যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন ঃ তার বাঁধনের রশি অথবা বললেন, থলে-ঝুলি ভাল করে চিনে রাখ। এরপর এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাক। তারপর (মালিক পাওয়া না গেলে) তুমি তা ব্যবহার কর। এরপর যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। সে বলল, ‘হারানো উট পাওয়া গেলে ?’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন রেগে গেলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ ‘উট নিয়ে তোমার কি হয়েছে ? তার তো আছে পানির মশক ও শক্ত পা। পানির কাছে যেতে পারে এবং গাছের লতা-পাতা খেতে পারে। তাই তাকে ছেড়ে দাও, যাতে তার মালিক তাকে পেয়ে যায়।’ সে বলল, ‘হারানো বকরী পাওয়া গেলে?’ তিনি বললেন, ‘সেটি তোমার, নয়ত তোমার ভাইয়ের, নয়ত বাঘের।’

٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْاُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا اُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِىْ عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ اَبِىْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ مَا فِىْ وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৯২ মুহাম্মদ ইব্‌নুল 'আলা (র).......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ -কে কয়েকটি অপসন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। প্রশ্নের সংখ্যা যখন বেশী হয়ে গেল, তখন তিনি রেগে গিয়ে লোকদের বললেন ঃ 'তোমরা আমার কাছে যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর।' এক ব্যক্তি বলল, 'আমার পিতা কে?' তিনি বললেন ঃ 'তোমার পিতা হুযাফা।' আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলল্লাহ! আমার পিতা কে?' তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা হল শায়বার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম।' তখন হযরত 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার অবস্থা দেখে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করছি।'

٧١. بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ –

৭১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম বা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা

٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا ، وَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ، ثَلَاثًا فَسَكَتَ .

৯৩ আবুল ইয়ামান (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিতা কে?' 'তিনি বললেন ঃ 'তোমার পিতা হুযাফা।' এরপর তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর।' 'উমর (রা) তখন হাঁটু গেড়ে বসে বললেন ঃ 'আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছি।' তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হলেন।

٧٢. بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا .

৭২. পরিচ্ছেদ ঃ ভালভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিনবার বলা

নবী করীম ﷺ বলেন ঃ 'মিথ্যা কথা থেকে সাবধান!' এ কথাটি তিনি বারবার বলতে লাগলেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ (বিদায় হজ্জে) বলেছেন ঃ আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا .

৯৪ 'আবদা (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাম করতেন, তিনবার সালাম করতেন। আর যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন।

٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا .

৯৫ 'আবদা ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন যাতে তা বুঝে নেওয়া যায়। আর যখন তিনি কোন কওমের নিকট এসে সালাম করতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম করতেন।

٩٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَاَدْرَكَنَا وَقَدْ اَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ نَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا .

৯৬ মুসাদ্দাদ (র).........আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেছনে রয়ে গেলেন। এরপর তিনি আমাদের নিকট এমন সময় পৌঁছলেন যখন আমাদের সালাতুল আসরের প্রস্তুতিতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওযূ করতে গিয়ে আমাদের পা মোটামুটিভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন ঃ 'পায়ের গোড়ালী শুকনো থাকার জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।' তিনি একথা দু'বার কিংবা তিনবার বললেন।

৭৩. بَابُ تَعْلِيْمِ الرَّجُلِ اَمَتَهُ وَاَهْلَهُ

৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান

٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَةٌ يَطَاُهَا فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ ، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ اَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيْمَا دُوْنَهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

৯৭ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).......আবূ বুরদা (র), তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে ঃ (১) আহলে কিতাব--যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর

ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহ্‌র হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)। (৩) যার একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দীনী ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী আমের (র) (তাঁর ছাত্রকে) বলেন, তোমাকে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই হাদীসটি শিক্ষা দিলাম, অথচ আগে এর চাইতে ছোট হাদীসের জন্যও লোকে (দূর-দূরান্ত থেকে) সওয়ার হয়ে মদীনায় আসত।

٧٤. بَابُ عِظَةِ الْاِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيْمِهِنَّ

৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া

٩٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَوْ قَالَ عَطَاءٌ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالٌ يَاْخُذُ فِىْ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ اسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৯৮ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে সাক্ষ্য রেখে বলছি, অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারী 'আতা (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাসকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী করীম ﷺ (ঈদের দিন পুরুষের কাতার থেকে) বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মনে করলেন যে, দূরে থাকার কারণে তাঁর ওয়ায মহিলাদের কাছে পৌছে নি। তাই তিনি (পুনরায়) তাঁদের নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার উপদেশ দিলেন। তখন মহিলারা কানের দুল ও হাতের আংটি দিয়ে দিতে লাগলেন। আর বিলাল (রা) সেগুলি তাঁর কাপড়ের আঁচলে নিতে লাগলেন। ইসমা'ঈল (র) 'আতা (র) সূত্রে বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে সাক্ষী রেখে বলছি।

٧٥. بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيْثِ –

৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ হাদীসের প্রতি আগ্রহ

٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِى عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اَنْ لَايَسْاَلُنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَحَدٌ اَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ ، اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ .

৯৯ আবদুল 'আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত লাভে কে সবচাইতে বেশী ভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচাইতে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে খালিস দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (পূর্ণ কালেমা তাইয়েবা) বলে।

٧٦. بَابٌ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ اُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاكْتُبْهُ فَاِنِّىْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلاَ يُقْبَلُ اِلاَّ حَدِيْثُ النَّبِىِّ ﷺ وَلْيُفْشُوْا الْعِلْمَ وَ لْيَجْلِسُوْا حَتّٰى يُعَلَّمَ مَنْ لاَيَعْلَمُ فَاِنَّ الْعِلْمَ لاَيَهْلِكُ حَتّٰى يَكُوْنَ سِرًّا .

৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে 'ইলম তুলে নেয়া হবে

'উমর ইব্‌ন আবদুল 'আযীয (র) মদীনায় আবূ বকর ইব্‌ন হাযম (র)—এর কাছে এক পত্রে লিখেন ঃ খোঁজ কর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যে হাদীস পাও তা লিখে নাও। আমি ইলম লোপ পাওয়ার এবং আলিমদের বিদায় নেওয়ার আশংকা করছি এবং জেনে রাখ, নবী করীম ﷺ —এর হাদীস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ইলমের প্রচার—প্রসার করা, আর তারা যেন একত্রে বসে (ইলমের চর্চা করে), যাতে যে জানে না সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। কারণ ইলম গোপনীয় বিষয় না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না।

١٠٠ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ بِذٰلِكَ يَعْنِىْ حَدِيْثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ اِلٰى قَوْلِهٖ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ .

১০০ 'আলা' ইব্‌ন 'আবদুল জব্বার (র).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে উমর ইব্‌ন আবদুল-'আযীয (র)-এর উপরোক্ত হাদীসে 'আলিমগণের বিদায় নেওয়া' পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

١٠١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِعِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا قَالَ الْفِرَبْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ .

১০১ ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবূ উওয়ায়স (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অন্তর থেকে ইল্‌ম বের

করে উঠিয়ে নেবেন না ; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইল্‌ম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলিম বাকী থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরকেও গোমরাহ করবে।

ফিরাবরী (র) বলেন, আব্বাস (র)......হিশাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٧٧. بَابٌ هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ –

৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আলাদা দিন নির্ধারণ করা যায়?

١٠٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيْمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ .

১০২ আদম (র)......আবূ সা'ঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মহিলারা একবার নবী করীম ﷺ-কে বলল, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চাইতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের ওয়াদা করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের ওয়ায-নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক তিনটি সন্তান আগেই পাঠাবে,[১] তারা তার জন্য জাহান্নামের পর্দাস্বরূপ হয়ে থাকবে। তখন এক স্ত্রীলোক বলল, আর দু'টি পাঠালে? তিনি বললেন ঃ দু'টি পাঠালেও।

١٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ .

১০৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......আবূ সা'ঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান আল-আসবাহানী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এমন তিন সন্তান, যারা সাবালক হয়নি।

---

১. তার জীবিতাবস্থায় তিনটি সন্তান মারা গেলে।

٧٨. بَابٌ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ حَتّٰى يَعْرِفَهُ –

৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কথা শুনে না বুঝলে জানার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করা

١٠٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ كَانَتْ لاَتَسْمَعُ شَيْئًا لاَتَعْرِفُهُ اِلاَّ رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتّٰى تَعْرِفَهُ ، وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ اَوَ لَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ، قَالَتْ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ .

১০৪ সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র)......ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) কোন কথা শুনে বুঝতে না পারলে ভালভাবে না বুঝা পর্যন্ত বার বার প্রশ্ন করতেন। একবার নবী করীম ﷺ বললেন, "(কিয়ামতের দিন) যার হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব দেওয়া হবে।" 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি ইরশাদ করেন নি, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا (তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে) (৮৪ ঃ ৮)। তখন তিনি বললেন ঃ তা কেবল হিসাব পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেওয়া হবে সে ধ্বংস হবে।

٧٩. بَابٌ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ –

৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইল্‌ম পৌঁছে দেবে

ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেন।

١٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلٰى مَكَّةَ ائْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الاَمِيْرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِىْ ، وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ ، حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ يَّسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوْا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذِنَ لِرَسُوْلِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَقِيْلَ لاَبِىْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو ، قَالَ اَنَا اَعْلَمُ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ لاَ تُعِيْذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ .

১০৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........আবূ শুরায়হ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আমর ইব্‌ন সা'ঈদ (মদীনার গভর্নর)-কে বললেন, যখন তিনি মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন–– 'হে আমীর! আমাকে

অনুমতি দিন, আমি আপনাকে এমন একটি হাদীস শুনাব, যা মক্কা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন। আমার দু' কান তা শুনেছে, আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে, আর আমার দু' চোখ তা দেখেছে। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ মক্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। তাই যে লোক আল্লাহ্‌র উপর এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা এবং সেখানকার কোন গাছপালা কাটা হালাল নয়। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্‌র (সেখানকার) লড়াইকে দলীল হিসেবে পেশ করে তবে তোমরা বলে দিও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু তোমাদের অনুমতি দেন নি। আমাকেও সে দিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আগের মতো আজ আবার এর নিষেধাজ্ঞা ফিরে এসেছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (এ বাণী) পৌঁছে দেয়।' তারপর আবূ শুরায়হ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার এ হাদীস শুনে 'আমর কি বলল?' (আবূ শুরায়হ্ (রা) উত্তর দিলেন) সে বলল ঃ 'হে আবূ শুরায়হ্ ! (এ বিষয়ে) আমি তোমার চাইতে ভাল জানি। মক্কা কোন বিদ্রোহীকে, কোন খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেয় না।'

١٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُوْلُ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ ذٰلِكَ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ .

১০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র).......আবূ বাকরা (রা) নবী ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের জান, তোমাদের মাল --বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন, 'আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন ঃ এবং তোমাদের মান-সম্মান (অন্য মুসলমানের জন্য) এ শহরে এ দিনের মতই মর্যাদা সম্পন্ন। শোন, (আমার এ বাণী যেন) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সত্য বলেছেন, তা-ই (তাবলীগ) হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'বার করে বললেন, হে লোক সকল ! 'আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ?'

٨٠. بَابُ اِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ -

৮০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর উপর মিথ্যারোপ করার গুনাহ

١٠٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مَنْصُوْرٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِىَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَتَكْذِبُوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ .

১০৭ আলী ইব্‌নুল জা'দ (র)........'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

١٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ اِنِّي لاَاَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ قَالَ اَمَا اِنِّي لَمْ اُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৮ আবুল ওয়ালীদ (র)........আবদুল্লাহ্ ইব্নু'য্-যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতা যুবায়রকে বললাম ঃ আমি তো আপনাকে অমুক অমুকের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন ঃ 'জেনে রাখ, আমি তাঁর থেকে দূরে থাকিনি, কিন্তু (হাদীস বর্ণনা করি না এজন্য যে,) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

١٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَنَسٌ اَنَّهُ لَيَمْنَعُنِيْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৯ আবূ মা'মার (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এ কথাটি তোমাদেরকে বহু হাদীস বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেয় যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

١١٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ هُوَ ابْنُ الْاَكْوَعِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১১০ মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র).......সালমা ইবনে আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

١١١ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ ، وَمَنْ رَاٰنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِيْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَتِيْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১১১ মূসা (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ 'আমার নামে তোমরা নাম রেখ; কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) তোমরা উপনাম রেখ না। আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতির ন্যায় রূপ ধারণ করতে পারে না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

٨١. بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ –

৮১. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্ম লিপিবদ্ধ করা

١١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

১১২ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)........আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে কি লিখিত কিছু আছে ? তিনি বললেন ঃ 'না, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, আর সেই বুদ্ধি ও বিবেক, যা একজন মুসলিমকে দান করা হয়। এ ছাড়া যা কিছু এ পত্রটিতে লেখা আছে।' আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, এ পত্রটিতে কী আছে ? তিনি বললেন, 'দিয়াতের (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) ও বন্দী মুক্তির বিধান, আর এ বিধানটিও যে, 'মুসলিমকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।'

١١٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوْا رَجُلاً مِنْ بَنِيْ لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيْلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوْهُ فَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفِيْلَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوْهُ عَلَى الشَّكِّ كَذَا قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْقَتْلَ اَوِ الْفِيْلَ وَغَيْرُهُ يَقُوْلُ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ بَعْدِيْ اَلاَ وَاِنَّهَا حَلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ اَلاَ وَاِنَّهَا سَاعَتِيْ هٰذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَيُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُعْقَلَ ، وَاِمَّا اَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيْلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ أَكْتُبْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِاَبِيْ فُلاَنٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ الْاِذْخِرَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ فِيْ بُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ .

১১৩ আবূ নু'আয়ম ফাযল ইব্ন দুকায়ন (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের কালে খুযা'আ গোত্র লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। এ হত্যা ছিল তাদের এক নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ স্বরূপ, যাকে ইতিপূর্বে লায়স গোত্রের লোক হত্যা করেছিল। তারপর এ খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌছল। তিনি তাঁর উটের উপর আরোহণ করে খুতবা দিলেন, তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা থেকে 'হত্যা'-কে (অথবা বর্ণনাকারী বললেন) 'হাতী'-কে-রোধ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'হত্যা' বলেছেন না 'হাতী' বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী আবূ নু'আয়ম সন্দেহ পোষণ করেন। অন্যেরা শুধু 'হাতী' শব্দ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য মক্কাবাসীদের উপর

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মু'মিনগণকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয়ী করা হয়েছে। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারো জন্য মক্কা (নগরীতে লড়াই করা) হালাল করা হয়নি এবং আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রাখ, তাও আমার জন্য দিনের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হয়েছিল। আরো জেনে রাখ যে, আমার এই কথা বলার মুহূর্তে আবার তা হারাম হয়ে গেছে। সেখানকার কোন কাঁটা ও কোন গাছপালা কাটা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না। তবে ঘোষণা করার জন্য নিতে পারবে। আর যদি কেউ নিহত হয়, তবে তার আপনজনের জন্য দুটি ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রয়েছে। হয় তার 'দিয়াত নিবে নয় 'কিসাস' গ্রহণ করবে। এরপর ইয়ামানবাসী এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (সাহাবীদের) বললেন ঃ তোমরা তাকে (আবূ শাহকে) লিখে দাও। তারপর একজন কুরায়শী [আব্বাস (রা)] বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হতে ইযখির বাদ রাখুন। কারণ তা আমরা আমাদের ঘরে ও কবরে ব্যবহার করি।' নবী ﷺ বললেন, 'ইযখির ছাড়া, ইযখির ছাড়া।'[১]

١١٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ اَخِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدٌ اَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْهُ مِنِّيْ اِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَاِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ اَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ·

১১৪ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র).........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্য 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে আমার চাইতে বেশী হাদীস নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না। মা'মার (র) হাম্মাম (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللّٰهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوْا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قُوْمُوْا عَنِّيْ وَلاَ يَنْبَغِيْ عِنْدِي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ ·

১১৫ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন ঃ 'আমার কাছে কাগজ কলম নিয়ে এস, আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব যাতে পরবর্তীতে তোমরা আর ভ্রান্ত না হও।' 'উমর (রা) বললেন, 'নবী ﷺ-এর রোগ-যন্ত্রণা প্রবল হয়ে গেছে (এমতাবস্থায় কিছু বলতে বা লিখতে তাঁর কষ্ট হবে)। আর আমাদের কাছে তো আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ

১. ইযখির শন জাতীয় এক প্রকার ঘাস।

করা উচিত নয়।' এ পর্যন্ত বর্ণনা করে ইব্‌ন আব্বাস (রা) (যেখানে বসে হাদীস বর্ণনা করছিলেন সেখান থেকে) এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন যে, 'হায় বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর লেখনীর মধ্যে যা বাধ সেধেছে।'

٨٢. بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ -

৮২. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ইল্‌ম শিক্ষাদান এবং ওয়ায–নসীহত করা

١١٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ح وَعَمْرٌو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ اَيْقِظُوْا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْاٰخِرَةِ .

১১৬ সাদাকা, 'আমর ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র).......উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক রাতে নবী করীম ﷺ ঘুম থেকে জেগে বলেন ঃ সুবহানআল্লাহ্! এ রাতে কতই না বিপদাপদ নেমে আসছে এবং কতই না ভাণ্ডার খুলে দেওয়া হচ্ছে! অন্য সব ঘরের মহিলাগণকেও জানিয়ে দাও, 'বহু মহিলা যারা দুনিয়ায় বস্ত্র পরিহিতা, তারা আখিরাতে হবে বস্ত্রহীনা।'

٨٣. بَابُ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ -

৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ইলমের আলোচনা করা

١١٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنُ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَاَبِيْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ فِيْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ رَاْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَايَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ .

১১৭ সা'ঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র).....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর জীবনের শেষের দিকে আমাদের নিয়ে 'ইশার সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরাবার পর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা কি এ রাতের সম্পর্কে জান? বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ আর বাকী থাকবে না।

١١٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِيْ لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ اِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيِّمُ اَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ ٠

১১৮ আদম (র)........ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা বিন্‌ত হারিস (রা)-এর ঘরে এক রাত্রি যাপন করছিলাম। নবী ﷺ তাঁর পালার রাতে সেখানে ছিলেন। নবী ﷺ 'ইশার সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাক'আত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বললেন ঃ বালকটি কি ঘুমিয়ে গেছে ? বা এ ধরনের কোন কথা বললেন। তারপর (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও তাঁর বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। পরে আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। এরপর শুয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য বের হলেন।

٨٤. بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ -

৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্‌ম মুখস্থ করা

١١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلَوْلاَ أٰيَتَانِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيْثًا ثُمَّ يَتْلُوْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ اِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ اِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَاِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِى اَمْوَالِهِمْ وَاِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَالاَ يَحْضُرُوْنَ وَيَحْفَظُ مَالاَ يَحْفَظُوْنَ ٠

১১৯ 'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকে বলে, আবূ হুরায়রা (রা) বড় বেশী হাদীস বর্ণনা করে। (জেনে রাখ,) কিতাবে দু'টি আয়াত যদি না থাকত, তবে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ . اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٠

"আমি সেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয় কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ওরাই

তারা, যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (২ ঃ ১৫৯-১৬০) (প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা জমা-জমির কাজে মশগুল থাকত। আর আবূ হুরায়রা (রা) (খেয়ে না খেয়ে) তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে লেগে থাকত। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন সে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা মুখস্থ করত না সে তা মুখস্থ রাখত।

١٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ اَحمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَائَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَهُ .

১২০ আবূ মুস'আব আহমদ ইব্‌ন আবূ বাকর (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই।' তিনি বললেন ঃ তোমার চাদর খুলে ধর। আমি তা খুলে ধরলাম। তিনি দু'হাত অঞ্জলী করে তাতে কিছু ঢেলে দেওয়ার মত করে বললেন ঃ এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি।

١٢١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ بِهٰذَا وَ قَالَ غَرَفَ بِيَدِهِ فِيْهِ .

১২১ ইবরাহীম ইব্‌নুল মুনযির (র)........ইব্‌ন আবূ ফুদায়ক (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে সে চাদরের মধ্যে (কিছু) দিলেন।

١٢٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَخِىْ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُلْعُوْمُ مَجْرَى الطَّعَامِ .

১২২ ইসমা'ঈল (র)..........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ইলমের দুটি পাত্র মুখস্থ করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেওয়া হবে। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত بلعوم শব্দের অর্থ খাদ্যনালী।

٨٥. بَابُ الْاِنْصَاتُ لِلْعُلَمَاءِ -

৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ আলিমদের কথা শোনার জন্য লোকদের চুপ করানো

١٢٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

১২৩ হাজ্জাজ (র)......জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও, তারপর তিনি বললেন ঃ 'আমার পরে তোমরা কাফির (এর মত) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে।'

٨٦. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ اِذَا سُئِلَ اَىُّ النَّاسِ اَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ اِلَى اللّٰهِ -

৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ আলিমের জন্য মুস্তাহাব এই যে, তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় ঃ সবচাইতে জ্ঞানী কে? তখন তিনি ইহা আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করবেন।

١٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى لَيْسَ بِمُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِنَّمَا هُوَ مُوْسٰى اٰخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَامَ مُوْسَى النَّبِيُّ خَطِيْبًا فِىْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ اَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ اَنَا اَعْلَمُ فَعَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ اِذْلَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلَيْهِ اِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَارَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ احْمِلْ حُوْتًا فِيْ مِكْتَلٍ فَاِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ وَحَمَلاَ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ حَتّٰى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوْتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ، وَكَانَ لِمُوْسٰى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ، وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِىْ اُمِرَبِهٖ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ اِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ اَوْ قَالَ تَسَجّٰى بِثَوْبِهٖ فَسَلَّمَ مُوْسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ وَاَنّٰى بِاَرْضِكَ السَّلاَمُ فَقَالَ اَنَا مُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ، قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ، يَا مُوْسٰى اِنِّىْ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَ تَعْلَمُهُ اَنْتَ وَاَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لاَ اَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوْهُمْ اَنْ يَحْمِلُوْهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً اَوْ نَقْرَتَيْنِ

فِى الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوْسٰى مَا نَقَصَ عِلْمِىْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلاَّ كَنَقْرَةِ هٰذَا الْعُصْفُوْرِ فِى الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ اِلٰى لَوْحٍ مِنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوْسٰى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا قَالَ فَكَانَتِ الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا ، فَانْطَلَقَا فَاِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ - قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهٰذَا أَوْكَدُ ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَاَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى لَوْشِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتّٰى يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَابِهِ عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِطُوْلِهِ .

১২৪ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (র)........সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে বললাম, নাওফ আল-বাকালী দাবী করে যে, মূসা (আ) [যিনি খাযির (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তিনি] বনী ইসরাঈলের মূসা নন বরং তিনি অন্য এক মূসা। (একথা শুনে) তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলেছে। উবাঈ ইব্‌ন কা'ব (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ মূসা (আ) একবার বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সবচাইতে জ্ঞানী কে ? তিনি বললেন, 'আমি সবচাইতে জ্ঞানী।' মহান আল্লাহ্ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি ইল্‌মকে আল্লাহ্‌র প্রতি ন্যস্ত করেন নি। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট এ ওহী পাঠালেন ঃ দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চাইতে বেশী জ্ঞানী। তিনি বলেন, 'ইয়া রব! কিভাবে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে?' তখন তাঁকে বলা হল, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও। এরপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং ইউশা' ইব্‌ন নূন নামক তাঁর একজন খাদিমও তাঁর সাথে চলল। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। চলার পথে তাঁরা একটি বৃহৎ পাথরের কাছে এসে, সেখানে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি (জীবিত হয়ে) থলে থেকে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি মূসা (আ) ও তাঁর খাদিম-এর জন্য ছিল আশ্চর্যের বিষয়। এরপর তাঁরা তাঁদের বাকী রাতটুকু এবং পরের দিনভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন, 'আমাদের নাশতা নিয়ে এস, আমরা আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর মূসা (আ)-কে যে স্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নি। তারপর তাঁর খাদিম তাঁকে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য

করছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছি?' মূসা (আ) বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিই খুঁজছিলাম।' তারপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের কাছে পৌঁছে, কাপড়ে আবৃত (বর্ণনাকারী বলেন,) কাপড় মুড়ি দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খাযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা থেকে এল! তিনি বললেন, 'আমি মূসা।' খাযির জিজ্ঞাসা করলেন, 'বনী ইসরাঈলের মূসা (আ)?' তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, "আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন?' খাযির বললেন, "তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। হে মূসা (আ)! আল্লাহ্র ইল্মের মধ্যে আমি এমন এক ইল্ম নিয়ে আছি যা তিনি আমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন ইলমের অধিকারী, যা আল্লাহ তোমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমি জানি না।" 'মূসা (আ) বললেন, "আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না। তারপর তাঁরা দুজন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোন নৌকা ছিল না। ইতিমধ্যে তাঁদের কাছ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সঙ্গে তাদের আরোহণ করিয়ে নেওয়ার কথা বললেন। তারা খাযিরকে চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে দুই-একবার সমুদ্রে তার ঠোঁট মারল। খাযির বললেন, 'হে মূসা (আ)! আমার ইল্ম এবং তোমার ইল্ম (সব মিলেও) আল্লাহর ইল্ম থেকে সমুদ্র থেকে চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে ততটুকু পরিমাণও কমাতে পারবে না।' এরপর খাযির নৌকার তক্তাগুলির মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এরা আমাদের ভাড়া ছাড়া আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করলেন?' খাযির বললেন, "আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবে না?" মূসা (আ) বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' বর্ণনাকারী বলেন, ইহা মূসা (আ)-এর প্রথমবারের ভুল। তারপর তাঁরা উভয়ে (নৌকা থেকে নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক অন্যান্য বালকের সাথে খেলছিল। খাযির তার মাথার উপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিদ্র করে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, 'আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন কোন হত্যার অপরাধ ছাড়াই?' খাযির বললেন "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না?" ইব্ন 'উয়ায়না (র) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে বেশী জোরালো। তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর সেখানে তাঁরা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। খাযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি খাড়া করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' তিনি বললেন, 'এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবসান।' নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসার ওপর রহম করুন। আমাদের কতই না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আলী ইব্ন খাশরাম সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) এ হাদীসটি বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

٨٧. بَابُ مَنْ سَاَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا –

৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ আলিমের বসা থাকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা

١٢٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْقِتَالُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ اَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ اِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ اِلَيْهِ رَأْسَهُ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ٠

১২৫ উসমান (র)......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ কোন্‌টি, কেননা আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশীভূত হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ ছিল যে, সে ছিল দাঁড়ানো। এরপর তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার জন্য যে যুদ্ধ করে সেই আল্লাহ্‌র রাস্তায়।'

٨٨. بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ –

৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ কংকর মারার সময় কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা

١٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْئَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ اٰخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ قَالَ اَنْحَرْ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ ٠

১২৬ আবূ নু'আয়ম (র).........'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখলাম, জামরার নিকট তাঁকে মাস'আলা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কংকর মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি।' তিনি বললেন ঃ 'কংকর মার, তাতে কোন ক্ষতি নেই।' অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলল ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা মুড়ে ফেলেছি।' তিনি বললেন ঃ 'কুরবানী করে নাও, কোন ক্ষতি নেই।' বস্তুত আগে পিছু করার যে কোন প্রশ্নই তাঁকে করা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন ঃ 'কর, কোন ক্ষতি নেই।'

٨٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً -

৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً তোমাদেরকে ইল্ম দেওয়া হয়েছে অতি অল্পই

١٢٧ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ سُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوْهُ لاَ يَجِيْءُ فِيْهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوْحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ اِنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً قَالَ الاَعْمَشُ هٰكَذَا فِيْ قِرَائَتِنَا .

১২৭ কায়স ইব্ন হাফস (র)......'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে মদীনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি একখানি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহুদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, 'তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর।' আর একজন বলল, 'তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না, হয়ত এমন কোন জওয়াব দিবেন যা তোমরা পসন্দ করো না।' আবার তাদের কেউ কেউ বলল, 'তাঁকে আমরা প্রশ্ন করবই।' তারপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আবুল কাসিম! রূহ কী ?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে রইলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। তাই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন সে অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি বললেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً

"তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত। এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।" (১৭ ঃ ৮৫)

আ'মাশ (র) বলেন, এভাবেই আয়াতটিকে আমাদের কিরাআতে اُوْتِيْتُمْ -এর স্থলে اُوْتُوْا পড়া হয়েছে।

٩٠. بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ اَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوْا فِيْ أَشَدَّ مِنْهُ -

৯০. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কোন মুস্তাহাব কাজ এই আশঙ্কায় ছেড়ে দেওয়া যে, কিছু লোকে ভুল বুঝতে পারে এবং তারা এর চাইতে অধিকতর বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে

١٢٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ اِلَيْكَ كَثِيْرًا فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ اَنَّ

قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُوْنَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ۔

১২৮ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র)......আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইব্‌নু যুবায়র (রা) আমাকে বললেন, 'আয়িশা (রা) তোমাকে অনেক গোপন কথা বলতেন। বল তো কা'বা সম্পর্কে তোমাকে কী বলেছেন ? আমি বললাম, তিনি আমাকে বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ 'আয়িশা! তোমাদের কওম যদি (ইসলাম গ্রহণে) নতুন না হত, ইব্‌ন যুবায়র বলেন ঃ কুফর থেকে; তবে আমি কা'বা ভেঙ্গে ফেলে তার দু'টি দরজা বানাতাম। এক দরজা দিয়ে লোক প্রবেশ করত আর এক দরজা দিয়ে বের হত। (পরবর্তীকালে মক্কার আধিপত্য পেলে) তিনি এরূপ করেছিলেন।

۹۱. بَابُ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُوْنَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لاَ يَفْهَمُوْا –
وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ –

৯১. পরিচ্ছেদ ঃ বুঝতে না পারার আশংকায় ইল্‌ম শিক্ষায় কোন এক কওম বাদ দিয়ে আর এক কওম বেছে নেওয়া।

আলী (রা) বলেন, 'মানুষের কাছে সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পসন্দ কর যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক ?

۱۲۹ حَدَّثَنَا بِهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ مَعْرُوْفِ بْنِ خَرَّبُوْذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ ۔

১২৯ এ হাদীস উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র)......'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

۱۳۰ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَفَلاَ اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْنَ قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا وَ اَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَاَثُّمًا ۔

১৩০ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মু'আয (রা) নবী ﷺ-এর পিছনে সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি তাকে ডাকলেন, হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! মু'আয (রা) উত্তর দিলেন, 'আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং (আপনার আদেশ পালনের জন্য) প্রস্তুত। তিনি ডাকলেন, মু'আয! মু'আয (রা) উত্তর দিলেন, আমি হাযির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং প্রস্তুত।' তিনি আবার ডাকলেন, মু'আয। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং প্রস্তুত'। এরূপ তিনবার করলেন।

এরপর বললেন ঃ যে কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল'—তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। মু'আয (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি মানুষকে এ খবর দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?' তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে।' মু'আয (রা) (জীবনভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইল্ম গোপন রাখার) গুনাহ্ না হয়।

١٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ ذُكِرَلِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ اَلاَ اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَتَّكِلُوْا ٠

১৩১ মুসাদ্দাদ (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মু'আয (রা)-কে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে কোনরূপ শির্ক না করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। (এ কথা শুনে) মু'আয (রা) বললেন, 'আমি কি লোকদের সুসংবাদ দেব না?' তিনি বললেন, 'না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে।'

٩٢. بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لاَيَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَمُسْتَكْبِرٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّيْنِ -

৯২. পরিচ্ছেদ ঃ ইল্ম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা

মুজাহিদ (র) বলেন, 'লাজুক এবং অহঙ্কারী ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করতে পারে না। 'আয়িশা (রা) বলেন, 'আনসারদের মহিলারাই উত্তম। লজ্জা তাদের দীনের জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি।

١٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ اُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِيْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ٠

১৩২ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).....উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উম্মে সুলায়ম (রা) এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী ﷺ বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তখন উম্মে সালমা (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হয় কি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক![1] (তা না হলে) তার সন্তান তার আকৃতি পায় কিরূপে?'

১. এটি কোন বদ দু'আ নয়, বরং বিস্ময় প্রকাশের জন্য আরবীতে ব্যবহৃত হয়।

١٣٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُوْنِيْ مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَحَدَّثْتُ أَبِيْ بِمَا وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ فَقَالَ لَاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِيْ كَذَا وَكَذَا ٠

১৩৩ ইসমা'ঈল (র)........ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ গাছের মধ্যে এমন এক গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা হ'ল মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বল তো সেটা কোন্ গাছ? তখন লোকজনের খেয়াল জঙ্গলের গাছপালার প্রতি গেল। আর আমার মনে হতে লাগল যে, তা হ'ল খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, 'কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম।' সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিই আমাদের তা বলে দিন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'তা হ'ল খেজুর গাছ।' আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, 'তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম।' তিনি বললেন, 'তুমি তখন তা বলে দিলে অমুক অমুক জিনিস লাভ করার চাইতে আমি বেশী খুশী হতাম।'

٩٣. بَابُ مَنِ اسْتَحْيَا فَاَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ নিজে লজ্জাবোধ করলে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলা

١٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ اَنْ يَسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ ٠

১৩৪ মুসাদ্দাদ (র).......'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অধিক পরিমাণে 'মযী' বের হত। তাই এ ব্যাপারে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করার জন্য মিকদাদকে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'এতে কেবল ওযূ করতে হয়।'

٩٤. بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِى الْمَسْجِدِ –

৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে ইল্‌ম ও মাসআলা–মাসাইলের আলোচনা করা

١٣٥ حَدَّثَنِيْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا اَنْ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ اَفْقَهْ هٰذِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৩৫ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)........'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের কোথা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দেশ দেন?' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মদীনাবাসী ইহ্‌রাম বাঁধবে 'যু'ল-হুলায়ফা' থেকে, সিরিয়াবাসী ইহ্‌রাম বাঁধবে 'জুহ্‌ফা' থেকে এবং নাজদবাসী ইহ্‌রাম বাঁধবে 'কর্‌ন' থেকে। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, অন্যেরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এও বলেছেন ঃ 'এবং ইয়ামানবাসী ইহ্‌রাম বাঁধবে 'ইয়ালামলাম' থেকে।' ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেছেন, 'এ কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বুঝে নিতে পারিনি।'

٩٥. بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ –

৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চাইতে বেশী উত্তর দেওয়া

١٣٦ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لاَيَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ اَوِ الزَّعْفَرَانُ فَاِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ .

১৩৬ আদম (র).......ইব্‌ন 'উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'মুহরিম কী কাপড় পরবে ?' তিনি বললেন ঃ 'জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং কুসুম বা যা'ফরান রঙ্গে রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। জুতা না থাকলে চামড়ার মোজা পরতে পারে, তবে এমনভাবে কেটে ফেলতে হবে যাতে মোজা দু'টি পায়ের গিরার নিচে থাকে।

كِتَابُ الْوُضُوْءِ

উযূ অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ الْوُضُوْءِ

উযূ অধ্যায়

٩٦. بَابٌ فِى الْوُضُوْءِ-

مَاجَاءَ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وَجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَبَيَّنَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّ فَرْضَ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ اَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ، وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ثَلَاثٍ ، وَكَرِهَ اَهْلُ الْعِلْمِ الْاِسْرَافَ فِيْهِ وَاَنْ يُجَاوِزُوْا فِعْلَ النَّبِىِّ ﷺ .

৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ উযূর বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলার বাণী ঃ "(হে মু’মিনগণ !) যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে ও তোমাদের মাথায় মসেহ করবে এবং পা গিরা পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।" (৫ ঃ ৬)

আবূ ‘আবদুলাহ্ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ বর্ণনা করেছেন ঃ উযূর ফরয হ’ল এক–একবার করে ধোয়া। তিনি দু’–দু’বার করে এবং তিন–তিনবার করেও উযূ করেছেন, কিন্তু তিনবারের বেশী ধৌত করেন নি। পানির অপচয় করা এবং নবী ﷺ-এর আমলের সীমা অতিক্রম করাকে উলামায়ে কিরাম মাকরূহ বলেছেন।

٩٧. بَابٌ لَاتُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ-

৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবূল হয় না

١٣٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

أَنَّـــهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُـوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُقْـبَلُ صَلاَةُ مَنْ اَحْـدَثَ حَتّٰى يَتَـوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ اَوْ ضُرَاطٌ ۔

১৩৭ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আল-হানযালী (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তির হাদস হয় তার সালাত কবূল হবে না, যতক্ষণ না সে উযূ করে। হাযরা-মাওতের এক ব্যক্তি বলল, 'হে আবূ হুরায়রা ! হাদস কী ?' তিনি বললেন, 'নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া।'

৯৮. بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ-

৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ উযূর ফযীলত এবং উযূর প্রভাবে যাদের উযূর অঙ্গ—প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে

١٣٨ حَدَّثَنَا يَحْـيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْـرِ الْمَسْـجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ۔

১৩৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)........নু'আয়ম মুজমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে মসজিদের ছাদে উঠলাম। তারপর তিনি উযূ করে বললেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, উযূর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।'

৯৯. بَابُ لاَيَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتّٰى يَسْتَيْقِنَ -

৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ সন্দেহের কারণে উযূ করতে হয় না যতক্ষণ না (উযূ ভঙ্গের) নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে

١٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّـهُ شَكَا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِىْ يُخَيَّلُ اِلَيْـهِ اَنَّـهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ لاَيَنْفَتِلْ اَوْلاَيَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْيَجِدَ رِيْحًا ۔

১৩৯ 'আলী (র)........'আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র)-এর চাচা থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।

١٠٠. بَابُ التَّخْفِيْفِ فِى الْوُضُوْءِ

১০০. পরিচ্ছেদ ঃ হালকাভাবে উযূ করা

١٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَنِىْ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ صَلّٰى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ح ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِى بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءًا خَفِيْفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّىْ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلّٰى مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِىْ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْىٌ ، ثُمَّ قَرَأَ اِنِّىْ أَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ .

১৪০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..........ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ ঘুমিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন। সুফিয়ান (র) আবার কখনো বলেছেন, তিনি শুয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নিঃশ্বাসের আওয়ায হতে লাগল। এরপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। অন্য সূত্রে সুফিয়ান (র) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি এক রাতে আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত কাটালাম। রাতে নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠলেন এবং রাতের কিছু অংশ চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ঝুলন্ত মশক থেকে হাল্কা উযূ করলেন। রাবী 'আমর (র) বলেন যে, হাল্কাভাবে ধুলেন, পানি কম ব্যবহার করলেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, তখন তিনি যেভাবে উযূ করেছেন আমিও সেভাবে উযূ করলাম এবং এসে তাঁর বাঁয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুফিয়ান (র) কখনো কখনো يسار (বাম) শব্দের স্থলে شمال বলতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। এরপর আল্লাহ্র যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ তিনি সালাত আদায় করলেন। এরপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতে থাকল। এরপর মুয়াযযিন এসে তাঁকে সালাতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তার সঙ্গে সালাতের জন্য রওয়ানা হলেন এবং সালাত আদায় করলেন, কিন্তু উযূ করলেন না। আমরা 'আমর (র)-কে বললাম ঃ লোকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না। তখন 'আমর (র) বললেন, 'আমি উবায়দ ইব্ন 'উমায়র (র)-কে বলতে শুনেছি, নবীগণের স্বপ্ন ওহী। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন - اِنِّىْ أَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ 'আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি।' (৩৭ ঃ ১০২)।

١٠١. بَابُ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ الْاِنْقَاءُ -

১০১. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ণরূপে উযূ করা

ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, 'ভালভাবে পরিষ্কার করাই হল পূর্ণরূপে উযূ করা।'

١٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلّٰى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

১৪১ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)......উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আরাফার ময়দান থেকে রওয়ানা হলেন। গিরিপথে গিয়ে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে পেশাব করলেন। এরপর উযূ করলেন কিন্তু উত্তমরূপে উযূ করলেন না। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত আদায় করবেন কি?' তিনি বললেন ঃ 'সালাতের স্থান তোমার সামনে।' তারপর তিনি আবার সওয়ার হলেন। এরপর মুযদালিফায় এসে সওয়ারী থেকে নেমে উযূ করলেন। এবার পূর্ণরূপে উযূ করলেন। তখন সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হল। তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর সকলে তাদের অবতরণস্থলে নিজ নিজ উট বসিয়ে দিল। পুনরায় ঈশার ইকামত দেওয়া হল। তারপর তিনি ঈশার সালাত আদায় করলেন এবং উভয় সালাতের মধ্যে অন্য কোন সালাত আদায় করলেন না।

١٠٢. بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

১০২. পরিচ্ছেদ ঃ এক আঁজলা পানি দিয়ে দু' হাতে মুখমণ্ডল ধোয়া

١٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُوْرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ يَعْنِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ اَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هٰكَذَا اَضَافَهَا اِلٰى يَدِهِ الْاُخْرٰى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرٰى ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُمْنٰى حَتّٰى غَسَلَهَا ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً اُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرٰى ، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ .

১৪২ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহীম (র)........ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উযূ করলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ধুলেন। এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে এরূপ করলেন অর্থাৎ আরেক হাতের সাথে মিলিয়ে মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে ডান হাত ধুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে তাঁর বাঁ হাত ধুলেন। এরপর তিনি মাথা মসেহ করলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে ডান পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে বাম পা ধুলেন। তারপর বললেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবে উযূ করতে দেখেছি।'

١٠٣. بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ –

১০৩. পরিচ্ছেদ ঃ সর্বাবস্থায়, এমনকি সহবাসের সময়েও বিস্‌মিল্লাহ্ বলা

١٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ أَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ ·

১৪৩ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র).......ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে, بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহ্ ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ)— তারপর (এ মিলনের দ্বারা) তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

١٠٤. بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْخَلاَءِ –

১০৪. পরিচ্ছেদ ঃ শৌচাগারে কী বলতে হয় ?

١٤٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ اِذَا اَتَى الْخَلاَءَ وَقَالَ مُوْسٰى عَنْ حَمَّادٍ اِذَا دَخَلَ ، وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ اِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ ·

১৪৪ আদম (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রকৃতির ডাকে শৌচাগারে যেতেন তখন বলতেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ("হে আল্লাহ্! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার শরণ নিচ্ছি।)" ইব্ন 'আর'আরা (র) শু'বা (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। গুনদার (র)

শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন, إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ (যখন শৌচাগারে যেতেন)। মূসা (র) হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, إِذَا دَخَلَ (যখন প্রবেশ করতেন)। সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (র) 'আবদুল 'আযীয (র) থেকে বর্ণনা করেন, 'যখন প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন।'

١٠٥. بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ -

১০৫. পরিচ্ছেদ ঃ শৌচাগারের কাছে পানি রাখা

١٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوْءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ .

১৪৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র).........ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য উযূর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'এটা কে রেখেছে ?' তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাকে দীনের জ্ঞান দান করুন।'

١٠٦. بَابٌ لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ -

১০৬. পরিচ্ছেদ ঃ মল—মূত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হবে না, তবে ঘরের মধ্যে দেয়াল অথবা তেমন কোন আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা।

١٤٦ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا .

১৪৬ আদম (র).........আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এই নির্দেশ মদীনার বাসিন্দাদের জন্য)।

١٠٧. بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ -

১০৭. পরিচ্ছেদ ঃ দুই ইটের ওপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করা

١٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ

الْقِبْلَةَ وَلاَبَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِيْ وَاللّٰهِ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِيْ الَّذِيْ يُصَلِّيْ وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الْاَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لاَ صِقٌ بِالْاَرْضِ ·

১৪৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'লোকে বলে মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না।' 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, 'আমি এক দিন আমাদের ঘরের ছাদের ওপর উঠলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দু'টি ইঁটের ওপর তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন। তিনি [ওয়াসি (র)-কে] বললেন, তুমি বোধ হয় তাদের মধ্যে শামিল, যারা নিতম্বের ওপর ভর করে সালাত আদায় করে। আমি বললাম, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না।' মালিক (র) বলেন, (নিতম্বের উপর ভর করার অর্থ হলো) যারা সালাত আদায় করে এবং মাটি থেকে নিতম্ব না তুলে সিজদা করে।

١٠٨. بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ اِلَى الْبَرَازِ –

১০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের বাইরে যাওয়া

١٤٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ اِذَا تَبَرَّزْنَ اِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيْدٌ اَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُحْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِيْ عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ اَلاَ قَدْ عَرَفْنٰكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى اَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ ·

১৪৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)....... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর পত্নীগণ রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে খোলা ময়দানে যেতেন। আর 'উমর (রা) নবী ﷺ -কে বলতেন, 'আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দায় রাখুন।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করেন নি। এক রাতে ঈশার সময় নবী ﷺ -এর পত্নী সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়া। 'উমর (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, 'হে সাওদা ! আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি।' পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগ্রহে তিনি এ কথা বলেছিলেন । তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন।

١٤٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ فِيْ حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ ·

১৪৯ 'যাকারিয়্যা (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ 'তোমাদের প্রয়োজনের জন্য বের হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে।' হিশাম (র) বলেন, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

١٠٩. بَابُ التَّبَرُّزِ فِى الْبُيُوْتِ –

১০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করা

١٥٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْــمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْـدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِىْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ ٠

১৫০ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র.)......'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে হাফসা (রা)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শাম-এর দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন।'

١٥١ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ اَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ٠

১৫১ ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'একদিন আমি আমাদের ঘরের ওপর উঠলাম। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি ইটের উপর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসেছেন।

١١٠. بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ –

১১০. পরিচ্ছেদ ঃ পানি দ্বারা ইস্‌তিনজা করা

١٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِىْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِىْءُ اَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَعْنِىْ يَسْتَنْجِىْ بِهِ ٠

১৫২ আবুল ওলীদ হিশাম ইব্‌ন 'আবদুল মালিক (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি ও আরেকটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে আসতাম। অর্থাৎ তিনি তা দিয়ে ইসতিন্‌জা করতেন।

١١١. بَابُ مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُوْرِهِ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُوْرِ وَالْوِسَادِ

১১১. পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা হাসিলের জন্য কারো সাথে পানি নিয়ে যাওয়া

আবুদ-দারদা (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কি জুতা, পানি ও বালিশ বহনকারী ব্যক্তি [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা)] নেই?

١٥٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ اَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ·

১৫৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি এবং আমাদের আর একটি ছেলে তাঁর পিছনে পানির পাত্র নিয়ে যেতাম।

١١٢. بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ

১১২. পরিচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিন্‌জার জন্য পানির সাথে (লৌহ ফলকযুক্ত) লাঠি নিয়ে যাওয়া

١٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ اِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ ·

১৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শৌচাগারে যেতেন তখন আমি এবং একটি ছেলে পানির পাত্র এবং 'আনাযা নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা ইসতিন্‌জা করতেন।

নাযর (র) ও শাযান (র) শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাদীসে বর্ণিত 'আনাযা' (عَنَزَةٌ) শব্দের অর্থ এমন লাঠি যার মাথায় লোহা লাগানো থাকে।

١١٣. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

১১৩. পরিচ্ছেদ ঃ ডান হাতে ইসতিন্‌জা করার নিষেধাজ্ঞা

١٥٥ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْاِنَاءِ، وَاِذَا اَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ ·

১৫৫ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র)........আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন শৌচাগারে যায় তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে যেন ইসতিন্‌জা না করে।

١١٤. بَابٌ لاَ يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ اِذَا بَالَ -

১১৪. পরিচ্ছেদঃ প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরবে না

١٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِيْ بِيَمِيْنِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْاِنَاءِ .

১৫৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে ইসতিন্‌জা না করে এবং পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

١١٥. بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ -

১১৫. পরিচ্ছেদঃ পাথর দিয়ে ইসতিন্‌জা করা

١٥٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لاَيَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِيْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا اَوْ نَحْوَهُ وَلاَ تَأْتِنِيْ بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ فَاَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِيْ فَوَضَعْتُهَا اِلٰى جَنْبِهِ وَ اَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضٰى اَتْبَعَهُ بِهِنَّ .

১৫৭ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মক্কী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। আর তিনি এদিক-ওদিক তাকাতেন না। যখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি আমাকে বললেনঃ 'আমাকে কিছু পাথর কুড়িয়ে দাও, আমি তা দিয়ে ইসতিন্‌জা করব।' (বর্ণনাকারী বলেন), বা এ ধরনের কোন কথা বললেন, আর আমার জন্য হাড় বা গোবর আনবে না।' তখন আমি আমার কাপড়ের কোচায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর পাশে রাখলাম এবং আমি তাঁর থেকে সরে গেলাম। তিনি প্রয়োজন শেষে সেগুলো ব্যবহার করলেন।

١١٦. بَابٌ لاَ يُسْتَنْجٰى بِرَوْثٍ -

১১৬. পরিচ্ছেদঃ গোবর দিয়ে ইসতিন্‌জা না করা

١٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ لَيْسَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ ، وَلٰكِنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْـهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْغَائِطَ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِيَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْـجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ اَجِدْهُ فَاَخَذْتُ رَوْثَةً فَاَتَيْـتُهُ بِهَا فَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ هٰذَا رِكْسٌ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ٠

১৫৮ আবূ নু'আয়ম (র)........'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার শৌচ কাজে যাবার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে আদেশ দিলেন। তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টির জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু পেলাম না। তাই একখণ্ড শুকনো গোবর নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র।

ইবরাহীম ইব্ন ইউসুফ (র), তার পিতা, আবূ ইসহাক (র), 'আবদুর রহমান (র)-এর সূত্রে হাদীসখানা বর্ণনা করেন।

١١٧. بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً -

১১৭. পরিচ্ছেদ ঃ উযূতে একবার করে ধোয়া

١٥٩ حَدَّثَنَـا مُحَمَّـدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً ٠

১৫৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).......ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'নবী ﷺ এক উযূতে একবার করে ধুয়েছেন।

١١٨. بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ -

১১৮. পরিচ্ছেদ ঃ উযূতে দু'বার করে ধোয়া

١٦٠ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْـحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ٠

১৬০ হুসায়ন ইব্ন 'ঈসা (র)........'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'নবী ﷺ উযূতে দু'বার করে ধুয়েছেন।'

١١٩. بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا -

১১৯. পরিচ্ছেদ ঃ উযূতে তিনবার করে ধোয়া

١٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْـمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ

يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِاِنَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *وَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلٰكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا لَوْلاَ اٰيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ وَيُصَلِّى الصَّلاَةَ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْاٰيَةُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ .

১৬১ ‘আবদুল ‘আযীয ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ আল-উওয়ায়সী (র)......হুমরান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধুয়ে এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। এরপর মাথা মসেহ করলেন। তারপর উভয় পা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম উযূ করবে, তারপর দু'রাক‘আত সালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পেছনের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।

ইবরাহীম (র)........ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উরওয়া হুমরান থেকে বর্ণনা করেন, ‘উসমান (রা) উযূ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করব। যদি একটি আয়াতে কারীমা না হত, তবে আমি তোমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তি সুন্দর করে উযূ করবে এবং সালাত আদায় করবে, পরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত তার মধ্যবর্তী যত গুনাহ্ আছে সব মা'ফ করে দেওয়া হবে। ‘উরওয়া (র) বলেন, সে আয়াতটি হল ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ

আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি তা যারা গোপন করে ......(২ ঃ ১৫৯)।

١٢٠. بَابُ الْاِسْتِنْثَارِ فِى الْوُضُوْءِ-

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২০. পরিচ্ছেদ ঃ উযূর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা

‘উসমান (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) ও ইব্ন ‘আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

١٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ اَنَّهُ سَمِعَ

اَبَاهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ ·

১৬২ ‘আবদান (র)......আবূ ইদরিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইসতিন্‌জা করে-সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে।

١٢١. بَابُ الْاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

১২১. পরিচ্ছেদ ঃ (ইস্‌তিনজার জন্য) বেজোড় সংখ্যক ঢিলা—কুলুখ ব্যবহার করা

١٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْهُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهَا فِىْ وَضُوْئِهِ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَيَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ·

১৬৩ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উযূ করে তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয়, এরপর যেন ঝেড়ে নেয়। আর যে ইসতিন্‌জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন উযূর পানিতে হাত ঢুকানোর আগে তা ধুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে।

١٢٢. بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ –

১২২. পরিচ্ছেদ ঃ দু’পা ধোয়া এবং মসেহ না করা

١٦٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِىُّ ﷺ عَنَّا فِى سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَاَدْرَكَنَا وَقَدْ اَرْهَقَنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ·

১৬৪ মূসা (র)..........‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক সফরে আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, এরপর তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে গেলেন। তখন আমরা আসরের সালাত শুরু করতে দেরী করে ফেলেছিলাম। তাই আমরা উযূ করছিলাম এবং (তাড়াতাড়ির কারণে) আমাদের পা মসেহ করার মতো হালকাভাবে ধুয়ে নিচ্ছিলাম। তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন ঃ ‘পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে।’ দু’বার অথবা তিনবার তিনি একথা বললেন।

١٢٣. بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِى الْوُضُوْءِ –

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১২৩. পরিচ্ছেদ ঃ উযূতে কুলি করা

ইব্ন 'আব্বাস (রা) ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

١٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْ اِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْوَضُوْءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬৫ আবুল ইয়ামান (র)......'উসমান ইব্নে 'আফ্ফান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'উসমান (রা)-কে উযূর পানি আনাতে দেখলেন। তারপর তিনি সে পাত্র থেকে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধুয়ে ফেললেন। এরপর তাঁর ডান হাত পানিতে ঢুকালেন। এরপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেললেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন, এরপর মাথা মসেহ করলেন। এরপর প্রত্যেক পা তিনবার ধোয়ার পর বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করতে দেখেছি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে কোন বাজে খেয়াল মনে আনবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।'

١٢٤. بَابُ غَسْلِ الْاَعْقَابِ –

وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ اِذَا تَوَضَّأَ –

১২৪. পরিচ্ছেদ ঃ পায়ের গোড়ালী ধোয়া

ইব্নে সীরীন (র) উযূ করার সময় তাঁর আংটির জায়গা ধুতেন।

١٦٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ أَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُوْنَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ فَاِنَّ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

১৬৬ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)..........মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা সে সময় পাত্র থেকে উযূ করছিল। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তমরূপে উযূ কর। কারণ আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

١٢٥. بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِى النَّعْلَيْنِ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ –

১২৫. পরিচ্ছেদ ঃ চপ্পল পরা অবস্থায় উভয় পা ধোয়া কিন্তু চপ্পলের ওপর মসেহ না করা

١٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ أَحَدًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِىَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ اَنْتَ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَّا الْاَرْكَانُ فَاِنِّىْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمَسُّ اِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ ، وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا ، وَاَمَّا الصُّفْرَةَ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبَغُ بِهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَصْبَغَ بِهَا ، وَاَمَّا الْاِهْلاَلُ فَاِنِّىْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتّٰى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

১৬৭ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........'উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে বললেন, 'হে আবূ 'আবদুর রহমান ! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোন সঙ্গীকে করতে দেখি না।' তিনি বললেন, 'ইব্‌ন জুরায়জ, সেগুলো কি?' তিনি বললেন, আমি দেখি, (১) আপনি তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামানী দু'টি ব্যতীত অন্য রুকন স্পর্শ করেন না। (২) আপনি 'সিবতী' (পশমবিহীন) চপ্পল পরিধান করেন; (৩) আপনি (কাপড়ে) হলুদ রং ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনি যখন মক্কায় থাকেন লোকে চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধে; কিন্তু আপনি তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) না এলে ইহরাম বাঁধেন না। 'আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন ঃ রুকনের কথা যা বলেছ, তা এজন্য করি যে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইয়ামানী রুকনদ্বয় ছাড়া আর কোনটি স্পর্শ করতে দেখিনি। আর 'সিবতী' চপ্পল, আমি রসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পশমবিহীন চপ্পল পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় উযূ করতে দেখেছি, তাই আমি তা পরতে ভালবাসি। আর হলুদ রং, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা দিয়ে কাপড় রঙিন করতে দেখেছি, তাই আমিও তা দিয়ে রঙিন করতে ভালবাসি। আর ইহরাম,-- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নিয়ে তাঁর সওয়ারী রওনা না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি।

١٢٦. بَابُ التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ -

১২৬. পরিচ্ছেদ ঃ উযূ এবং গোসলে ডান দিক থেকে শুরু করা

١٦٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَهُنَّ فِىْ غُسْلِ ابْنَتِهِ اَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا .

১৬৮ মুসাদ্দাদ (র).......উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর কন্যা [যায়নাব (রা)]-কে গোসল করানোর সময় তাঁদের বলেছিলেন ঃ তোমরা তার ডানদিক এবং উযূর স্থান থেকে শুরু কর।

١٦٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِىْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ فِىْ شَأْنِهِ كُلِّهِ .

১৬৯ হাফস ইব্ন ‘উমর (র)........‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।

١٢٧. بَابُ اِلْتِمَاسِ الْوُضُوْءِ اِذَا حَانَتِ الصَّلاَةُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوْجَدْ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ -

১২৭. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের সময় নিকটবর্তী হলে উযূর পানি তালাশ করা

‘আয়িশা (রা) বলেন ঃ একবার ফজরের সময় হল, তখন পানি তালাশ করা হল; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তায়াম্মুম (এর আয়াত) নাযিল হল।

١٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ الْاِنَاءِ يَدَهُ وَاَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَّتَوَضَّؤُا مِنْهُ قَالَ فَرَاَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ .

১৭০ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম, তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। আর লোকজন উযূর পানি তালাশ করতে লাগল কিন্তু পেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু পানি আনা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে উযূ করতে বললেন। আনাস (রা) বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি উথলে উঠছে। এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তা দিয়ে উযূ করল।

١٢٨. بَابُ الْمَاءِ الَّذِيْ يُغْسَلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ -

وَكَانَ عَطَاءٌ لاَيَرَى بِهِ بَأْسًا اَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوْطُ وَالْحِبَالُ -

وَسُؤْرِ الْكِلاَبِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ -

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ اِذَا وَلَغَ فِيْ اِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوْءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هٰذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا وَهٰذَا مَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْئٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ -

১২৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে পানি দিয়ে মানুষের চুল ধোয়া হয়

'আতা (র) চুল দিয়ে সুতা এবং রশি প্রস্তুত করায় কোন দোষ মনে করতেন না—

কুকুরের ঝুটা এবং মসজিদের ভিতর দিয়ে কুকুরের যাতায়াত।

যুহরী (র) বলেন, কুকুর যখন কোন পানির পাত্রে মুখ দেয় এবং সে পানি ছাড়া উযূ করার মত অন্য কোন পানি না থাকে, তবে তা দিয়েই উযূ করবে। সুফিয়ান (র) বলেন, হুবহু এ মাসআলাটি বিধৃত হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতে ঃ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا "তারপর তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর।" আর এ তো পানিই। কিন্তু অন্তরে যেহেতু কিছু সন্দেহ রয়েছে তাই তা দিয়ে উযূ করবে, পরে তায়াম্মুমও করবে।

١٧١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيْدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ اَنَسٍ اَوْ مِنْ قِبَلِ اَهْلِ اَنَسٍ فَقَالَ لَاَنْ تَكُوْنَ عِنْدِيْ شَعْرَةٌ مِنْهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ‧

১৭১ মালিক ইব্ন ইসমা'ঈল (র)......ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবীদা (র)-কে বললাম, আমাদের কাছে নবী ﷺ-এর কেশ রয়েছে যা আমরা আনাস (রা)-এর কাছ থেকে কিংবা আনাস (রা)-এর পরিবারের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি বললেন, তাঁর একটি কেশ আমার কাছে থাকাটা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা পাওয়ার চাইতে বেশী পসন্দনীয়।

١٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَوَّلَ مَنْ اَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ ‧

১৭২ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহীম (র).........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাথা মুড়িয়ে ফেললে আবূ তালহা (রা)-ই প্রথমে তাঁর কেশ সংগ্রহ করেন।

١٢٩. بَابُ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ-

১২৯. পরিচ্ছেদ ঃ কুকুর যদি পাত্র থেকে পানি পান করে

١٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

১৭৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে তবে তা সাতবার ধুইবে।

١٧٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَاَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتّٰى اَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ .

وَقَالَ أَحْمَدُ ابْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ .

১৭৪ ইসহাক (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ (পূর্ব যুগে) এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে পিপাসার তাড়নায় ভিজা মাটি চাটতে দেখতে পেল। তখন সে ব্যক্তি তার মোজা নিল এবং কুকুরটির জন্য কুয়া থেকে পানি এনে দিতে লাগল। এভাবে সে ওর তৃষ্ণা মিটাল। আল্লাহ্ এর বিনিময় দিলেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করলেন ।

আহমদ ইব্ন শাবীব (র)......'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় কুকুর মসজিদের ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়া করত অথচ এজন্য তাঁরা কোথাও পানি ছিটিয়ে দিতেন না।

١٧٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَاِذَا اَكَلَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلٰى نَفْسِهِ قُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِىْ فَاَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا اٰخَرَ قَالَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى كَلْبٍ اٰخَرَ .

১৭৫ হাফস ইব্ন 'উমর (রা).......'আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর সম্পর্কে) নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন ঃ তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকার ধরতে ছেড়ে দাও, তখন সে হত্যা করলে তা তুমি খেতে পার। আর সে তার কিছু অংশ খেয়ে ফেললে তুমি তা খাবে না। কারণ সে তা নিজের জন্যই ধরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কখনো কখনো আমি আমার কুকুর (শিকারে) পাঠিয়ে দেই, এরপর তার সাথে অন্য এক কুকুরও দেখতে পাই (এমতাবস্থায় শিকারকৃত প্রাণীর কি হুকুম) ? তিনি বললেন ঃ তাহলে খেও না। কারণ তুমি বিসমিল্লাহ্ বলেছ কেবল তোমার কুকুরের বেলায়, অন্য কুকুরের বেলায় বিসমিল্লাহ্ বলনি।

١٣٠. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوْءَ اِلاَّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّوْدُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيْدُ الْوُضُوْءَ – وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا ضَحِكَ فِى الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوْءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ اِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْخَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ حَدَثٍ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِىَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضٰى فِىْ صَلاَتِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُوْنَ يُصَلُّوْنَ فِىْ جِرَاحَاتِهِمْ ، وَقَالَ طَاؤُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِى الدَّمِ وُضُوْءٌ ، وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَبَزَقَ ابْنُ أَبِىْ أَوْفٰى دَمًا فَمَضٰى فِىْ صَلاَتِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيْمَنْ احْتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ اِلاَّ غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .

১৩০. পরিচ্ছেদ ঃ সম্মুখ এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য কারণে যিনি উযূর প্রয়োজন মনে করেন না—আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর কারণে ঃ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ। "অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে (৪ ঃ ৪৩)।'আতা (র) বলেন, যার পেছনের রাস্তা দিয়ে পোকা বের হয় অথবা যার পুরুষাঙ্গ দিয়ে উকুনের ন্যায় কিছু বের হয়, তার পুনরায় উযূ করতে হবে।

জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, কেউ সালাতের মধ্যে হেসে ফেললে কেবল সালাতই দোহরাবে, পুনরায় উযূ করবে না। হাসান (র) বলেন, কেউ যদি চুল অথবা নখ কাটে অথবা তার মোজা খুলে ফেলে তবে তার পুনরায় উযূ করতে হবে না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, 'হাদাস' ছাড়া আর কিছুতে উযূর প্রয়োজন নেই। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ 'যাতুর রিকা'—এর যুদ্ধে ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হলেন এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, কিন্তু তিনি (সে অবস্থায়ই) রুকূ করলেন, সিজদা করলেন এবং সালাত আদায় করতে থাকলেন। হাসান (র) বলেন, মুসলিমগণ সব সময়ই তাদের যখম অবস্থায় সালাত আদায় করতেন এবং তাঊস (র), মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী (র), 'আতা (র) ও হিজাযবাসীগণ বলেন, রক্তক্ষরণে উযূ করতে হয় না। ইব্ন' উমর (রা) একবার একটি ছোট ফোঁড়া টিপ দিলেন, তা থেকে রক্ত বের হল, কিন্তু তিনি উযূ করলেন না। ইব্ন আবূ আওফা (রা) রক্ত মিশ্রিত থুথু ফেললেন কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে থাকলেন। ইব্ন 'উমর (রা) ও হাসান (র) বলেন, কেউ শিঙ্গা লাগালে কেবল তার শিঙ্গা লাগানো স্থানই ধোয়া প্রয়োজন।

১৭৬ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ أَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ ، فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ .

১৭৬ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বান্দা যে সময়টা মসজিদে থেকে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, তার সে পুরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয় যতক্ষণ না সে হাদাস করে । এক অনারব ব্যক্তি বলল, 'হাদাস কি, আবূ হুরায়রা'? তিনি বললেন, 'শব্দ করে বায়ু বের হওয়া।'

১৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَنْصَرِفُ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا .

১৭৭ আবুল ওয়ালীদ (র)........'আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র), তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ (কোন মুসল্লী) সালাত থেকে ফিরবে না যতক্ষণ না সে শব্দ শুনে বা গন্ধ পায়।

১৭৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌعَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ اَبِيْ يَعْلَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ .

১৭৮ কুতায়বা (র)........মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আলী (রা) বলেছেন, আমার বেশী বেশী মযী বের হতো। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই আমি মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ এতে শুধু উযূ করতে হয়। হাদীসটি শু'বা (র) আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৭৯ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ اِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَايَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَاَمَرُوْهُ بِذٰلِكَ .

১৭৯ সা'দ ইব্‌ন হাফস (র)........যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইব্‌ন 'আফফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু মনী (বীর্য) বের না হয় (তবে তার হুকুম কি)?' 'উসমান (রা) বললেনঃ 'সে উযূ করে নেবে যেমন উযূ করে থাকে সালাতের জন্য এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। উসমান (রা) বলেন, আমি একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি। (যায়দ বলেন) তারপর আমি

এ সম্পর্কে 'আলী (রা), যুবায়র (রা), তালহা (রা) ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা আমাকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।।

١٨٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَ اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْجِلْتَ اَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوْءُ ٠

১৮০ ইসহাক ইব্‌ন মনসূর (র)........আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক আনসারীর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি চলে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল। নবী ﷺ বললেন ঃ 'সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াতাড়ি করতে বাধ্য করেছি।' তিনি বললেন, 'জী।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যখন ত্বরার কারণে মনী বের না হয় (অথবা বললেন), মনীর অভাবজনিত কারণে তা বের না হয় তবে তোমার উপর কেবল উযূ করা জরুরী। ওয়াহ্‌ব (র) শু'বা (র) সূত্রে এ রকমই বর্ণনা করেন। তিনি [শুবা (র)] বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেছেন ঃ গুনদর (র) ও ইয়াহ্‌ইয়া (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে বর্ণনায় উযূর কথা উল্লেখ করেন নি।

١٣١. بَابُ الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ -

১৩১. পরিচ্ছেদ ঃ শ্রদ্ধেয় জনকে কোন ব্যক্তির উযূ করিয়ে দেওয়া

١٨١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ اِلَى الشِّعْبِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ أُسَامَةُ فَجَعَلْتُ اَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّىْ فَقَالَ الْمُصَلّٰى اَمَامَكَ ٠

১৮১ ইব্‌ন সালাম (র)......উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আরাফাত থেকে ফিরছিলেন, তখন তিনি একটি গিরিপথের দিকে গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিলেন। উসামা (রা) বলেন, পরে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম আর তিনি উযূ করছিলেন। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি সালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন ঃ 'সালাতের স্থান তোমার সামনে ।'

١٨٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَاَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَاَنَّ مُغِيْرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ٠

১৮২ 'আমর ইব্‌ন 'আলী (র)......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। এক সময় তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন। (প্রয়োজন সেরে আসার পর) মুগীরা তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং তিনি উযূ করছিলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল এবং দু'হাত ধু'লেন এবং তাঁর মাথা মসেহ করলেন ও উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

١٣٢. بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ -

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ اِزَارٌ فَسَلِّمْ وَاِلاَّ فَلاَ تُسَلِّمْ -

১৩২. পরিচ্ছেদ ঃ বিনা উযূতে কুরআন প্রভৃতি পাঠ করা

মনসূর (র)......ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন ঃ হাম্মামখানায় (কুরআন) পাঠ করা এবং বিনা উযূতে পত্র লেখায় কোন দোষ নেই। হাম্মাদ (র) ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন, হাম্মামখানার লোকদের পরনে ইযার (লুঙ্গি বা পায়জামা) থাকলে সালাম দিও নতুবা সালাম দিও না।

١٨٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَاصَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِيْ وَاَخَذَ بِاُذُنِي الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ·

১৮৩ ইসমা'ঈল (র).........'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত কাটান। তিনি ছিলেন ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর খালা। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেনঃ এরপর আমি বিছানার চওড়া দিকে শয়ন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শয়ন করলেন; এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে রাত যখন অর্ধেক হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে কিংবা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে উঠলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের আবেশ

মুছতে লাগলেন। তারপর সূরা আল-'ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত মশক থেকে উযূ করলেন। তিনি সুন্দরভাবে উযূ করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উঠে তিনি যেরূপ করেছেন তদ্রূপ করলাম। তারপর গিয়ে তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিলেন (এবং তাঁর), ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর বিতর আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর কাছে মুয়ায্যিন এলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে হাল্কাভাবে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

١٣٣. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ اِلاَّ مِنَ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ-

১৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ণ বেহুশী ছাড়া উযূ না করা

١٨٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهَا اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّوْنَ وَاِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّيْ فَقُلْتُ مَالِلنَّاسِ فَاَشَارَت بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ فَاَشَارَت اَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلاَّنِيْ الْغَشْيُ وَجَعَلْتُ اَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِيْ مَاءً فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْئٍ كُنْتُ لَمْ اَرَهُ اِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ يُؤْتٰى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ ، فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا ، وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

১৮৪ ইসমা'ঈল (র)...........আসমা বিনত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একবার নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম। তখন সূর্য গ্রহণ লেগেছিল। দেখলাম সব মানুষ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে এবং 'আয়িশা (রা)-ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে? তিনি তাঁর হাত দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ 'সুবহান আল্লাহ্'! আমি বললাম, এটা কি কোন আলামত? তিনি ইশারা করে বললেন ঃ 'হাঁ'। এরপর আমিও সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি আমাকে সংজ্ঞাহীনতায় আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং আমি আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (মুসল্লীদের দিকে) ফিরে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ

"যেসব জিনিস আমি ইতিপূর্বে দেখিনি সেসব আমার এই স্থানে আমি দেখতে পেয়েছি, এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও। আর আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি।" বর্ণনাকারী বলেন ঃ আসমা (রা) কোন্‌টি বলেছিলেন, আমি জানি না। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে (ফিরিশতা) উপস্থিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি জ্ঞান আছে?" –তারপর 'মু'মিন,' বা 'মু'কিন' ব্যক্তি বলবে– আসমা 'মুমিন' বলেছিলেন না 'মুকিন' তা আমি জানি না– ইনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আমাদের কাছে মু'জিযা ও হিদায়ত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। তারপর তাকে বলা হবে, নিশ্চিন্তে ঘুমাও। আমরা জানলাম যে, তুমি মু'মিন ছিলে। আর 'মুনাফিক' বা 'মুরতাব' বলবে,– আমি জানি না। আসমা এর কোন্‌টি বলেছিলেন তা আমি জানি না– লোকজনকে এঁর সম্পর্কে কিছু একটা বলতে শুনেছি আর আমিও তা-ই বলেছি।

١٣٤. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ -

لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلٰى رَأْسِهَا، وَسُئِلَ مَالِكٌ اَيُجْزِئُ اَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ فَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ .

১৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ণ মাথা মসেহ করা

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ (আর তোমাদের মাথা মসেহ কর) (৫ঃ ৬)। ইবনুল মুসায়্যিব বলেন ঃ স্ত্রীলোকও (এ ক্ষেত্রে) পুরুষের সমপর্যায়ে। সে তার মাথা মসেহ করবে। ইমাম মালিক (র)–কে জিজ্ঞাসা করা হল, মাথার কিছু অংশ মসেহ করা কি যথেষ্ট হবে? তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা)–এর হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করলেন।

١٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى اَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتّٰى ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৮৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ইয়াহ্‌ইয়া আল-মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে (তিনি আমর ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়ার দাদা) জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করতেন? 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) বললেন ঃ 'হাঁ। তারপর তিনি

পানি আনালেন। হাতের উপর সে পানি ঢেলে দু'বার তাঁর হাত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন। এরপর চেহারা তিনবার ধুইলেন। তারপর দু' হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর দু' হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে এবং পেছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে নিয়েছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু'পা ধুইলেন।

١٣٥. بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ -

১৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া

١٨٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِيْ حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوْءَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ غُرُفَاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

১৮৬ মূসা (র)........'আমর ইব্‌ন আবূ হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি এক পাত্র পানি আনালেন এবং তাঁদের (দেখাবার) জন্য নবী ﷺ -এর মত উযূ করলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধুইলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত ঢুকালেন। তিনবার তাঁর চেহারা মুবারক ধুইলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) দুই হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে একবার মাত্র মাথা মসেহ করলেন। তারপর দু' পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন।

١٣٦. بَابُ اِسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوْءِ النَّاسِ -

وَاَمَرَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَهْلَهُ اَنْ يَتَوَضَّؤُا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ -

১৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের উযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিবারকে মিসওয়াক ধোয়া অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করতে নির্দেশ দেন।

١٨٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُوْنَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهِ فَيَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَقَالَ أَبُوْمُوسٰى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلٰى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا ·

১৮৭ আদম (র)........আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার দুপুরে নবী ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে উযূর পানি এনে দেওয়া হল। তখন তিনি উযূ করলেন। লোকে তার উযূর ব্যবহৃত পানি নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল। এরপর নবী ﷺ যোহরের দু'রাক'আত এবং 'আসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একখানি লাঠি।

আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ একটি পাত্র আনালেন যাতে পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও চেহারা মুবারক ধুইলেন এবং তার মধ্যে কুলি করলেন। তারপর তাদের দু'জন [আবূ মূসা (রা) ও বিলাল (রা)]-কে বললেন ঃ 'তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ঢাল।'

১৮৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِيْ مَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَاِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلٰى وَضُوْئِهِ ·

১৮৮ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)......মাহমূদ ইবনুর-রবী' (রা) থেকে বর্ণিত, বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি সে ব্যক্তি, যার মুখমণ্ডলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কুয়া থেকে পানি নিয়ে কুলির পানি দিয়েছিলেন। তিনি তখন বালক ছিলেন। 'উরওয়া (র) মিসওয়া (র) প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ উভয় বর্ণনা একটি অন্যটির সত্যায়ন করে। নবী ﷺ যখন উযূ করতেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির উপর তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেন।

১৩৭. بَابٌ .....

১৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ ....

১৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَالِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ ·

১৮৯ 'আবদুর রহমান ইব্‌ন ইউনুস (র)......সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) বলেন ঃ আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর খিদমতে হাযির হলেন এবং বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগ্নে অসুস্থ'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর উযূ করলেন। আমি তাঁর উযূর

(অবশিষ্ট) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নুবূওয়াত দেখতে পেলাম। তা ছিল নওশার আসনের ঘুন্টির মত।

١٣٨. بَابُ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ –

১৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

١٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ اَفْرَغَ مِنَ الْاِنَاءِ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ اَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا اَقْبَلَ وَمَا اَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৯০ মুসাদ্দাদ (র)......'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি পাত্র থেকে উভয় হাতে পানি ঢেলে দু'হাত ধৌত করলেন। তারপর এক আঁজলা পানি দিয়ে (মুখ) ধুইলেন বা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তিনবার এরূপ করলেন। তারপর দু' হাত কনুই পর্যন্ত দু'-দু'বার ধুইলেন এবং মাথার সামনের অংশ এবং পেছনের অংশ মসেহ করলেন । আর গিরা পর্যন্ত দু' পা ধুইলেন। এরপর বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযূ এরূপ ছিল।"

١٣٩. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً –

১৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ একবার মাথা মসেহ করা

١٩١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ اَبِىْ حَسَنٍ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِىِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَكَفَأَهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَ اَدْبَرَ بِهِمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৯১ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র).......ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি একবার 'আমর ইব্‌ন আবূ হাসান (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি পানির একটি পাত্র আনালেন এবং উযূ করে তাঁদের দেখালেন। তিনি পাত্রটি কাত করে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার তা ধুয়ে ফেলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন এবং তিন আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার করে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন (এবং পানি নিয়ে) তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন।

তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'-দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর মাথা হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং উভয় পা ধুইলেন।

١٩٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ٠

১৯২ উহায়ব (র) সূত্রে মূসা (র) বর্ণনা করেন যে, মাথা একবার মসেহ করেন।

١٤٠. بَابُ وُضُوْءِ الرَّجُلِ مَعَ اِمْرَأَتِهٖ وَفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيْمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ –

১৪০. পরিচ্ছেদ ঃ নিজ স্ত্রীর সাথে উযূ করা এবং স্ত্রীর উযূর অবশিষ্ট পানি (ব্যবহার করা)

'উমর (রা) গরম পানি দিয়ে এবং খৃস্টান মহিলার ঘরের পানি দিয়ে উযূ করেন।

١٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّـــهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُنَ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا ٠

১৯৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় পুরুষ এবং মহিলা একত্রে উযূ করতেন।

١٤١. بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوْءَهُ عَلَى الْمُغْمٰى عَلَيْهِ –

১৪১. পরিচ্ছেদ ঃ বেহুশ লোকের ওপর নবী ﷺ – এর উযূর পানি ছিটিয়ে দেওয়া

١٩٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَـــةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَاَنَا مَرِيْضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِــــهٖ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنِ الْمِيْرَاثُ اِنَّمَا يَرِثُنِيْ كَلاَلَةٌ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ ٠

১৯৪ আবুল ওলীদ (র)........জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার পীড়িত অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার খোঁজ-খবর নিতে এলেন। আমি তখন এতই অসুস্থ ছিলাম যে আমার জ্ঞান ছিল না। তারপর তিনি উযূ করলেন এবং তাঁর উযূর পানি আমার ওপর ছিঁটিয়ে দিলেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমার) 'মীরাস' কে পাবে? আমার একমাত্র ওয়ারিস হল কালালা (অর্থাৎ পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যেরা)। তখন ফারায়েযের আয়াত নাযিল হল।

١٤٢. بَابُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوْءِ فِى الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ –

১৪২. পরিচ্ছেদ ঃ গামলা, কাঠ ও পাথরের পাত্রে উযূ–গোসল করা

١٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ

مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ اِلَى اَهْلِهِ وَ بَقِىَ قَوْمٌ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ اَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِيْنَ وَ زِيَادَةً ٠

১৯৫ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার সালাতের সময় উপস্থিত হলে যাঁদের বাড়ী নিকটে ছিল তাঁরা (উযূ করার জন্য) বাড়ী চলে গেলেন। আর কিছু লোক রয়ে গেলেন (তাঁদের কোন উযূর ব্যবস্থা ছিল না)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর উভয় হাত মেলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা থেকেই কওমের সকল লোক উযূ করলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'আপনারা কতজন ছিলেন'? তিনি বললেন ঃ 'আশিজন বা আরো বেশী'।

١٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَعَا بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَ وَجْهَهُ فِيْهِ وَ مَجَّ فِيْهِ ٠

১৯৬ মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র).......আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ একটি পানি ভর্তি পাত্র আনালেন। তাতে তাঁর উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং কুলি করলেন।

١٩٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِىْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِهِ وَ اَدْبَرَ وَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ٠

১৯৭ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র).......'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম। তিনি তা দিয়ে উযূ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ও উভয় হাত দু'-দু'বার করে ধুইলেন এবং তাঁর হাত সামনে ও পেছনে এনে মাথা মসেহ করলেন আর উভয় পা ধুইলেন।

١٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ وَاشْتَدَّبِهِ وَجَعُهُ اِسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِىْ اَنْ يُمَرَّضَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِى الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ اٰخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَاَخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ الْاٰخَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِىٌّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ هَرِيْقُوْا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلِّى اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ وَاُجْلِسَ فِىْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتّٰى طَفِقَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ ٠

১৯৮ আবুল ইয়ামান (র)........'আয়িশা (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ-এর রোগ যন্ত্রণা বেড়ে গেলে তিনি আমার ঘরে শুশ্রূষার জন্য তাঁর পত্নীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁরা অনুমতি দিলে নবী ﷺ (আমার ঘরে আসার জন্য) দু'ব্যক্তির ওপর ভর করে বের হলেন। আর তাঁর পা দু'খানি তখন মাটিতে চিহ্ন রেখে যাচ্ছিল। তিনি 'আব্বাস (রা) ও অন্য এক ব্যক্তির মাঝখানে ছিলেন। 'উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে এ কথা অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ সে অন্য ব্যক্তিটি কে তা কি তুমি জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ তিনি হলেন 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)। 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাঁর ঘরে আসার পর রোগ আরো বেড়ে গেলে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা আমার উপর মুখের বাঁধন খোলা হয়নি এমন সাতটি মশকের পানি ঢেলে দাও, তাহলে হয়ত আমি মানুষকে কিছু ওয়াসিয়্যাত করব।' তাঁকে তাঁর সহধর্মিণী হাফসা (রা)-এর একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল। তারপর আমরা তাঁর ওপর সেই সাত মশক পানি ঢালতে শুরু করলাম। এভাবে ঢালার পর এক সময় তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলেন, (এখন থাম) তোমরা তোমাদের কাজ করেছ। এরপর তিনি বের হয়ে জনসমক্ষে গেলেন।

١٤٣. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ التَّوْرِ -

১৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ গামলা থেকে উযূ করা

١٩٩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوْءِ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبِرْنِيْ كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَاَدْبَرَ بِهِ وَاَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ .

১৯৯ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র)........ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন ঃ আমার চাচা উযূর পানি বেশী খরচ করতেন। একদিন তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)-কে বললেন ঃ 'আপনি নবী ﷺ-কে কিভাবে উযূ করতে দেখেছেন'? তিনি এক গামলা পানি আনালেন। সেটি উভয় হাতের ওপর কাত করে (তা থেকে পানি ঢেলে) হাত দু'খানি তিনবার ধুইলেন, তারপর তার হাত গামলায় ঢুকালেন। তারপর এক আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর পানিতে তাঁর হাত ঢুকালেন। উভয় হাতে এক আঁজলা পানি নিয়ে মুখমণ্ডল তিনবার ধুইলেন। তাপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন এবং দু' পা ধুইলেন। তারপর বললেন ঃ 'আমি নবী ﷺ -কে এভাবেই উযূ করতে দেখেছি।'

٢٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَاُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيْهِ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ

اَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّاَ مَا بَيْنَ السَّبْعِيْنَ اِلَى الثَّمَانِيْنَ ·

২০০ মুসাদ্দাদ (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একপাত্র পানি চাইলেন। একটি বড় পাত্র তাঁর কাছে আনা হ্‌ল, তাতে সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে তাঁর আঙ্গুল রাখলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি পানির দিকে তাকাতে লাগলাম। তাঁর আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে পানি উথলে উঠতে লাগল। আনাস (রা) বলেন ঃ যারা উযূ করেছিল, আমি অনুমান করলাম তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ থেকে ৮০ জন।

١٤٤. بَابُ الْوُضُوْءِ بِالْمُدِّ-

১৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ এক মুদ[১] (পানি) দিয়ে উযূ করা

٢٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَغْسِلُ اَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اِلَى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّاُ بِالْمُدِّ ·

২০১ আবূ নু'আয়ম (র)........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক সা' (৪ মুদ) থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং উযূ করতেন এক মুদ দিয়ে।

١٤٥. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ-

১৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ উভয় মোজার ওপর মসেহ করা

٢٠٢ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِىُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرٌو حَدَّثَنِىْ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَاَلَ عُمَرَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ نَعَمْ اِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَلاَ تَسْاَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ ، وَقَالَ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِىْ أَبُو النَّضْرِ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَهُ ·

২০২ আসবাগ ইব্‌নুল ফারাজ (র)......সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর উভয় মোজার ওপর মসেহ করেছেন। 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'উমর (তাঁর পিতা) 'উমর (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ 'হাঁ! সা'দ (রা) নবী ﷺ থেকে কিছু বর্ণনা করলে সে ব্যাপারে আর অন্যকে জিজ্ঞাসা করো না'।

মূসা ইব্‌ন 'উকবা (র)........সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ অতঃপর 'উমর (রা) 'আবদুল্লাহ (রা)-কে অনুরূপ বললেন।

٢٠٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ

---

১. চার মুদ= ১ সা', প্রায় ৮৩০ গ্রাম।

بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِاِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

২০৩ 'আমর ইব্ন খালিদ আল-হাররানী (র)........মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে মুগীরা (রা) পানি সহ একটি পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে এলে মুগীরা (রা) তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। আর তিনি উযূ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

٢٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَاَبَانُ عَنْ يَحْيٰى .

২০৪ আবূ নু'আয়ম (র)........উমায়্যা যামরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছেন। হারব ও আবান (র) ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ .

২০৫ 'আবদান (র)......উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমি নবী ﷺ-কে তাঁর পাগড়ীর ওপর এবং উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছি'। মা'মার (র) আমর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন ঃ "আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি"।

١٤٦. بَابٌ اِذَا اَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ -

১৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ পবিত্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়) প্রবেশ করানো

٢٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَاَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّيْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

২০৬ আবূ নু'আয়ম (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর সংগে এক সফরে ছিলাম। (উযূ করার সময়) আমি তাঁর মোজাদ্বয় খুলতে চাইলে তিনি বললেন ঃ 'ও দুটো থাকুক, আমি পবিত্র অবস্থায় ও দু'টি পরেছিলাম'। (এই বলে) তিনি তার উপর মসেহ করলেন।

١٤٧. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيْقِ –

وَاَكَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّؤُا –

১৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর গোশত এবং ছাতু খেয়ে উযূ না করা

আবূ বকর, 'উমর ও 'উসমান (রা) গোশত খেয়ে উযূ করেন নি।

٢٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ·

২০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করলেন না।

٢٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ اِلَى الصَّلاَةِ فَاَلْقَى السِّكِّيْنَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ·

২০৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).......উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে একটি বকরীর কাঁধের গোশ্ত কেটে খেতে দেখলেন। এ সময় সালাতের জন্য ডাকা হল। তখন তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করলেন না।

١٤٨. بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيْقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ –

১৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ ছাতু খেয়ে উযূ না করে কেবল কুলি করা

٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِىْ حَارِثَةَ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ اَدْنٰى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَأَمَرَبِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ·

২০৯ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)......সুওয়ায়দ ইবনু'ন-নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খায়বর যুদ্ধের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে রওনা হলেন। চলতে চলতে তাঁরা যখন সাহবা-য় পৌঁছলেন, এটি খায়বরের নিকটবর্তী অঞ্চল, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর খাবার আনতে বললেন ঃ কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হলো না। তারপর তিনি নির্দেশ দেওয়ায় তা (পানিতে) মেশানো

হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন এবং আমরাও কুলি করলাম। পরে তিনি সালাত আদায় করলেন; উযূ করলেন না।

٢١٠ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১০ আসবাগ (র)......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে (একটি বকরীর) কাঁধের গোশত খেলেন, তারপর সালাত আদায় করলেন; আর উযূ করলেন না।

١٤٩. بَابُ هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ –

১৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে?

٢١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

২১১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র ও কুতায়বা (র)........ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করলেন। তারপর কুলি করলেন এবং বললেন ঃ ‘এতে তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে (এজন্য কুলি করা ভাল)’। ইউনুস ও সালিহ ইব্‌ন কায়সান (র) যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٠. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ اَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوْءًا –

১৫০. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমের পরে উযূ করা এবং দু’একবার ঝিমালে বা মাথা ঝুঁকে পড়লে উযূ না করা

٢١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِيْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ .

২১২ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সালাত আদায়ের অবস্থায় তোমাদের কারো যদি তন্দ্রা আসে তবে সে যেন ঘুমের রেশ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ, তন্দ্রাবস্থায় সালাত আদায় করলে সে জানতে পারবে না, সে কি ক্ষমা চাইছে, না নিজেকে গালি দিচ্ছে।

২১৩ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتّٰى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ .

২১৩ আবূ মা'মার (র).........আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি সালাতে ঝিমায়, সে যেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়, যতক্ষণ না সে কি পড়ছে, তা বুঝতে পারে।

١٥١. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

১৫১. পরিচ্ছেদ ঃ হাদস ছাড়া উযূ করা

২১৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ يُجْزِئُ اَحَدَنَا الْوُضُوْءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ .

২১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ও মুসাদ্দাদ (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ প্রত্যেক সালাতের সময় উযূ করতেন। আমি বললাম ঃ আপনারা কিরূপ করতেন? তিনি বললেন ঃ হাদস (উযূ ভঙ্গের কারণ) না হওয়া পর্যন্ত আমাদের (পূর্বের) উযূই যথেষ্ট হত।

২১৫ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلّٰى دَعَا بِالْاَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلّٰى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১৫ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)......সুওয়ায়দ ইবনু'ন-নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খায়বার যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। সাহবা নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি খাবার আনতে বললেন। ছাতু ছাড়া আর কিছু আনা হল না। আমরা তা খেলাম এবং পান করলাম। তারপর নবী ﷺ মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন; তিনি (নতুন) উযূ করলেন না।

١٥٢. بَابٌ مِنَ الْكَبَائِرِ اَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ -

১৫২. পরিচ্ছেদ ঃ পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কাবীরা গুনাহ

২১৬ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ

حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِىْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الاٰخَرُ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا اَوْ اِلَى اَنْ تَيْبَسَا ٠

২১৬ ‘উসমান (র)......ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার মদীনা বা মক্কার কোন এক বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু’ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এদের দু’জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোন বড় গুনাহের জন্য এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন ঃ ‘হাঁ, এদের একজন তার পেশাবের নাপাকি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর একজন চোগলখুরী করত। তারপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনালেন এবং তা ভেঙ্গে দু’খণ্ড করে প্রত্যেকের কবরের উপর একখণ্ড রাখলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ কেন করলেন?’ তিনি বললেন ঃ হয়ত তাদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এ দু’টি না শুকায়।

١٥٣. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ غَسْلِ الْبَوْلِ ،

وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ –

১৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ পেশাব ধোয়া সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে

নবী ﷺ জনৈক কবরবাসী সম্পর্কে বলেছেন, সে তার পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। তিনি শুধু মানুষের পেশাব সম্পর্কেই উল্লেখ করেছেন।

٢١٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ ٠

২১৭ ইয়া‘কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দিয়ে ইসতিন্‌জা করতেন।

١٥٤. بَابٌ

১৫৪. পরিচ্ছেদ

٢١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ، اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ

مِنَ الْبَوْلِ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ، ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ .

২১৮ মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)........ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে, কোন কঠিন পাপের জন্য তাদের আযাব হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একখানি পুঁতে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরূপ কেন করলেন'? তিনি বললেন ঃ হয়তো তাদের থেকে (আযাব) কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এ'টি না শুকাবে। ইব্‌নুল মুসান্না (র)-আ'মাশ (র) বলেন ঃ আমি মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ শুনেছি।

١٥٥. بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الْاَعْرَابِيَّ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ -

১৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী ﷺ এবং অন্যান্য লোকের পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া।

٢١٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوْهُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

২১৯ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র).........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন ঃ 'ওকে ছেড়ে দাও'। সে পেশাব শেষ করলে পানি আনিয়ে সেখানে ঢেলে দিলেন।

١٥٦. بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ -

১৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া

٢٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ .

২২০ আবুল ইয়ামান (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। নবী ﷺ তাদের বললেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদের সহজ ও বিনম্র আচরণ করার জন্য পাঠান হয়েছে, কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠান হয়নি।

٢٢١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ح وَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِيْ طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضٰى بَوْلَهُ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوْبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيْقَ عَلَيْهِ .

২২১ 'আবদান (র) ও খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার এক বেদুঈন এসে মসজিদের এক কোণে পেশাব করে দিল। তা দেখে লোকজন তাকে ধমকাতে লাগল। নবী ﷺ তাদের নিষেধ করলেন। তার পেশাব শেষ হলে নবী ﷺ -এর আদেশে এর উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়া হল।

١٥٧. بَابُ بَوْلِ الصِّبْيَانِ -

১৫৭. পরিচ্ছেদ : শিশুদের পেশাব

٢٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ اِيَّاهُ .

২২২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ই উসুফ (র).......উম্মু'ল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুলাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং এর ওপর ঢেলে দিলেন।

٢٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

২২৩ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......উম্মু কায়স বিনত মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক ছোট ছেলেকে, যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি, নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা (ভাল করে) ধুইলেন না।[১]

١٥٨. بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا -

১৫৮. পরিচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা

٢٢٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ

১. শিশুটির পেশাব সামান্য থাকায় রগড়িয়ে ধোননি। (আইনী ৩খ, ১৩১)

فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ۔

২২৪ আদম (র)........হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একবার কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানি চাইলেন। আমি তাঁকে পানি নিয়ে দিলাম। তিনি উযূ করলেন।[১]

١٥٩. بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ -

১৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ সঙ্গীর কাছে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা

٢٢٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِيْ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ ۔

২২৫ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)........হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার স্মরণ আছে যে, একবার আমি ও নবী ﷺ এক সাথে চলছিলাম। তিনি দেয়ালের পেছনে মহল্লার একটি আবর্জনা ফেলার জায়গায় এলেন। তারপর তোমাদের কেউ যেভাবে দাঁড়ায় সে ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি পেশাব করলেন। এ সময় আমি তাঁর কাছে থেকে সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা করলেন। আমি এসে তাঁর পেশাব করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

١٦٠. بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ -

১৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে পেশাব করা

٢٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُوْلُ إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ أَمْسَكَ أَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ۔

২২৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আর'আরা (র)........আবূ ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা (রা) পেশাবের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন এবং বলতেন ঃ বনী ইসরাঈলের কারো কাপড়ে (পেশাব) লাগলে তা কেটে ফেলত। হুযায়ফা (রা) বললেন, আবূ মূসা (রা) যদি এ থেকে বিরত থাকতেন (তবে ভাল হত)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

---

১. সাধারণত বসে পেশাব করাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভ্যাস। এ জন্যই হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদের বলবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন-- তার কথা বিশ্বাস করো না" (তিরমিযী, নাসাঈ)। এই একটি মাত্র স্থানেই তাঁর অভ্যাসের ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। এর কারণ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোমর ব্যথার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।" (বায়হাকী, হাকেম)

١٦١. بَابُ غَسْلِ الدَّمِ-

১৬১. পরিচ্ছেদ ঃ রক্ত ধুয়ে ফেলা

٢٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اَرَاَيْتَ اِحْدَانَا تَحِيْضُ فِى الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّى فِيْهِ ٠

২২৭ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)......আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন ঃ (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন ঃ সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। এরপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে।

٢٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ ، وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ قَالَ وَقَالَ أَبِىْ ثُمَّ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتّٰى يَجِىْءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ ٠

২২৮ মুহাম্মদ (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এত বেশী রক্তস্রাব হয় যে, আর পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ না, এ তো ধমনি নির্গত রক্ত, হায়েয নয়। তাই যখন তোমার হায়েয আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ তারপর এভাবে আরেক হায়েয না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে।

١٦٢. بَابُ غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيْبُ مِنَ الْمَرْاَةِ-

১৬২. পরিচ্ছেদ ঃ বীর্য ধোয়া এবং ঘষে ফেলা এবং স্ত্রীলোক থেকে যা লেগে যায় তা ধুয়ে ফেলা

٢٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ الْجَزَرِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِىْ ثَوْبِهِ ٠

২২৯ 'আবদান (র)………'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ধুয়ে দিতাম এবং কাপড়ে ভিজা চিহ্ন নিয়ে তিনি সালাতে বের হতেন।

٢٣٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ وَاَثَرُ الْغَسْلِ فِيْ ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ .

২৩০ কুতায়বা ও মুসাদ্দাদ (র)…….সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত, 'আমি 'আয়িশা (রা)-কে কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।' তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ধুয়ে ফেলতাম। তিনি কাপড় ধোয়ার ভিজা দাগ নিয়ে সালাতে বের হতেন।

١٦٣. بَابٌ اِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ اَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ اَثَرُهُ –

১৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু ধোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায়

٢٣١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ وَاَثَرُ الْغَسْلِ فِيْهِ بُقَعُ الْمَاءِ .

২৩১ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)………আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কাপড়ে জানাবাতের নাপাকী লাগা সম্পর্কে আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ 'আয়িশা (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ধুয়ে ফেলতাম। এরপর তিনি সালাতে বেরিয়ে যেতেন আর তাতে পানি দিয়ে ধোয়ার চিহ্ন থাকত।

٢٣٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً اَوْ بُقَعًا .

২৩২ 'আমর ইব্‌ন খালিদ (র)…..'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ তারপর আমি তাতে পানির একটি বা কয়েকটি দাগ দেখতে পেতাম।

١٦٤. بَابُ اَبْوَالِ الْاِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا وَصَلَّى اَبُوْمُوْسَى فِيْ دَارِ الْبَرِيْدِ وَالسِّرْقِيْنِ وَالْبَرِّيَّةُ اِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ

১৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ উট, চতুষ্পদ জন্তু ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খায়াড় প্রসঙ্গে

আবূ মূসা (রা) দারুল বারীদে[১] সালাত আদায় করেন। আর তার পাশেই গোবর এবং খালি ময়দান ছিল। তিনি বললেন ঃ এ জায়গা এবং ঐ জায়গা একই পর্যায়ের।

٢٣٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ اَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَاَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوْا فَلَمَّا صَحُّوْا قَتَلُوْا رَاعِىَ النَّبِىِّ ﷺ وَاسْتَاقُوْا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِىْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِىْ أٰثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيْئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوْا فِىْ الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ - قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ فَهٰؤُلاَءِ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

২৩৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উকল বা উরায়না গোত্রের কিছু লোক (ইসলাম গ্রহণের জন্য) মদীনায় এলে তারা পীড়িত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ তাদের (সদকার) উটের কাছে যাবার এবং ওর পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। তারপর তারা সুস্থ হয়ে নবী ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে ফেলল এবং উটগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর দিনের প্রথম ভাগেই এসে পৌঁছল। তিনি তাদের পেছনে লোক পাঠালেন। বেলা বেড়ে উঠলে তাদেরকে (গ্রেফতার করে) আনা হল। তারপর তাঁর আদেশে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হল। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হল এবং গরম পাথুরে ভূমিতে তাদের নিক্ষেপ করা হল। তারা পানি চাইছিল, কিন্তু দেওয়া হয়নি।

আবূ কিলাবা (র) বলেন, এরা চুরি করেছিল, হত্যা করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

٢٣٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ التَّيَّاحِ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ قَبْلَ اَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ .

২৩৪ আদম (র).......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মসজিদ নির্মিত হবার পূর্বে বকরীর খোয়াড়ে সালাত আদায় করতেন।

١٦٥. بَابُ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِىْ السَّمْنِ وَالْمَاءِ -

وَقَالَ الزُّهْرِىُّ لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ اَوْ رِيْحٌ اَوْ لَوْنٌ . وَقَالَ حَمَّادٌ لاَ بَأْسَ بِرِيْشِ الْمَيْتَةِ . وَقَالَ الزُّهْرِىُّ فِىْ عِظَامِ الْمَوْتٰى نَحْوَ الْفِيْلِ وَغَيْرِهِ اَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُوْنَ بِهَا وَيَدَّهِنُوْنَ فِيْهَا لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا . وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَاِبْرَاهِيْمُ لاَ بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ -

১. কূফার একটি স্থান, যেখানে সরকারী ডাক বহনকারীরা অবতরণ করতেন। (আইনী ৩খ, ১৫০)

১৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়া

যুহরী (র) বলেন ঃ পানিতে নাপাকী পড়লে কোন ক্ষতি নেই, যতক্ষণ তার স্বাদ, গন্ধ বা রং পরিবর্তিত না হয়। হাম্মাদ (র) বলেন ঃ মৃত (পাখীর) পালক (পানিতে পড়লে) কোন দোষ নেই। যুহরী (র) মৃত জন্তু, যথাঃ হাতী প্রভৃতির হাড় সম্পর্কে বলেন ঃ আমি পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যে কিছু আলিমকে পেয়েছি, তাঁরা তা দিয়ে (চিরুণী বানিয়ে) চুল আঁচড়াতেন এবং তার পাত্রে তেল রেখে ব্যবহার করতেন, এতে তাঁরা কোনরূপ দোষ মনে করতেন না। ইব্‌ন সীরীন (র) ও ইবরাহীম (র) বলেন ঃ হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ে কোন দোষ নেই।

٢٣٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِىْ سَمْنٍ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ .

২৩৫ ইসমা'ঈল (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'ঘি'র মধ্যে ইঁদুর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন ঃ ইঁদুরটি এবং তার আশ পাশ থেকে ফেলে দাও এবং তোমাদের ঘি ব্যবহার কর।

٢٣٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِىْ سَمْنٍ فَقَالَ خُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ . قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَالاَ اُحْصِيْهِ يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ .

২৩৬ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-কে 'ঘি'র মধ্যে ইঁদুর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেনঃ ইঁদুরটি এবং তার আশপাশ থেকে ফেলে দাও।

মা'ন (র) বলেন, মালিক (র) আমার কাছে বহুবার এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে এবং ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) মায়মূনা (রা) থেকেও।

٢٣٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا اِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ .

২৩৭ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের যে যখম হয়, কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি যখম আঘাতকালীন সময়ে যে অবস্থায় ছিল তদ্রূপ হবে। রক্ত ছুটে বের হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের ন্যায়।

١٦٦. بَابُ الْبَوْلِ الْمَاءِ الدَّائِمِ-

১৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ স্থির পানিতে পেশাব করা

٢٣٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ

اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ وَبِاِسْنَادِهِ قَالَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لَا يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ ٠

২৩৮ আবুল ইয়ামান (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা শেষে আগমনকারী এবং (কিয়ামত দিবসে) অগ্রগামী। এ সনদেই তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্থির--যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো পেশাব না করে। (সম্ভবত) পরে সে আবার তাতে গোসল করবে।

١٦٧. بَابٌ اِذَا اُلْقِىَ عَلٰى ظَهْرِ الْمُصَلِّىْ قَذَرٌ اَوْ جِيْفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ -

وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ اِذَا رَاٰى فِىْ ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّى وَضَعَهُ وَمَضٰى فِىْ صَلَاتِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِىُّ اِذَا صَلّٰى وَفِىْ ثَوْبِهِ دَمٌ اَوْ جَنَابَةٌ اَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ اَوْ تَيَمَّمَ صَلّٰى ثُمَّ اَدْرَكَ الْمَاءَ فِىْ وَقْتِهِ لَا يُعِيْدُ -

১৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর পিঠের উপর ময়লা বা মৃত জন্তু ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না

ইব্ন উমর (রা) সালাত আদায়ের অবস্থায় তাঁর কাপড়ে রক্ত দেখলে (সেভাবেই) তা রেখে দিতেন এবং সালাত আদায় করে নিতেন। ইবনুল মুসায়্যাব ও শা'বী (র) বলেন, যখন কেউ সালাত আদায় করে আর তার কাপড়ে রক্ত অথবা জানাবাতের নাপাকী থাকে অথবা সে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে অথবা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে এরপর ওয়াক্তের মধ্যেই যদি পানি পেয়ে যায় তবে (সালাত) দুহ্‌রাবে না।

٢٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَاَبُوْ جَهْلٍ وَاَصْحَابٌ لَهُ جُلُوْسٌ اِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَيُّكُمْ يَجِئُ بِسَلَىْ جَزُوْرِ بَنِىْ فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلٰى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ اِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ اَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتّٰى سَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلٰى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَاَنَا اَنْظُرُ لَا اُغْيِرُ شَيْئًا لَوْكَانَ لِىْ مَنْعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْحَكُوْنَ وَيُحِيْلُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدٌ لَايَرْفَعُ رَاْسَهُ حَتّٰى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ اِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الدَّعْوَةَ فِىْ ذٰلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمّٰى اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِىْ جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ

وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مُعَيْطٍ ، وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ ، قَالَ فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْنَ عَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَرْعَى فِيْ الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ ٠

২৩৯ 'আবদান (র)……… 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। অন্য সূত্রে আহমদ ইব্‌ন 'উসমান (র)……….'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্'উদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একবার বায়তুল্লাহ্‌র পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং সেখানে আবূ জাহ্‌ল ও তার সঙ্গীরা বসা ছিল। এমন সময় তাদের একজন অন্যজনকে বলে উঠল, 'তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উটনীর নাড়ীভুঁড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সিজদা করেন তখন তার পিঠের ওপর রাখতে পারে'? তখন কওমের বড় পাষণ্ড ('উকবা) তাড়াতাড়ি গিয়ে তা নিয়ে এল এবং তাঁর প্রতি নজর রাখল। নবী ﷺ যখন সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর পিঠের ওপর দুই কাঁধের মাঝখানে তা রেখে দিল। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলেন, আমি (এ দৃশ্য) দেখছিলাম কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হায়! আমার যদি কিছু প্রতিরোধ শক্তি থাকত! তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগল এবং একে অন্যের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সিজদায় থাকলেন, মাথা উঠালেন না। অবশেষে হযরত ফাতিমা (রা) এলেন এবং সেটি তাঁর পিঠের উপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শকে ধ্বংস করুন। এরূপ তিনবার বললেন। তিনি যখন তাদের বদ দু'আ করেন তখন তা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জানত যে, এ শহরে দু'আ কবূল হয়। এরপর তিনি নাম ধরে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আবূ জাহলকে ধ্বংস করুন। এবং 'উতবা ইব্‌ন রাবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রবী'আ, ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উতবা, উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ ও 'উকবা ইব্‌ন আবী মু'আইতকে ধ্বংস করুন। রাবী বলেন, তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও বলেছিলেন কিন্তু তিনি স্মরণ রাখতে পারেন নি। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলেনঃ সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার জান, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের আমি বদরের কূপের মধ্যে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

١٦٨. بَابُ الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ –

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً اِلاَّ وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ –

১৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ থুথু, শ্লেষ্মা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে

উরওয়া (র) মিসওয়ার ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সময় বের হলেন। তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, 'আর নবী ﷺ (সেদিন) যখনই কোন শ্লেষ্মা ঝেড়ে ফেলছিলেন, তখন তা তাদের কারো না কারো হাতে পড়ছিল। তারপর (বরকতস্বরূপ) ঐ ব্যক্তি তা তার মুখমণ্ডল ও শরীরে মেখে নিচ্ছিল।

٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَوْبِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ طَوَّلَهُ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

২৪০ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)…….আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার তাঁর কাপড়ে থুথু ফেললেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, ইব্ন আবূ মারয়াম এই হাদীসটি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٦٩. بَابُ لَا يَجُوْزُ الْوُضُوْءُ بِالنَّبِيْذِ وَلَا بِالْمُسْكِرِ–

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَاَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ اَلتَّيَمُّمُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ وَاللَّبَنِ–

১৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ নাবীয (খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা, ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং নেশাকারক পানীয় দ্বারা উযূ করা না—জায়েয

হাসান (র) ও আবুল 'আলিয়া (র) একে মাকরূহ বলেছেন। 'আতা (র) বলেন ঃ নাবীয এবং দুধ দিয়ে উযূ করার চাইতে তায়াম্মুম করাই আমার কাছে পসন্দনীয়।

٢٤١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

২৪১ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)…….'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

١٧٠. بَابُ غَسْلِ الْمَرْاَةِ اَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ اِمْسَحُوْا عَلٰى رِجْلِيْ فَاِنَّهَا مَرِيْضَةٌ–

১৭০. পরিচ্ছেদ ঃ পিতার মুখমণ্ডল থেকে কন্যা কর্তৃক রক্ত ধুয়ে ফেলা

আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ আমার পায়ে ব্যথা, তোমরা আমার পা মসেহ করে দাও।

٢٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَسَاَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ اَحَدٌ بِاَيِّ شَيْءٍ دُوْوِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِيَ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيْءُ بِتُرْسِهِ فِيْهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَاُخِذَ حَصِيْرٌ فَاُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.

২৪২ মুহাম্মদ (র)…….আবূ হাযিম বলেন যে, যখন আমার এবং সাহল ইব্ন সা'দ আস-সা'ইদী (রা)-র মাঝখানে কেউ ছিল না, তখন লোকে তার কাছে প্রশ্ন করল ঃ (উহুদ যুদ্ধে) কী দিয়ে নবী ﷺ-এর যখমের

চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ভাল জানে এমন কেউ জীবিত নেই। 'আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি আনছিলেন আর ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ধুইয়ে দিলেন। অবশেষে চাটাই পুড়িয়ে (তার ছাই) তাঁর ক্ষতস্থানে দেওয়া হল।

١٧١. بَابُ السِّوَاكِ -

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ -

১৭১. পরিচ্ছেদ ঃ মিসওয়াক করা

ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ–এর কাছে রাত কাটিয়েছিলাম। তখন[১] তিনি মিসওয়াক করলেন।

٢٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُوْلُ أُعْ أُعْ ، وَالسِّوَاكُ فِيْ فِيْهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ .

২৪৩ আবু'ন-নু'মান (র)........আবূ বুরদা (র)-র পিতা [আবূ মূসা (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন তাঁকে দেখলাম তিনি মিসওয়াক করছেন এবং মিসওয়াক মুখে দিয়ে তিনি উ', উ', শব্দ করছেন যেন তিনি বমি করছেন।

٢٤٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

২৪৪ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).......হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন রাতে (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

١٧٢. بَابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ -

وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَانِيْ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِيْ رَجُلاَنِ ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا ، فَقِيْلَ لِيْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

১৭২. পরিচ্ছেদ ঃ বয়সে বড় ব্যক্তিকে মিসওয়াক প্রদান করা

'আফফান (র).......ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন ঃ আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। আমার কাছে দুই ব্যক্তি এলেন। একজন অপরজন

১. তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠে।

থেকে বয়সে বড়। তারপর আমি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিসওয়াক দিতে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো, 'বড়কে দাও'। তখন আমি তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তিকে দিলাম।

আবূ 'আবদুল্লাহ বলেন, নু'আয়ম, ইবনুল মুবারাক সূত্রে ইবন 'উমর (রা) থেকে হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

١٧٣. بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوْءِ –

১৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ উযূ সহ রাতে ঘুমাবার ফযীলত

٢٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ ، وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَيْكَ ، لاَمَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ ، اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ ، فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ ، فَاَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ – قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُوْلِكَ قَالَ لاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ .

২৪৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)........বারা ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের উযূর মতো উযূ করে নেবে। তারপর ডান পার্শ্বে শুয়ে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ ، وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَيْكَ ، لاَمَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ ، اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ .

"হে আল্লাহ! আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ আপনার কাছে সোপর্দ করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম-আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ঈমান আনলাম আপনার নাযিলকৃত কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।"

তারপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ফিতরাতে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। এ কথাগুলি তোমার শেষ কথা বানিয়ে নাও। তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে এ কথাগুলি পুনরায় শুনালাম। যখন اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ পর্যন্ত পৌছে وَرَسُوْلِكَ বললাম, তখন তিনি বললেন ঃ না; বরং وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ বল।

كِتَابُ الْغُسْلِ

গোসল অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ الْغُسْلِ

গোসল অধ্যায়

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ وَقَوْلِهٖ جَلَّ ذِكْرُهٗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا .

এ প্রসংগে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী, "যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান, আর তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।" (৫ ঃ ৬) এবং আল্লাহর বাণী, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নেশা-গ্রস্ত অবস্থায় সালাতের ধারেও যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, আর যদি তোমরা পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। আর তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার

থেকে আসে অথবা স্ত্রীসংগম করে, আর পানি না পায়, তা'হলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, এবং তা মুখ ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (৪ : ৪৩)

١٧٤. بَابُ الْوُضُوْءِ قَبْلَ الْغُسْلِ-

১৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ গোসলের পূর্বে উযূ করা

٢٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ .

২৪৬ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দু'টো ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের উযূর মত উযূ করতেন। তারপর তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। তারপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি পৌঁছিয়ে দিতেন।

٢٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْاَذٰى ثُمَّ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحّٰى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هٰذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ .

২৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন, অবশ্য পা দুটো ছাড়া এবং তাঁর লজ্জাস্থান ও যে যে স্থানে নাপাক লেগেছে তা ধুয়ে নিলেন। তারপর নিজের উপর পানি ঢেলে দেন। তারপর সেখান থেকে সরে গিয়ে পা দুটো ধুয়ে নেন। এই ছিল তাঁর জানাবাতের গোসল।

١٧٥. بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

১৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে গোসল

٢٤٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ .

২৪৮ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র (কাদাহ) থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। সেই পাত্রকে ফারাক বলা হতো।

١٧٦. بَابُ الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ -

১৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ এক সা' বা অনুরূপ পাত্রের পানিতে গোসল

২৪৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ اَنَا وَأَخُوْ عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوْهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِاِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ صَاعٍ ٠

২৪৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)......আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও 'আয়িশা (রা)-এর ভাই 'আয়িশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তাঁর ভাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি প্রায় এক সা' (তিন কেজির চেয়ে কিছু পরিমাণ বেশী)-এর সমপরিমাণ এক পাত্র আনালেন। তারপর তিনি গোসল করলেন এবং নিজের মাথার উপর পানি ঢাললেন। তখন আমাদের ও তাঁর মাঝে পর্দা ছিল। আবূ 'আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র), বাহয ও জুদ্দী (র) শু'বা (র) থেকে نَحْوًا مِنْ صَاعٍ-এর পরিবর্তে قَدْرِ صَاعٍ (এক সা' পরিমাণ)-এর কথা বর্ণনা করেন।

২৫০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ اَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ وَاَبُوْهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيْكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِيْنِيْ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِيْ مَنْ هُوَ أَوْفٰى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ اَمَّنَا فِيْ ثَوْبٍ ٠

২৫০ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)......আবূ জা'ফর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে ছিলেন। সেখানে আরো কিছু লোক ছিলেন। তাঁরা তাঁকে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এক সা' তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ আমার জন্য তা যথেষ্ট নয়। জাবির (রা) বললেন ঃ যাঁর মাথায় তোমার চাইতে বেশী চুল ছিল এবং তোমার চাইতে যিনি উত্তম ছিলেন (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁর জন্য তো এ পরিমাণই যথেষ্ট ছিল। তারপর তিনি এক কাপড়ে আমাদের ইমামতি করেন।

২৫১ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ كَانَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ ٠

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ اَخِيْرًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى اَبُوْ نُعَيْمٍ ٠

২৫১ আবূ নু'আয়ম (র)......ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ও মায়মূনা (রা) একই পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করতেন।

আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইব্‌ন ‘উয়ায়না (র) তাঁর শেষ জীবনে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে মায়মূনা (রা) থেকে ইহা বর্ণনা করতেন। তবে আবূ নু‘আয়ম (রা)-এর বর্ণনাই ঠিক।

١٧٧. بَابُ مَنْ اَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا –

১৭৭. পরিচ্ছেদ : মাথায় তিনবার পানি ঢালা

٢٥٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَاُفِيْضُ عَلَى رَأْسِىْ ثَلاَثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ‌.

২৫২ আবূ নু‘আয়ম (র).......জুবায়র ইব্‌ন মুত‘ইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি উভয় হাতের দ্বারা ইশারা করেন।

٢٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ‌.

২৫৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)......জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

٢٥٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِىْ جَابِرٌ وَاَتَانِى ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ اَكُفٍّ وَيُفِيْضُهَا عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِىَ الْحَسَنُ اِنِّىْ رَجُلٌ كَثِيْرُ الشَّعْرِ ، فَقُلْتُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعْرًا ‌.

২৫৪ আবূ নু‘আয়ম (র).......আবূ জা‘ফর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে জাবির (রা) বলেছেন, আমার কাছে তোমার চাচাত ভাই অর্থাৎ হাসান ইবন মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়্যা এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জানাবাতের গোসল কিভাবে করতে হয়? আমি বললাম, নবী ﷺ তিন আঁজলা পানি নিতেন এবং নিজের মাথার উপর ঢেলে দিতেন। তারপর নিজের সারা দেহে পানি পৌঁছিয়ে দিতেন। তখন হাসান আমাকে বললেন, আমার মাথার চুল খুব বেশী। আমি তাঁকে বললাম, নবী ﷺ-এর চুল তোমার চেয়ে অধিক ছিল।

١٧٨. بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً –

১৭৮. পরিচ্ছেদ : একবার পানি ঢেলে গোসল করা

٢٥٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ·

২৫৫ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)......ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তাঁর হাত দু'বার বা তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে তাঁর বাম হাতে পানি নিয়ে তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন আর তাঁর চেহারা ও দু'হাত ধুয়ে নিলেন। এরপর তাঁর সারা দেহে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু' পা ধুয়ে নিলেন।

١٧٩. بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْحِلاَبِ أَوِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْغُسْلِ –

১৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ গোসলে হিলাব[১] বা খুশবু ব্যবহার করা

٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ ·

২৫৬ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন হিলাবের[১] অনুরূপ পাত্র চেয়ে নিতেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলতেন। দু'হাতে মাথার মাঝখানে পানি ঢালতেন।

١٨٠. بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ –

১৮০. পরিচ্ছেদ ঃ জানাবাতের গোসল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

٢٥٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَأَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا ·

২৫৭ 'উমর ইব্ন হাফস্ ইব্ন গিয়াস (র)......ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মূনা (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি

১. উটনীর দুধ দোহনের পাত্র।

ঢাললেন এবং উভয় হাত ধুইলেন। এরপর তাঁর লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষে নিলেন। পরে তা ধুয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধুইলেন এবং মাথার উপর পানি ঢাললেন। পরে ঐ স্থান থেকে সরে গিয়ে দুই পা ধুইলেন। অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেওয়া হল, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না।

١٨١. بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُوْنَ اَنْقٰى -

১৮১. পরিচ্ছেদ ঃ পরিচ্ছন্নতার জন্য মাটিতে হাত ঘষা

٢٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

২৫৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর হুমায়দী (র)......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জানাবাতের গোসল করলেন। তিনি নিজের লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেললেন। তারপর হাত দেওয়ালে ঘষলেন এবং তা ধুইলেন। তারপর সালাতের উযূর মত উযূ করলেন। গোসল শেষ করে তিনি তাঁর দু' পা ধুইলেন।

١٨٢. بَابُ هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ قَبْلَ اَنْ يَغْسِلَهَا اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ -

وَاَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِى الطَّهُوْرِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ -

১৮২. পরিচ্ছেদ ঃ যখন জানাবাত ছাড়া হাতে কোন নাপাকী না থাকে, ফরয গোসলের আগে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে তা প্রবেশ করানো যায় কি?

ইব্‌ন 'উমর (রা) ও বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা) হাত না ধুয়ে পানিতে হাত ঢুকিয়েছেন, তারপর উযূ করেছেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) ও ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) যে পানিতে ফরয গোসলের পানির ছিটা পড়েছে তা ব্যবহারে কোন দোষ মনে করতেন না।

٢٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اَخْبَرَنَا اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ اَيْدِيْنَا فِيْهِ .

২৫৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র).........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও নবী ﷺ একই পাত্রের পানি দিয়ে এভাবে গোসল করতাম যে, তাতে আমাদের দু'জনের হাত একের পর এক পড়তে থাকত।

٢٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ ٠

২৬০ মুসাদ্দাদ (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসল করার সময় প্রথমে হাত ধুয়ে নিতেন।

٢٦١ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ٠

২৬১ আবুল ওয়ালীদ (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও নবী ﷺ একই পাত্রের পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

'আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে 'আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٦٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَالْمَرْاَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ ٠

২৬২ আবুল ওয়ালীদ (র).......আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের কেউ কেউ একই পাত্রের পানি নিয়ে গোসল করতেন। মুসলিম (র) এবং ওয়াহ্ব ইব্ন জারীর (র) শু'বা (রা) থেকে 'তা ফরয গোসল ছিল' বলে বর্ণনা করেছেন।

١٨٣. بَابُ مَنْ اَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِى الْغُسْلِ -

১৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ গোসলের সময় ডান হাত থেকে বাম হাতের উপর পানি ঢালা

٢٦٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ اَدْرِىْ اَذْكَرَ الثَّالِثَةَ اَمْ لاَ ، ثُمَّ اَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالاَرْضِ اَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا ٠

২৬৩ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)........মায়মূনা বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রেখে পর্দা করে দিলাম। তিনি পানি দিয়ে দু'বার কিংবা তিনবার

হাত ধুইলেন। সুলায়মান (র) বলেন, তৃতীয়বারের কথা বলেছেন কিনা আমার মনে পড়ে না। তখন তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তাঁর চেহারা ও দু' হাত ধুইলেন এবং মাথা ধুয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। পরে সেখান থেকে সরে গিয়ে তাঁর দু' পা ধুইলেন। অবশেষে আমি তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিলাম; কিন্তু তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং তা নিলেন না।

١٨٤. بَابُ تَفْرِيْقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوْءِ،

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوْءُهُ -

১৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ গোসল ও উযূর অঙ্গ পৃথকভাবে ধোয়া

ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উযূর অঙ্গসমূহ শুকিয়ে যাওয়ার পর দু' পা ধুয়েছিলেন।

٢٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ .

২৬৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহবূব (র)......মায়মূনা (রা) বলেন ঃ আমি নবী ﷺ এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম, তিনি উভয় হাতে পানি ঢেলে দু'বার করে বা তিনবার করে তা ধুইয়ে নিলেন। এরপর তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাস্থান ধুইলেন। পরে তাঁর হাত মাটিতে ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। আর তাঁর চেহারা ও হাত দু'টো ধুইলেন। তারপর তাঁর মাথা তিনবার ধুইলেন এবং তাঁর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। অবশেষে সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে তাঁর দু' পা ধুয়ে ফেললেন।

١٨٥. بَابُ اِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَاحِدٍ -

১৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ একাধিকবার বা একাধিক স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়ার পর একবার গোসল করা

٢٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيْبًا .

২৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....মুহাম্মদ ইব্ন মুনতাশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে ['আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা)]-এর উক্তিটি[১] উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ আবূ 'আবদুর রহমানকে রহম করুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুশবু লাগাতাম, তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তারপর ভোরবেলায় এমন অবস্থায় ইহ্রাম বাঁধতেন যে, তাঁর দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়তো।

٢٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ اِحْدَى عَشْرَةَ ، قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَوَكَانَ يُطِيْقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِيْنَ ، وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اِنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

২৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের কাছে দিনের বা রাতের কোন এক সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলিত হতেন। তাঁরা ছিলেন এগারজন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি এত শক্তি রাখতেন? তিনি বললেন, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, তাঁকে ত্রিশজনের শক্তি[২] দেওয়া হয়েছে। সা'ঈদ (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন, আনাস (রা) তাঁদের কাছে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে (এগারজনের স্থলে) নয়জন স্ত্রীর কথা বলেছেন।

١٨٦. بَابُ غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوْءِ مِنْهُ –

১৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ মযী বের হলে তা ধুয়ে ফেলা ও উযূ করা

٢٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً اَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ .

২৬৭ আবুল ওলীদ (র)........'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার অধিক মযী বের হতো। নবী ﷺ-এর কন্যা আমার স্ত্রী হওয়ার কারণে আমি একজনকে নবী ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালাম। তিনি প্রশ্ন করলে নবী ﷺ বললেন ঃ উযূ কর এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেল।

١٨٧. بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ اَثَرُ الطِّيْبِ –

১৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ খুশবু লাগিয়ে গোসল করার পর খুশবুর তাসির থেকে গেলে

٢٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ

১. আমি এমন অবস্থায় ইহ্রাম বাঁধতে পসন্দ করি না, যাতে সকালে আমার দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ে (দ্র. হাদীস নং ২৬৮)।
২. কোন কোন রিওয়ায়াতে, বেহেশতী চল্লিশজনের শক্তি দান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তিরমিযীর বর্ণনায় একজন বেহেশতীর শক্তি একশ লোকের শক্তির সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে (হাশিয়া ৪, সহীহ বুখারী ৪১, আসাহ্হুল মাতাবি', দিল্লী)।

عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا اُحِبُّ اَنْ اُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَخُ طِيْبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ طَافَ فِيْ نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا ·

২৬৮ আবূ নু'মান (র)........মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনতাশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর উক্তি উল্লেখ করলাম, --"আমি এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধা পসন্দ করি না, যাতে সকালে আমার দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ে।" 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগিয়েছি, তারপর তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং তাঁর ইহ্‌রাম অবস্থায় প্রভাত হয়েছে।

٢٦٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ·

২৬৯ আদম ইব্‌ন ইয়াস (র).........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি যেন এখনো দেখছি, নবী ﷺ-এর ইহ্‌রাম অবস্থায় তাঁর সিথিতে খুশবুর ঔজ্জ্বল্য রয়েছে।

١٨٨ . بَابُ تَخْلِيْلِ الشَّعْرِ ، حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ اَرْوٰى بَشَرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيْهِ –

১৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ চুল খিলাল করা এবং চামড়া ভিজেছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাতে পানি ঢালা

٢٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ اَرْوٰى بَشَرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا ·

২৭০ 'আবদান (র).........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন তিনি দু'হাত ধুইতেন এবং সালাতের উযূর মত উযূ করতেন। তারপর গোসল করতেন। পরে তাঁর হাত দিয়ে চুল খিলাল করতেন। চামড়া ভিজেছে বলে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন, তখন তাতে তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলতেন। 'আয়িশা (রা) আরো বলেছেনঃ আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা একই সাথে তা থেকে আঁজলা ভরে পানি নিতাম।

١٨٩ . بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مَرَّةً اُخْرٰى –

১৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ জানাবাত অবস্থায় যে উযূ করে সমস্ত শরীর ধোয় কিন্তু উযূর প্রত্যঙ্গগুলো দ্বিতীয়বার ধোয় না

٢٧١ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضُوْءًا لِجَنَابَةٍ فَاَكْفَأَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَاَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.

২৭১ ইউসুফ ইব্‌ন ‘ঈসা (র)…….মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসলের জন্য পানি রাখলেন। তারপর দু'বার বা তিনবার ডান হাতে বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাস্থান ধুইলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে দু'বার বা তিনবার ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং চেহারা ও দু' হাত ধুইলেন। তারপর তাঁর মাথায় পানি ঢাললেন এবং তাঁর শরীর ধুইলেন। একটু সরে গিয়ে তাঁর দুই পা ধুইলেন। মায়মূনা (রা) বলেন ঃ এরপর আমি একখণ্ড কাপড় দিলে তিনি তা নিলেন না, বরং নিজ হাতে পানি ঝেড়ে ফেলতে থাকলেন।

١٩٠. بَابٌ اِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ اَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ –

১৯০. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের ভিতরে নিজের জানাবাতের কথা স্মরণ হলে তখনই বেরিয়ে পড়বে, তায়াম্মুম করতে হবে না

٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ قِيَامًا فَخَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ ذَكَرَ اَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ . تَابَعَهُ عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

২৭২ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)…….আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার সালাতের ইকামত দেওয়া হলে সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন। তিনি মুসাল্লায় দাঁড়ালে তাঁর মনে হলো যে, তিনি জানাবাত অবস্থায় আছেন। তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাক। তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আবার আমাদের সামনে আসলেন এবং তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। তিনি তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বাঁধলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম।

আবদুল আ‘লা (র) যুহরী (র) থেকে এবং আওযাঈ (র)-ও যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩١. بَابُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ –

১৯১. পরিচ্ছেদ ঃ জানাবাতের গোসলের পর দু' হাত ঝাড়া

٢٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَاَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ ٠

২৭৩ 'আবদান (র)........মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিলাম। তিনি দু'হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুইলেন। পরে হাতে মাটি লাগিয়ে ঘষে নিলেন এবং ধুয়ে ফেললেন। এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চেহারা ও দু' হাত (কনুই পর্যন্ত) ধুইলেন। তারপর মাথায় পানি ঢাললেন ও সমস্ত শরীরে পানি পৌছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু' পা ধুয়ে নিলেন। এরপর আমি তাঁকে একটা কাপড় দিলাম কিন্তু তিনি তা নিলেন না। তিনি দু'হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন।

١٩٢. بَابُ مَنْ بَدَاَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ فِى الْغُسْلِ –

১৯২. পরিচ্ছেদ ঃ মাথার ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা

٢٧٤ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا اِذَا أَصَابَتْ اِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْاَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْاُخْرٰى عَلَى شِقِّهَا الْاَيْسَرِ ٠

২৭৪ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের কারও জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে সে দু' হাতে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢালত। পরে হাতে পানি নিয়ে ডান পাশে তিনবার এবং আবার অপর হাতে পানি নিয়ে বাম পাশে তিনবার ঢালত।

١٩٣. بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ اَفْضَلُ –

وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُسْتَحْيٰى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ –

১৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা এবং পর্দা করে গোসল করা। পর্দা করে গোসল করাই উত্তম

বাহ্‌য (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, লজ্জা করার ব্যাপারে মানুষের চেয়ে আল্লাহ্ পাকই অধিকতর হকদার।

২৭৫ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسٰى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ
مَا يَمْنَعُ مُوْسٰى اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلاَّ اَنَّهُ اٰدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ
مُوْسٰى فِيْ اَثَرِهِ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ يَاحَجَرُ ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ حَتّٰى نَظَرَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا بِمُوْسٰى
مِنْ بَأْسٍ وَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ اَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ
وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ اَيُّوْبُ يَحْتَثِيْ فِيْ
ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا اَيُّوْبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى قَالَ بَلٰى وَعِزَّتِكَ وَلٰكِنْ لاَ غِنٰى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ. وَرَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ
عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا.

২৭৫ ইসহাক ইব্‌ন নাস্‌র (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করত। কিন্তু মূসা (আ) একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহ্‌র কসম, মূসা (আ) 'কোষবৃদ্ধি' রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মূসা (আ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা (আ) "পাথর! আমার কাপড় দাও," "পাথর ! আমার কাপড় দাও" বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বনি ইসরাঈল মূসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম মূসার কোন রোগ নেই। মূসা (আ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটা পিটুনীর দাগ পড়ে গেল। আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক সময় আইয়ূব (আ) বিবস্ত্রাবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল বর্ষিত হচ্ছিল। আইয়ূব (আ) তাঁর কাপড়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে বললেন ঃ হে আইয়ূব! আমি কি তোমাকে এগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী করিনি ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনার ইয্‌যতের কসম। অবশ্য করেছেন। তবে আমি আপনার বরকত থেকে বেনিয়ায নই। এভাবে বর্ণনা করেছেন ইব্‌রাহীম (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ একবার আইয়ূব (আ) বিবস্ত্রাবস্থায় গোসল করেছিলেন।

١٩٤. بَابُ التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ –

১৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ লোকের সামনে গোসলের সময় পর্দা করা

২৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ

هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ للهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِئٍ ٠

২৭৬ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম (র)....উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে গোসলরত অবস্থায় দেখলাম, ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইনি কে? আমি বললাম ঃ আমি উম্মে হানী।

২৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا اَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ اَوِ الْاَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ - تَابَعَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِى السَّتْرِ ٠

২৭৭ 'আবদান (র).......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর জন্য পর্দা করেছিলাম আর তিনি জানাবাতের গোসল করছিলেন। তিনি দু' হাত ধুইলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান এবং যেখানে কিছু লেগেছিল তা ধুয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে বা দেওয়ালে হাত ঘষলেন এবং দু' পা ছাড়া সালাতের উযূর মতই উযূ করলেন। তারপর তাঁর সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু' পা ধুইলেন। আবূ আওয়ানা (র) ও ইব্‌ন ফুযাইল (র) ستر (পর্দা করা)-এর ব্যাপারটি এই হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٥. بَابٌ اِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْاَةُ -

১৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের ইহ্‌তিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে

২৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ امْرَاَةُ اَبِىْ طَلْحَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا هِىَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ ٠

২৭৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ তালহা (রা)-র স্ত্রী উম্মে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা হকের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। স্ত্রীলোকের ইহ্‌তিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে কি গোসল ফরয হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হাঁ, যদি তারা বীর্য দেখে।

١٩٦. بَابُ عَرَقِ الْجُنُبِ وَاَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ

১৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির ঘাম, নিশ্চয়ই মুসলিম অপবিত্র নয়

٢٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِيَهُ فِيْ بَعْضِ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْتَجَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ وَاَنَا عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ .

২৭৯ 'আলী ইব্‌ন' আবদুল্লাহ্ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তাঁর সঙ্গে মদীনার কোন এক পথে নবী ﷺ-এর দেখা হলো। আবূ হুরায়রা (রা) তখন জানাবাতের অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে নাপাক মনে করে সরে পড়লাম। পরে আবূ হুরায়রা (রা) গোসল করে এলেন। পুনরায় সাক্ষাত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি জানাবাতের অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসা সমীচীন মনে করিনি। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! মু'মিন নাপাক হয় না।

١٩٧. بَابُ الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِىْ فِى السُّوْقِ وَغَيْرِهِ –

وَقَالَ عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ وَيُقَلِّمُ اَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَاِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ .

১৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ জানাবাতের সময় বের হওয়া এবং বাজার ইত্যাদিতে চলাফেরা করা

'আতা (র) বলেছেন, জুনুবী ব্যক্তি উযূ না করেও শিঙ্গা লাগাতে, নখ কাটতে এবং মাথা কামাতে পারে।

٢٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

২৮০ 'আবদুল আ'লা (র)........আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একই রাতে পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

٢٨١ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَاَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا اَبَا هِرٍّ ، اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَنْجُسُ .

২৮১ 'আয়্যাশ (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি জুনুবী ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। এক স্থানে তিনি বসে পড়লেন। তখন আমি সরে পড়ে বাসস্থানে এসে গোসল করলাম। আবার তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আবূ হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে (ঘটনা) বললাম। তখন তিনি বললেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ! মু'মিন অপবিত্র হয় না'।

١٩٨. بَابُ كَيْنُوْنَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ اِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلَ -

১৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির গোসলের আগে উযূ করে ঘরে অবস্থান করা

٢٨٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ ‏.‏

২৮২ আবূ নু'আয়ম (র).....আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী ﷺ কি জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তবে তিনি উযূ করে নিতেন।

١٩٩. بَابُ نَوْمِ الْجُنُبِ -

১৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ জুনুবীর নিদ্রা

٢٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيَرْقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ ‏.‏

২৮৩ কুতাইবা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)........'উমর ইব্‌নু'ল-খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমাদের কেউ জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, উযূ করে নিলে জানাবাতের অবস্থায়ও ঘুমাতে পারে।

٢٠٠. بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ -

২০০. পরিচ্ছেদ ঃ জুনুবী উযূ করে ঘুমাবে

٢٨٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا أَرَادَ اَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ‏.‏

২৮৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি লজ্জাস্থান ধুয়ে সালাতের উযূর মত উযূ করতেন।

٢٨٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّاَ ·

২৮৫ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'উমর (রা) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমাদের কেউ জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, যদি উযূ করে নেয়।

٢٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ·

২৮৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, রাত্রে কোন সময় তাঁর জানাবাতের গোসল ফরয হয় (তখন কি করতে হবে?) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, উযূ করবে, লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে, তারপর ঘুমাবে।

٢٠١. بَابٌ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ -

২০১. পরিচ্ছেদ ঃ দু' লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে

٢٨٧ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ · تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ · قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا اَجْوَدُ وَاَوْكَدُ · وَاِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيْثَ الْاٰخَرَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَالْغُسْلُ اَحْوَطُ ·

২৮৭ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র) ও আবূ নু'য়ম (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সংগত হলে, গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। 'আমর (র) শু'বার সূত্রে এই হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর মূসা (র) হাসান [বসরী (র)] সূত্রেও অনুরূপ বলেছেন।

আবূ 'আবদুল্লাহ্‌ (র) বলেন ঃ এটা উত্তম ও অধিকতর মযবুত। মতভেদের কারণে আমরা অন্য হাদীসটিও বর্ণনা করেছি, গোসল করাই অধিকতর সাবধানতা।

٢٠٢. بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيْبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْاَةِ -

২০২. পরিচ্ছেদ ঃ স্ত্রী অঙ্গ থেকে কিছু লাগলে ধুয়ে ফেলা

٢٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيٰى وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ

يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّـهُ سَاَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ اَرَاَيْتَ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْـمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْـسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْـمَانُ سَمِعْـتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَالزُّبَيْـرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ ابْنَ عُبَيْـدِ اللّٰهِ وَاُبَىَّ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَاَمَرُوْهُ بِذٰلِكَ قَالَ يَحْيٰى وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৮৮ আবূ মা'মার (র).........যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইব্‌ন 'আফফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ স্বামী-স্ত্রী সংগত হলে যদি মনি বের না হয় (তখন কি করবে)? উসমান (রা) বললেন ঃ সালাতের উযূর মত উযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। 'উসমান (রা) বলেন ঃ আমি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। এরপর 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, যুবায়র ইব্‌নুল-আওওয়াম, তালহা ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা সবাই ঐ একই জবাব দিয়েছেন। আবূ সালামা (র) আবূ আয়্যুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি [আবূ আয়্যুব (রা)] এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন।

২৮৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْـمَرْاَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ يَغْـسِلُ مَامَسَّ الْـمَرْاَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّىْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَلْغَسْلُ اَحْوَطُ وَذٰلِكَ الْاٰخِرُ وَاِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلاَفِهِمْ وَالْـمَاءُ اَنْقٰى ٠

২৮৯ মুসাদ্দাদ (র).......উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্ত্রীর সাথে সংগত হলে যদি বীর্য বের না হয় (তার হুকুম কি)? তিনি বললেন ঃ স্ত্রীর থেকে যা লেগেছে তা ধুয়ে উযূ করবে ও সালাত আদায় করবে। আবূ আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন ঃ গোসল করাই শ্রেয়। আর তা-ই সর্বশেষ হুকুম। আমি এই শেষের হাদীসটি বর্ণনা করেছি মতভেদ থাকার কারণে। কিন্তু পানি (গোসল) অধিক পবিত্রকারী।[১]

১. এ বিধান পরে রহিত হয়েছে। স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয়। এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। টীকা নং ৪, বুখারী শরীফ, আসহহুল মাতাবে', পৃ ৪৩।

كِتَابُ الْحَيْضِ

হায়য অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

كِتَابُ الْحَيْضِ
হায়য অধ্যায়

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

আর আল্লাহ্র বাণী, "লোকেরা তোমাকে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অপবিত্রতা। সুতরাং হায়য অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক। আর তারা পাক–পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। তারা পাক–পবিত্র হলে আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক তাদের কাছে যাও।নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীদের ভালবাসেন; তিনি পবিত্রতা রক্ষাকারীদেরও ভালবাসেন।" (২ ঃ ২২২)

٢٠٣. بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ –

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ هٰذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ اَوَّلَ مَا اُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَدِيْثُ النَّبِيِّ ﷺ اَكْثَرُ .

২০৩. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের ইতিকথা

নবী ﷺ বলেন ঃ এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম–কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হায়য শুরু হয় বনী ইসরাঈলী মহিলাদের। আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ–এর হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

٢٩٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا لَا نَرَى اِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ قَالَ مَالَكِ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِىْ مَايَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

২৯০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যেই (মদীনা থেকে) বের হলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে পৌছার পর আমার হায়য আসলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন ; এবং বললেন ঃ কি হলো তোমার? তোমার হায়য এসেছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ এ তো আল্লাহ্ তা'আলাই আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব কাজ করে যাও। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে গাভী কুরবানী করলেন।

٢٠٤. بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيْلِهِ

২০৪. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের সময় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া

٢٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ .

২৯১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হায়য অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।

٢٩٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ سُئِلَ اَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ اَوْ تَدْنُوْ مِنِّي الْمَرْاَةُ وَهِيَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذٰلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَكُلُّ ذٰلِكَ تَخْدُمُنِيْ وَلَيْسَ عَلٰى اَحَدٍ فِيْ ذٰلِكَ بَأْسٌ اَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَعْنِيْ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِيْ لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِيْ حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ .

২৯২ ইব্‌রাহীম ইব্ন মূসা (র).........'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তাঁকে ('উরওয়াকে) প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঋতুবতী স্ত্রী কি স্বামীর খিদমত করতে পারে? অথবা গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায় কি স্ত্রী স্বামীর নিকটবর্তী হতে পারে? 'উরওয়া (র) জওয়াব দিলেন, এ সবই আমার কাছে সহজ। এ ধরনের সকল মহিলাই স্বামীর খিদমত করতে পারে। এ ব্যাপারে কারো অসুবিধা থাকার কথা নয়। আমাকে 'আয়িশা (রা) বলেছেন যে, তিনি হায়যের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'তাকিফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর ('আয়িশার) হুজরার দিকে তাঁর কাছে মাথাটা বাড়িয়ে দিতেন। তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন ঋতুবতী।

٢٠٥. بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِيْ حِجْرِ امْرَاَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ،

وَكَانَ اَبُوْ وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ اِلٰى اَبِيْ رَزِيْنٍ فَتَاتِيْهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ -

২০৫. পরিচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর হায়য অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা

আবূ ওয়াইল (র) তাঁর ঋতুবতী দাসীকে আবূ রাযীন (র)-এর কাছে পাঠাতেন, আর দাসী জুযদানে পেঁচিয়ে কুরআন শরীফ নিয়ে আসত।

২٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ اَلْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ اَنَّ اُمَّهُ حَدَّثَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِيْ حِجْرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ·

২৯৩ আবূ নু'আয়ম (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়যের অবস্থায় ছিলাম।

٢٠٦. بَابُ مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا -

২০৬. পরিচ্ছেদ ঃ নিফাসকে হায়য বলা

٢٩٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَـــةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِيْ خَمِيْصَةٍ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِيْ قَالَ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِيْ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ ·

২৯৪ মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র).........উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়য দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, 'হাঁ',। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সঙ্গে চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।

٢٠٧. بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ -

২০৭. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা

٢٩٥ حَدَّثَنَا قَبِيْصَـةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ ، وَكَانَ يَاْمُرُنِيْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِيْ وَاَنَا حَائِضٌ ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَـهُ اِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ·

২৯৫ কাবীসা (র).......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও নবী ﷺ জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি ইযার পরে নিতাম, আর আমার হায়য অবস্থায় তিনি আমার সাথে মিশামিশি করে শুইতেন। তাছাড়া তিনি ই'তিকাফ অবস্থায় মাথা বের করে দিতেন, আর আমি হায়য অবস্থায় মাথা ধুয়ে দিতাম।

٢٩٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّبَاشِرَهَا أَمَرَهَا اَنْ تَتَّزِرَ فِيْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ اِرْبَهُ . تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ .

২৯৬ ইসমা'ঈল ইব্ন খলীল (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের কেউ হায়য অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে প্রবল হায়যে ইযার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে মিশামিশি করতেন। তিনি ['আয়িশা রা)] বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে নবী ﷺ-এর মত কাম-প্রবৃত্তি দমন করার শক্তি রাখে কে? খালিদ ও জারীর (র) আশ-শায়বানী (র) থেকে এই হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٧ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّبَاشِرَ اِمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ اَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ .

২৯৭ আবূ নু'মান (র)......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর সাথে হায়য অবস্থায় মিশামিশি করতে চাইলে তাকে ইযার পরতে বলতেন। শায়বানী (র) থেকে সুফিয়ান (র) এ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٨. بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ -

২০৮. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য অবস্থায় সওম ছেড়ে দেওয়া

٢٩٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَضْحَى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّيْ أُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ - مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ ، قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَ بَلٰى ، قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، قُلْنَ بَلٰى ، قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا .

২৯৮ সা'ঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র).......আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা বা

ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদর মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা আরয করলেন ঃ কী কারণে, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন ঃ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর না-শোকরী করে থাক। বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন ঃ আমাদের দীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন ঃ একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, 'হাঁ'। তখন তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, 'হাঁ'। তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে তাদের দীনের ত্রুটি।

٢٠٩. بَابٌ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ،

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ ۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ الآيَةَ – وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي ، وَقَالَ الْحَكَمُ إِنِّي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ وَقَالَ اللَّهُ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۔

২০৯. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করা যায়

ইবরাহীম (র) বলেছেন ঃ (হায়য অবস্থায়) আয়াত পাঠে কোন দোষ নেই। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) জুনুবীর জন্য কুরআন পাঠে কোন দোষ মনে করতেন না। নবী ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর করতেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ (ঈদের দিন) হায়য অবস্থায় মহিলাদের বাইরে নিয়ে আসার জন্য আমাদের বলা হতো, যাতে তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলে ও দু'আ করে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্‌ল (রোম সম্রাট) নবী ﷺ-এর পত্র চেয়ে নিলেন এবং তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ –

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। আপনি বলুন! হে কিতাবীগণ! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই–যেন আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি। কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ্‌ ব্যতীত রবরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম (৩ ঃ ৬৪)। 'আতা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আয়িশা (রা) হায়য অবস্থায় কা'বা তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য আহকাম পালন করেছেন কিন্তু সালাত আদায় করেন নি। হাকাম (র) বলেছেন ঃ আমি জুনুবী অবস্থায়ও যবেহ করে থাকি। অথচ আল্লাহ্‌র বাণী হলো ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "তোমরা আহার করো না সে সব প্রাণী, যার ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি।" (৬ ঃ ১২১

২৯৯ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللهِ اَنِّيْ لَمْ اَحُجَّ الْعَامَ ، قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنَّ ذٰلِكِ شَيْئٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ .

২৯৯ আবূ নু'আয়ম (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নবী ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কাঁদছ কেন ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন ঃ সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ। আমি বললাম, 'হাঁ'। তিনি বললেন ঃ এ তো আদম-কন্যাদের জন্যে আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন। তুমি পাক হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বার তাওয়াফ করবে না।

٢١٠. بَابُ الْاِسْتِحَاضَةِ –

২১০. পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিহাযা

৩০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ لاَ اَطْهُرُ، اَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ ، فَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ .

৩০০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনত আবূ

হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ হলো এক ধরনের বিশেষ রক্ত, হায়যের রক্ত নয়। যখন তোমার হায়য শুরু হয় তখন তুমি সালাত ছেড়ে দাও। আর হায়য শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় কর।[১]

٢١١. بَابُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيْضِ -

২১১. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের রক্ত ধুয়ে ফেলা

٣٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتْ اِمْـرَأَةٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ اِحْـدَانَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّىْ فِيْهِ ٠

৩০১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)......আসমা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগলে কি করবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কারো কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগলে সে তা রগড়িয়ে, তারপর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে।

٣٠٢ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّىْ فِيْهِ ٠

৩০২ আস্বাগ (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের কারো হায়য হলে, পাক হওয়ার পর রক্ত রগড়িয়ে কাপড় পানি দিয়ে ধুয়ে সেই কাপড়ে তিনি সালাত আদায় করতেন।

٢١٢. بَابُ الْاِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ -

২১২. পরিচ্ছেদ ঃ 'মুস্তাহাযা'র ই'তিকাফ

٣٠٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ شَاهِيْنَ اَبُوْ بِشْرَ الْوَاسِطِىْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ

১. হায়য ও নিফাসের মেয়াদের অতিরিক্ত সময়কালীন রজঃস্রাবকে ইসতিহাযা এবং সে মহিলাকে মুস্তাহাযা বলা হয়। (আইনী ৩খ; ১৪২)

الدَّمِ وَزَعَمَ اَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ كَأَنَّ هَذَا شَىْءٌ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ ٠

৩০৩ ইসহাক ইব্‌ন শাহীন (র)......‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কোন এক স্ত্রী ইস্তিহাযার অবস্থায় ই‘তিকাফ করেন। তিনি রক্ত দেখতেন এবং স্রাবের কারণে প্রায়ই তাঁর নীচে একটি পাত্র রাখতেন। রাবী বলেন ঃ ‘আয়িশা (রা) হলুদ রঙের পানি দেখে বলেছেন, এ যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অমুক স্ত্রীর ইস্তিহাযার রক্ত।

٣٠٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَأَةٌ مِنْ اَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِىَ تُصَلِّىْ ٠

৩০৪ কুতায়বা (র)........‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কোন একজন স্ত্রী ই‘তিকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলদে পানি বের হতে দেখতেন আর তাঁর নীচে একটা পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং সে অবস্থায় সালাত আদায় করতেন।

٣٠٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِعْتَكَفَتْ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ ٠

৩০৫ মুসাদ্দাদ (র)......‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মু'ল-মু'মিনীনের একজন ইস্তিহাযা অবস্থায় ই‘তিকাফ করেছিলেন।

٢١٣. بَابُ هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِىْ ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيْهِ –

২১৩. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য অবস্থায় পরিহিত পোশাকে সালাত আদায় করা যায় কি?

٣٠٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِاِحْدَانَا اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَاِذَا اَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيْقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا ٠

৩০৬ আবূ নু‘আয়ম (র)...........‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের কারো একটির বেশী কাপড় ছিল না। তিনি হায়য অবস্থায়ও এই কাপড়খানিই ব্যবহার করতেন, তাতে রক্ত লাগলে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নখ দ্বারা রগড়িয়ে নিতেন।

٢١٤. بَابُ الطِّيْبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ –

২১৪. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার

٣٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ

اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ اِذَا اغْتَسَلَتْ اِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِيْ نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ اَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهٰى عَنْ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ·

৩০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল ওয়াহহাব (র)........উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে আমাদের তিন দিনের বেশী শোক পালন করা থেকে নিষেধ করা হতো। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন (শোক পালনের অনুমতি ছিল)। আমরা তখন সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না, ইয়েমেনের তৈরী রঙিন কাপড় ছাড়া অন্য কোন রঙিন কাপড় পরতাম না। তবে হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে আজফারের খোশ্‌বু মিশ্রিত বস্ত্রখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল। আর আমাদের জানাযার পেছনে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই বর্ণনা হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান (র) হাফসা (রা) থেকে, তিনি উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে বিবৃত করেছেন।

٢١٥. بَابُ دَلْكِ الْمَرْاَةِ نَفْسَهَا اِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَاْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ اَثَرَ الدَّمِ

২১৫. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের পরে পবিত্রতা অর্জনের সময় দেহ ঘষামাজা করা, গোসলের পদ্ধতি এবং মিশ্‌কযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করা

٣٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَاَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْ فَاجْتَبَذْتُهَا اِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِيْ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ ·

৩০৮ ইয়াহ্‌ইয়া (র).........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হায়যের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে গোসলের নিয়ম বলে দিলেন যে, এক টুকরা কস্তুরী লাগানো নেকড়া নিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা বললেন ঃ কিভাবে পবিত্রতা হাসিল করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তা দিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা (তৃতীয়বার) বললেন ঃ কিভাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! তা দিয়ে তুমি পবিত্রতা হাসিল কর। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তখন আমি তাকে টেনে আমার কাছে নিয়ে আসলাম এবং বললাম ঃ তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন বিশেষভাবে মুছে ফেল।

٢١٦. بَابُ غُسْلِ الْمَحِيْضِ -

২১৬. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের গোসলের বিবরণ

٣٠٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ

ﷺ كَيْفَ اَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ خُذِىْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِىْ ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَ قَالَ تَوَضَّئِىْ بِهَا فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ النَّبِىُّ ﷺ ·

৩০৯ মুসলিম (র)..........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি কিভাবে হায়যের গোসল করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এক টুকরা কস্তুরীযুক্ত নেকড়া লও এবং তিনবার ধুয়ে নাও। নবী ﷺ এরপর লজ্জাবশত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ তা দিয়ে তুমি পবিত্র হও। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম। তারপর তাকে নবী ﷺ-এর কথার মর্ম বুঝিয়ে দিলাম।

٢١٧. بَابُ اِمْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ -

২১৭. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো

٣١٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهْلَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتّٰى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَاِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَمْسِكِىْ عَنْ عُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ اَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِىْ مِنَ التَّنْعِيْمِ مَكَانَ عُمْرَتِىَ الَّتِىْ نَسَكْتُ ·

৩১০ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছিলাম। আমিও তাদেরই একজন ছিলাম যারা তামাত্তু'র[১] নিয়্যত করেছিল এবং সঙ্গে কুরবানীর পশু নেয়নি। তিনি বলেন ঃ তাঁর হায়য শুরু হয় আর আরাফা-এর রাত পর্যন্ত তিনি পাক হন নি। আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আজ তো আরাফার রাত, আর আমি হজ্জের সঙ্গে উমরারও নিয়্যত করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ মাথার বেণী খুলে ফেল, চুল আঁচড়াও আর উমরা থেকে বিরত থাক। আমি তা-ই করলাম। হজ্জ সমাধা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুর রহমান (রা)-কে 'হাস্‌বায়' অবস্থানের রাতে (আমাকে উমরা করানোর) নির্দেশ দিলেন। তিনি তান'ঈম থেকে আমাকে উমরা করালেন, যেখান থেকে আমি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিলাম।

٢١٨. بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيْضِ

২১৮. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের গোসলে চুল খোলা

٣١١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ

১. একই সফরে হজ্জ ও উমরা করা।

لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَاِنِّىْ لَوْلَا اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لَا هْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَاَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ ، وَاَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكُنْتُ اَنَا مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَاَدْرَكَنِىْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ دَعِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِحَجٍّ فَفَعَلْتُ حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ اَرْسَلَ مَعِىْ اَخِىْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَخَرَجْتُ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِىْ ، قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ شَيْئٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ .

৩১১ 'উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার সময় নিকটবর্তী হলে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যে উমরার ইহরাম বাঁধতে চায় সে তা করতে পারে। কারণ, আমি সাথে কুরবানীর পশু না আনলে উমরার ইহরামই বাঁধতাম। তারপর কেউ উমরার ইহরাম বাঁধলেন, আর কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন। আমি ছিলাম উমরার ইহরামকারীদের মধ্যে। আরাফার দিনে আমি ঋতুবতী ছিলাম। আমি নবী ﷺ-এর কাছে আমার অসুবিধার কথা বললাম । তিনি বললেন ঃ তোমার উমরা ছেড়ে দাও, মাথার বেণী খুলে চুল আঁচড়াও, আর হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আমি তাই করলাম। 'হাসবা' নামক স্থানে অবস্থানের রাতে নবী ﷺ আমার সাথে আমার ভাই আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে পাঠালেন। আমি তান'ঈমের দিকে বের হলাম। সেখানে পূর্বের উমরার পরিবর্তে ইহরাম বাঁধলাম। হিশাম (র) বলেন ঃ এসব কারণে কোন দম (কুরবানী) সওম বা সাদ্‌কা দিতে হয় নি।

٢١٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ –

২১৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী "পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি গোশ্‌ত পিণ্ড" (২২ ঃ ৫) প্রসঙ্গে

٣١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَارَبِّ مُضْغَةٌ ، فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَقْضِىَ خَلْقَهُ قَالَ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى ، شَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْاَجَلُ فَيُكْتَبُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ .

৩১২ মুসাদ্দাদ (র)........'আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের জন্যে একজন ফিরিশতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি (পর্যায়ক্রমে) বলতে থাকেন, হে রব! এখন বীর্য-আকৃতিতে আছে। হে রব! এখন জমাট রক্তে পরিণত হয়েছে। হে রব! এখন মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন জিজ্ঞাসা করেন ঃ পুরুষ, না স্ত্রী? সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগা ? রিযক ও বয়স কত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তার মাতৃগর্ভে থাকতেই তা লিখে দেওয়া হয়।

٢٢٠. بَابُ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ –

২২০. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী কিভাবে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে ?

٣١٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا

مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ ، وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ ، قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ اِلاَّ بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ اَنْ أَنْقُضَ رَأْسِيْ وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَضَيْتُ حَجِّيْ فَبَعَثَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ .

৩১৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)....... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় বের হয়েছিলাম। আমাদের কেউ ইহরাম বেঁধেছিল উমরার আর কেউ বেঁধেছিল হজ্জের। আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে ও কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, তারা যেন কুরবানী করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে তারা যেন হজ্জ পূর্ণ করে। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ এরপর আমার হায়য শুরু হয় এবং আরাফার দিনেও তা বহাল থাকে। আমি শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে মাথার বেণী খোলার, চুল আঁচড়িয়ে নেওয়ার এবং উমরার ইহরাম ছেড়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। পরে হজ্জ সমাধা করলাম। এরপর 'আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-কে আমার সাথে পাঠালেন। তিনি আমাকে তান'ঈম থেকে আমার আগের পরিত্যক্ত উমরার পরিবর্তে উমরা করতে নির্দেশ দিলেন।

٢٢١. بَابُ اِقْبَالِ الْمَحِيْضِ وَاِدْبَارِهِ –

وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ اِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُوْلُ لَا تَعْجَلْنَ حَتّٰى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، تُرِيْدُ بِذٰلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ ، وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ نِسَاءً يَدْعُوْنَ بِالْمَصَابِيْحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ اِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هٰذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ .

২২১. পরিচ্ছেদ ঃ হায়য শুরু ও শেষ হওয়া

স্ত্রীলোকেরা 'আয়িশা (রা)–এর কাছে কৌটায় করে তুলা পাঠাতো। তাতে হলুদ রং দেখলে 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ তাড়াহুড়া করো না, সাদা পরিষ্কার দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এ দ্বারা তিনি হায়য থেকে পবিত্রতা বোঝাতেন। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)–এর কন্যার কাছে সংবাদ এলো যে, স্ত্রীলোকেরা রাতের অন্ধকারে প্রদীপ চেয়ে নিয়ে হায়য থেকে পাক হলো কিনা তা দেখতেন। তিনি বললেন ঃ স্ত্রীলোকেরা (পূর্বে) এমনটি করতেন না। তিনি তাদের দোষারোপ করেন।

٣١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ ‏.

৩১৪ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনতে আবূ হুবাইশ (রা)-এর ইস্তিহাযা হতো। তিনি এ বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ হচ্ছে রগের রক্ত, হায়যের রক্ত নয়। সুতরাং হায়য শুরু হলে সালাত ছেড়ে দেবে। আর হায়য শেষ হলে গোসল করে সালাত আদায় করবে।

٢٢٢. بَابُ لاَ تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاَةَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ تَدَعُ الصَّلاَةَ

২২২. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যকালীন সালাতের কাযা নেই

জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ ও আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, (স্ত্রীলোক হায়যকালীন সময়ে) সালাত ছেড়ে দেবে

٣١٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ مُعَاذَةُ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِىْ اِحْدَانَا صَلاَتَهَا اِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ اَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ ‏.

৩১৫ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র)......মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা 'আয়িশা (রা)-কে বললেন ঃ আমাদের জন্য হায়যকালীন কাযা সালাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে চলবে কি না? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তুমি কি হারূরিয়্যা ?[১] আমরা নবী ﷺ-এর সময়ে ঋতুবতী হতাম কিন্তু তিনি আমাদের সালাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। অথবা তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন ঃ আমরা তা কাযা করতাম না।

٢٢٣. بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِىَ فِىْ ثِيَابِهَا

২২৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলার সংগে হায়যের কাপড় পরিহিত অবস্থায় একত্রে শয়ন

٣١٦ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَاَنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْخَمِيْلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِىْ فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَاَدْخَلَنِىْ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ قَالَتْ وَحَدَّثَتْنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ ‏.

---

১. খারিজীদের একটি দল যারা ঋতুবতীর জন্য সালাতের কাযা ওয়াজিব মনে করত। (আইনী, ৩খ, ৩০০ পৃ.)

৩১৬ সা'দ ইব্‌ন হাফস (র)........উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শায়িত অবস্থায় আমার হায়য দেখা দিল। তখন আমি চুপিসারে বেরিয়ে এসে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার কি হায়য শুরু হয়েছে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর চাদরের নীচে স্থান দিলেন। বর্ণনাকারী যয়নাব (র) বলেন : আমাকে উম্মে সালামা (রা) এও বলেছেন যে, নবী ﷺ রোযা রাখা অবস্থায় তাঁকে চুমু খেতেন। [উম্মে সালামা (রা) আরও বলেন] আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

٢٢٤. بَابُ مَنْ اَخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

২২৪. পরিচ্ছেদ : হায়যের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা

٣١٧ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِىْ خَمِيْلَةٍ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِىْ فَقَالَ اَنُفِسْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَاَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ .

৩১৭ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র)......উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক সময় আমি ও নবী ﷺ একই চাদরের নীচে শুয়েছিলাম। আমার হায়য শুরু হলো। তখন আমি চুপিসারে বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি হায়য আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে পড়লাম।

٢٢٥. بَابُ شُهُوْدِ الْحَائِضِ الْعِيْدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلّٰى

২২৫. পরিচ্ছেদ : ঋতুবতী মহিলাদের উভয় ঈদ ও মুসলমানদের দু'আর সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা

٣١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ ، قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا اَنْ يَخْرُجْنَ فِى الْعِيْدَيْنِ فَقَدِمَتْ اِمْرَاَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَبَنِىْ خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ اُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ اُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ اُخْتِىْ مَعَهُ فِىْ سِتٍّ قَالَتْ فَكُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمٰى وَنَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى فَسَاَلَتْ اُخْتِى النَّبِىَّ ﷺ اَعَلٰى اِحْدَانَا بَاْسٌ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَ تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ سَاَلْتُهَا اَسَمِعْتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ بِاَبِىْ نَعَمْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ اِلاَّ قَالَتْ بِاَبِىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ

وَالْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ اَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا .

৩১৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র).....হাফসা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা আমাদের যুবতীদের ঈদের সালাতে বের হতে নিষেধ করতাম। এক মহিলা বনূ খালাফের মহলে এসে পৌঁছলেন এবং তিনি তাঁর বোন থেকে বর্ণনা করলেন। তাঁর ভগ্নীপতি নবী ﷺ–এর সঙ্গে বারটি গায্‌ওয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমার বোনও তাঁর সঙ্গে ছয়টি গায্‌ওয়ায় শরীক ছিলেন। সেই বোন বলেন ঃ আমরা আহতদের পরিচর্যা ও অসুস্থদের সেবা করতাম। তিনি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমাদের কারো ওড়না না থাকার কারণে বের না হলে কোন অসুবিধা আছে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তার সাথীর ওড়না তাকে পরিয়ে দেবে, যাতে সে ভাল মজলিস ও মু'মিনদের দু'আয় শরীক হতে পারে। যখন উম্মে আতিয়্যা (রা) আসলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আপনি কি নবী ﷺ থেকে এরূপ শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। হাঁ, তিনি এরূপ বলেছিলেন। নবীর কথা আলোচিত হলেই তিনি বলতেন, "আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক।" আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যুবতী, পর্দানশীন ও ঋতুবতী মহিলারা বের হবে এবং ভাল স্থানে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশ গ্রহণ করবে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে। হাফসা (র) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ঋতুবতীও কি বেরুবে? তিনি বললেন ঃ সে কি 'আরাফাতে ও অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হবে না?

٢٢٦. بَابٌ اِذَا حَاضَتْ فِيْ شَهْرٍ ثَلاَثَ حَيْضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيْمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىٍّ وَشُرَيْحٍ اِنِ امْرَاَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةٍ اَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضٰى دِيْنُهُ اَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِىْ شَهْرٍ صُدِّقَتْ . وَقَالَ عَطَاءٌ اَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ . وَقَالَ عَطَاءٌ الْحَيْضُ يَوْمٌ اِلٰى خَمْسَ عَشْرَةَ . وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ سَاَلْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ اَيَّامٍ . قَالَ اَلنِّسَاءُ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ –

২২৬. পরিচ্ছেদ ঃ একই মাসে তিন হায়য হলে সম্ভাব্য হায়য ও গর্ভধারণের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের কথা গ্রহণযোগ্য। কারণ আল্লাহ্‌র ঘোষণা রয়েছে ঃ

وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ

মহিলাদের গর্ভে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়টি গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। (২ ঃ ২২৮)

হযরত 'আলী (রা) ও শুরায়হ্‌ (র) থেকে বর্ণিত, যদি মহিলার নিজ পরিবারের দীনদার কেউ

সাক্ষ্য দেয় যে, এ মহিলা মাসে তিনবার ঋতুবতী হয়েছে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। 'আতা (র) বলেন ঃ মহিলার হায়যের দিন গণনা করা হবে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী। ইবরাহীম (র)-ও অনুরূপ বলেন। 'আতা (র) আরো বলেন ঃ হায়য একদিন থেকে পনর দিন পর্যন্ত হতে পারে।[১] মু'তামির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন সীরীন (র)—কে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী হায়যের পাঁচ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও রক্ত দেখে? তিনি জবাবে বললেন ঃ এ ব্যাপারে মহিলারা ভাল জানে

৩১৯ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِىْ حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّىْ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ لاَ إِنَّ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلٰكِنْ دَعِى الصَّلاَةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِىْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ .

৩১৯ আহমদ ইব্‌ন আবূ রাজা' (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ইস্তিহাযা হয়েছে এবং পবিত্র হচ্ছি না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? নবী ﷺ বললেন ঃ না, এ হলো রগ-নির্গত রক্ত। তবে এরূপ হওয়ার আগে যতদিন হায়য হতো সে কয়দিন সালাত অবশ্যই ছেড়ে দাও। তারপর গোসল করে নিবে ও সালাত আদায় করবে।

٢٢٧. بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِىْ غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

২২৭. পরিচ্ছেদ ঃ হায়যের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা

৩২০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا .

৩২০ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র).......উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা মেটে ও হলুদ রং হায়যের মধ্যে গণ্য করতাম না।

٢٢٨. بَابُ عِرْقِ الْاِسْتِحَاضَةِ

২২৮. পরিচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযার শিরা

৩২১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ أُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ

১. বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র)—এর মত হলো হায়যের মুদ্দত কমপক্ষে তিন দিন এবং ঊর্ধ্বে দশ দিন। (আইনী, ৩খ, ৩০৯ পৃ.)

ذٰلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هٰذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ·

৩২১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির আল-হিযামী (র)…….নবী পত্নী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ উম্মে হাবীবা (রা) সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযাগ্রস্তা ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ এ শিরা-নির্গত রক্ত। এরপর উম্মে হাবীবা (রা) প্রতি সালাতের জন্য গোসল করতেন।[১]

২২৯. بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيْضُ بَعْدَ الْاِفَاضَةِ

২২৯. পরিচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রীলোকের হায়য শুরু হওয়া

৩২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا اَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوْا بَلَى قَالَ فَاخْرُجِىْ ·

৩২২ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)……নবী ﷺ-এর পত্নী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাফিয়্যা বিনত হুয়াইয়ের হায়য শুরু হয়েছে। তিনি বললেন ঃ সে তো আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে। সে কি তোমাদের সঙ্গে তাওয়াফে-যিয়ারত করেনি? তাঁরা জবাব দিলেন, হাঁ করেছেন। তিনি বললেন ঃ তা হলে বের হও।

৩২৩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ اَنْ تَنْفِرَ اِذَا حَاضَتْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ فِىْ اَوَّلِ اَمْرِهِ اِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ تَنْفِرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ ·

৩২৩ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র)……….'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (তাওয়াফে যিয়ারতের পর) মহিলার হায়য হলে তার চলে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এর আগে হযরত ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন ঃ সে যেতে পারবে না। তারপর তাঁকে বলতে শুনেছি যে, সে যেতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য (যাওয়ার) অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৩০. بَابُ اِذَا رَاَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَيَاْتِيْهَا زَوْجُهَا اِذَا صَلَّتْ اَلصَّلاَةُ اَعْظَمُ

২৩০. পরিচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিহাযাগ্রস্তা নারীর পবিত্রতা দেখা

১. প্রকৃতপক্ষে মুস্তাহাযার জন্য প্রতি সালাতে গোসল ওয়াজিব নয়। তবে তিনি হয়ত নিজ ধারণায় গোসল করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন অথবা রোগের প্রকোপ কমার জন্য এরূপ করছিলেন। (উমদাতুল ক্বারী, ৩খ, পৃ. ৩১১)

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুস্তাহাযা দিনের কিছু সময়ের জন্য হলেও পবিত্রতা দেখলে গোসল করবে ও সালাত আদায় করবে। আর সালাত আদায় করার পর তার স্বামী তার সাথে মিলতে পারে। কারণ, সালাতের গুরুত্ব অত্যধিক

٣٢٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ ·

৩২৪ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)...'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ হায়য দেখা দিলে সালাত ছেড়ে দাও আর হায়যের সময় শেষ হয়ে গেলে রক্ত ধুয়ে নাও এবং সালাত আদায় কর।

٢٣١. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

২৩১. পরিচ্ছেদ ঃ নিফাস অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের সালাতে জানাযা ও তার পদ্ধতি

٣٢٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِيْ بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسْطَهَا ·

৩২৫ আহমদ ইব্‌ন সুরায়জ (র)........সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন প্রসূতী মহিলা মারা গেলে নবী ﷺ তার জানাযা পড়লেন। সালাতে তিনি মহিলার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

٢٣٢. بَابٌ

২৩২. পরিচ্ছেদ

٣٢٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ اِسْمُهُ الْوَضَّاحُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا كَانَتْ تَكُوْنُ حَائِضًا لَا تُصَلِّيْ وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلَى خُمْرَتِهِ اِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ بَعْضُ ثَوْبِهِ ·

৩২৬ হাসান ইব্‌ন মুদরিক (র)........'আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর পত্নী মায়মূনা (রা) থেকে শুনেছি যে, তিনি হায়য অবস্থায় সালাত আদায় করতেন না; তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সিজদার জায়গায় সোজাসুজি শুয়ে থাকতেন। নবী ﷺ তাঁর চাটাইয়ে সালাত আদায় করতেন। সিজদা করার সময় তাঁর কাপড়ের অংশ আমার (মায়মূনার) গায়ে লাগতো।

كِتَابُ التَّيَمُّمِ

তায়াম্মুম অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ التَّيَمُّمِ

তায়াম্মুম অধ্যায়

٢٣٣. بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ .

২৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ .

"এবং তোমরা পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমরা তোমাদের মুখ ও হাতে বুলাবে " (৪ ঃ ৪৩)

٣٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَاَتَى النَّاسُ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلاَتَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيْ قَدْنَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَلاَ يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذِيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .

৩২৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কোন এক সফরে বেরিয়েছিলাম। যখন আমরা 'বায়যা' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে হারের খোঁজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে ছিলেন না। তখন লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ 'আয়িশা কি করেছেন আপনি কি দেখেন নি? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে নেই এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। আবূ বকর (রা) আমার নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঊরুর উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই। এবং তাদের সাথেও পানি নেই। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ আবূ বকর আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে লাগলেন। আমার ঊরুর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। তারপর সবাই তায়াম্মুম করে নিলেন। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) বললেন ঃ হে আবূ বকরের পরিবারবর্গ ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি আমার হারখানা তার নীচে পড়ে আছে।

٣٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِيْ ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِيْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَاُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ ، وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً .

৩২৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান ও সা'ঈদ ইব্‌ন নায্‌র (র).......জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকেও দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়; (২) সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কোন লোক ওয়াক্‌ত হলেই সালাত আদায় করতে পারবে; (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি; (৪) আমাকে (ব্যাপক) শাফা'আতের অধিকার দেওয়া হয়েছে ; (৫) সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য।

٢٣٤. بَابُ اِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

২৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ পানি ও মাটি পাওয়া না গেলে

٣٢٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا ، فَوَ اللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا .

৩২৯ যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সময়ে (তাঁর বোন) আসমা (রা)-এর হার ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। (পথিমধ্যে) হারখানা হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটির খোঁজে লোক পাঠালেন। তিনি এমন সময় হারটি পেলেন, যখন তাঁদের সালাতের ওয়াক্‌ত হয়ে গিয়েছিল অথচ তাঁদের কাছে পানি ছিল না। তাঁরা সালাত আদায় করলেন। তারপর বিষয়টি তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। সেজন্য উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) 'আয়িশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যে কোন অপসন্দনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তাতেই আল্লাহ তা'আলা আপনার ও সমস্ত মুসলমানের জন্যে কল্যাণ রেখেছেন।

٢٣٥. بَابُ التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِى الْمَرِيْضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ وَاَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ اَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ .

২৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুকীম অবস্থায় পানি না পেলে এবং সালাত ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে তায়াম্মুম করা

'আতা (র)—এর অভিমতও তাই। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যে রোগীর কাছে পানি আছে কিন্তু তার কাছে তা পৌঁছানোর কোন লোক না থাকে, তবে সে তায়াম্মুম করবে। ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁর জুরুফ নামক স্থানের জমি থেকে ফেরার সময় 'মারবাদুন্না'আম'—এ পৌঁছলে আসরের সময় হয়ে যায়। তখন তিনি (তায়াম্মুম করে) সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি মদীনা পৌঁছলেন। তখনো সূর্য উপরে ছিল। কিন্তু তিনি সালাত পুনরায় আদায় করলেন না

٣٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبِىْ جُهَيْمِ بْنِ

الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ اَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

৩৩০ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র).......আবূ জুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ (মদীনার নিকটস্থ) 'বি'রে জামাল' থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির দেখা হলো। লোকটি তাঁকে সালাম করলো। নবী ﷺ জওয়াব না দিয়ে দেয়ালের কাছে অগ্রসর হয়ে তাতে (হাত মেরে) নিজ চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করে নিলেন, তারপর সালামের জওয়াব দিলেন।

٢٣٦. بَابُ الصَّعِيْدِ لِلتَّيَمُّمِ هَلْ يَنْفُخُ فِيْ يَدَيْهِ بَعْدَ مَا يَضْرِبُ بِهِمَا

২৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হস্তদ্বয়ে ফুঁ দেওয়া

٣٣١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّى اَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَجْنَبْنَا ، فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৩৩১ আদম (র)......সা'ঈদ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা তাঁর পিতা ['আবদুর রহমান (রা)] থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে জানতে চাইল ঃ একবার আমার গোসলের প্রয়োজন হল অথচ আমি পানি পেলাম না। তখন 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) 'উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে বললেন ঃ আপনার কি সেই ঘটনা স্মরণ আছে যে, এক সময় আমরা দু'জন সফরে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল। এ বলে নবী ﷺ দু' হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মসেহ করলেন।

٢٣٧. بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

২৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডলে ও হস্তদ্বয়ে তায়াম্মুম করা

٣٣٢ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِى الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهٰذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ ثُمَّ اَدْنَاهُمَا مِنْ فِيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ، وَقَالَ النَّضْرُ اَخْبَرَنَا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ اِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ ٠

৩৩২ হাজ্জাজ (র)......'আবদুর রহমান ইবন আবযা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আম্মার (রা)-ও এ কথা (যা পূর্বের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে তা) বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) নিজের হস্তদ্বয় মাটিতে মেরে মুখের কাছে নিলেন (ফুঁ দিলেন)। তারপর নিজের চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করলেন। নাযর (র) শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٣٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِىْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيْهِمَا ٠

৩৩৩ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)......ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন আব্যা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ('আবদুর রহমান) 'উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন, আর 'আম্মার (রা) তাঁকে বলেছিলেন ঃ আমরা এক অভিযানে গিয়েছিলাম, আমরা উভয়ই জুনুবী হয়ে পড়লাম। উক্ত রেওয়ায়েতে হাত দু'টোতে ফুঁ দেয়ার বর্ণনা نفخ فيهما -এর স্থলে تفل فيهما বলেছেন। উভয়েই সমার্থক।

٣٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَكْفِيْكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ٠

৩৩৪ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র)......'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আম্মার (রা) 'উমর (রা)-কে বলেছিলেন ঃ (আমি তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে) মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ চেহারা ও হাত দু'টো মসেহ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

٣٣٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ٠

৩৩৫ মুসলিম (ইব্ন ইব্রাহীম) (র)...... 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, 'আম্মার (রা) তাঁকে বললেন,... এরপর রাবী পূর্বের হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٣٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ٠

৩৩৬ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)......ইবন 'আবদুর রহমান ইব্ন আবযা তাঁর পিতা ('আবদুর রহমান) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আম্মার (রা) বলেছেন ঃ নবী ﷺ মাটিতে হাত মারলেন এবং তাঁর চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করলেন।

٢٣٨. بَابُ الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيْهِ مِنَ الْمَاءِ

وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَاَمَّ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ ، وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى السَّبْخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا -

২৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ পাক মাটি মুসলিমদের উযূর পানির স্থলবর্তী। পবিত্রতার জন্য পানির পরিবর্তে এটাই যথেষ্ট

হাসান (র) বলেন ঃ হাদস না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য তায়াম্মুমই যথেষ্ট। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) তায়াম্মুম করে ইমামতি করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) বলেন ঃ লোনা ভূমিতে সালাত আদায় করা বা তাতে তায়াম্মুম করায় কোন বাধা নেই

٣٣٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَاِنَّا اَسْرَيْنَا حَتّٰى كُنَّا فِيْ اُخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلاَ وَقْعَةَ اَحْلٰى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا اَيْقَظَنَا اِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ ، وَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ يُسَمِّيْهِمْ أَبُوْ رَجَاءٍ فَنَسِىَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا نَامَ لَمْ يُوْقَظْ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِاَنَّا لاَنَدْرِيْ مَا يَحْدُثُ لَهُ فِيْ نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأٰى مَا اَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلاً جَلِيْدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتّٰى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا اِلَيْهِ الَّذِيْ اَصَابَهُمْ قَالَ لاَضَيْرَ اَوْ لاَ يَضِيْرُ اِرْتَحِلُوْا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوْءِ فَتَوَضَّأَ وَ نُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكٰى اِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا كَانَ يُسَمِّيْهِ اَبُوْ رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا اِمْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ اَوْ سَطِيْحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلٰى بَعِيْرٍ لَهَا فَقَالاَ لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِيْ بِالْمَاءِ اَمْسِ هٰذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوْفًا قَالاَ لَهَا انْطَلِقِيْ اِذًا قَالَتْ اِلٰى اَيْنَ قَالاَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتِ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالاَ هُوَ الَّذِيْ تَعْنِيْنَ فَانْطَلِقِيْ فَجَاءَا بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوْهَا عَنْ بَعِيْرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِاِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيْهِ مِنْ اَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ اَوْسَطِيْحَتَيْنِ وَ اَوْكَأَ اَفْوَاهَهُمَا

وَ أَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوْا وَاسْتَقُوْا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ اٰخِرُ ذَاكَ اَنْ اَعْطَى الَّذِيْ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ اِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ اِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ اُقْلِعَ عَنْهَا وَاِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْنَا اَنَّهَا اَشَدُّ مِلاَةً مِنْهَا حِيْنَ ابْتَدَا فِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِجْمَعُوْا لَهَا فَجَمَعُوْا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَ دُقَيْقَةٍ وَسُوَيْقَةٍ حَتّٰى جَمَعُوْا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوْهَا فِيْ ثَوْبٍ وَحَمَلُوْهَا عَلَى بَعِيْرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِيْنَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ هُوَ الَّذِيْ أَسْقَانَا فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوْا مَاحَبَسَكِ يَافُلاَنَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِيْ رَجُلاَنِ فَذَهَبَابِيْ اِلَى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَاَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هٰذِهِ وَهٰذِهِ وَقَالَتْ بِاِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا اِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ اَوْ اِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ ذٰلِكَ يُغِيْرُوْنَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلاَ يُصِيْبُوْنَ الصِّرْمَ الَّذِيْ هِيَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا اُرَى اَنَّ هٰؤُلاَءِ الْقَوْمَ قَدْ يَدْعُوْنَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْاِسْلاَمِ فَأَطَاعُوْهَا فَدَخَلُوْا فِي الْاِسْلاَمِ .

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِيْنٍ اِلٰى غَيْرِهِ - وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِئِيْنَ فِرْقَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ الزَّبُوْرَ - اَصْبُ اَمِلْ .

৩৩৭ মুসাদ্দাদ (র).......'ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমরা রাতে চলতে চলতে শেষরাতে এক স্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। মুসাফিরের জন্যে এর চাইতে মধুর ঘুম আর হতে পারে না। (আমরা এমন ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম যে,) সূর্যের তাপ ছাড়া অন্য কিছু আমাদের জাগাতে পারেনি। সর্বপ্রথম জাগলেন অমুক, তারপর অমুক, তারপর অমুক। (রাবী) আবূ রাজা' (র) তাঁদের সবাইর নাম নিয়েছিলেন কিন্তু 'আওফ (র) তাঁদের নাম মনে রাখতে পারেন নি। চতুর্থবারে জেগে উঠা ব্যক্তি ছিলেন 'উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)। নবী ﷺ ঘুমালে আমরা কেউ তাঁকে জাগাতাম না, যতক্ষণ না তিনি নিজেই জেগে উঠতেন। কারণ নিদ্রাবস্থায় তাঁর উপর কি অবতীর্ণ হচ্ছে তা তো আমাদের জানা নেই। 'উমর (রা) জেগে যখন মানুষের অবস্থা দেখলেন, আর তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি-- উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে শুরু করলেন। তিনি ক্রমাগত উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে থাকলেন। এমন কি তাঁর শব্দে নবী ﷺ জেগে উঠলেন। তখন লোকেরা তাঁর কাছে ওযর পেশ করলো। তিনি বললেন ঃ কোন ক্ষতি নেই বা বললেনঃ কোন ক্ষতি হবে না। এখান থেকে চল। তিনি চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে থামলেন। উযূর পানি আনালেন এবং উযূ করলেন। সালাতের আযান দেওয়া হলো। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি পৃথক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি লোকদের সাথে সালাত আদায় করেন নি। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে অমুক ! তোমাকে লোকদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন ঃ আমার উপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ পানি নেই। তিনি বললেন ঃ পবিত্র

মাটি নাও (তায়াম্মুম কর), এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। নবী ﷺ পুনরায় সফর শুরু করলেন। লোকেরা তাঁকে পিপাসার কষ্ট জানালো। তিনি অবতরণ করলেন, তারপর অমুক ব্যক্তিকে ডাকলেন। (রাবী) আবূ রাজা' (র) তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু 'আওফ (র) তা ভুলে গিয়েছেন। তিনি 'আলী (রা)-কেও ডাকলেন। তারপর উভয়কেই পানি খুঁজে আনতে বললেন। তাঁরা পানির খোঁজে বের হলেন। তাঁরা পথে এক মহিলাকে দুই মশক পানি উটের উপর করে নিতে দেখলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পানি কোথায় ? সে বললো ঃ গতকাল এ সময়ে আমি পানির নিকটে ছিলাম। আমার গোত্র পেছনে রয়ে গেছে। তাঁরা বললেন ঃ এখন আমাদের সঙ্গে চলো। সে বললো ঃ কোথায় ? তাঁরা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট। সে বললো ঃ সেই লোকটির কাছে যাকে সাবি' (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলা হয়? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ, তোমরা যাকে এই বলে থাক। আচ্ছা, এখন চল। তাঁরা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। 'ইমরান (রা) বলেন ঃ লোকেরা স্ত্রীলোকটিকে তার উট থেকে নামালেন। তারপর নবী ﷺ একটি পাত্র আনতে বললেন এবং উভয় মশকের মুখ খুলে তাতে পানি ঢাললেন এবং সেগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর সে মশকের নীচের মুখ খুলে দিয়ে লোকদের মধ্যে পানি পান করার ও জন্তু-জানোয়ারকে পানি পান করানোর ঘোষণা দিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে যার ইচ্ছা পানি পান করলেন ও জন্তুকে পান করালেন। অবশেষে যে ব্যক্তির গোসলের দরকার ছিল, তাকেও এক পাত্র পানি দিয়ে নবী ﷺ বললেন ঃ এ পানি নিয়ে যাও এবং গোসল সার। ঐ মহিলা দাঁড়িয়ে দেখছিলো যে, তার পানি নিয়ে কী করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম! যখন তার থেকে পানি নেয়া শেষ হ'ল তখন আমাদের মনে হ'ল, মশকগুলো পূর্বাপেক্ষা অধিক ভর্তি। তারপর নবী ﷺ বললেন ঃ মহিলার জন্যে কিছু একত্র কর। লোকেরা মহিলার জন্যে আজওয়া (বিশেষ খেজুর), আটা ও ছাতু এনে একত্র করলেন। যখন তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী জমা করলেন, তখন তা একটা কাপড়ে বেঁধে মহিলাকে উটের উপর সওয়ার করালেন এবং তার সামনে কাপড়ে বাঁধা গাঁঠরিটি রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি জান যে, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করিনি ; বরং আল্লাহ তা'আলাই আমাদের পানি পান করিয়েছেন। এরপর সে তার পরিজনের কাছে ফিরে গেল। তার বেশ দেরী হয়েছিল। পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে অমুক ! তোমার এত দেরী হল কেন? উত্তরে সে বলল ঃ একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা! দু'জন লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তারা আমাকে সেই লোকটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে সাবি' বলা হয়। আর সেখানে সে এ সব করল। এ বলে সে মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল দিয়ে আসমান ও যমীনের দিকে ইশারা করে বলল, আল্লাহ্‌র কসম ! সে এ দু'টির মধ্যে সবচাইতে বড় জাদুকর, নয় তো সে বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র রাসূল। এ ঘটনার পর মুসলিমরা ঐ মহিলার গোত্রের আশপাশের মুশরিকদের উপর হামলা করতেন কিন্তু মহিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত গোত্রের কোন ক্ষতি করতেন না। একদিন মহিলা নিজের গোত্রকে বলল ঃ আমার মনে হয়, তারা ইচ্ছা করে তোমাদের নিষ্কৃতি দিচ্ছে। এ সব দেখে কি তোমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তারা সবাই মহিলাটির কথা মেনে নিল এবং ইসলামে দাখিল হয়ে গেল।

আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ صباء শব্দের অর্থ নিজের দীন ছেড়ে অন্যের দীন গ্রহণ করা। আবুল 'আলিয়া (র) বলেন ঃ صابئين হচ্ছে আহলে কিতাবের একটা দল, যারা যবূর কিতাব পড়ে থাকে। اصب শব্দের[১] অর্থ ঝুঁকে পড়া।

১.সূরা ইউসুফের ৩৩ নং আয়াতে এ শব্দটি এসেছে।

٢٣٩. بَابٌ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ ،

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاَ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ

২৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির, মৃত্যুর বা তৃষ্ণার্ত থেকে যাওয়ার আশংকা বোধ হলে তায়াম্মুম করা

বর্ণিত আছে যে, এক শীতের রাতে 'আমর ইব্‌নু'ল 'আস্ (রা) জুনুবী হয়ে পড়লে তায়াম্মুম করলেন। আর (এ প্রসঙ্গে) তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪ ঃ ২৯)

এরপর নবী ﷺ—এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করা হলে তিনি তাকে দোষারোপ করেন নি

٣٣٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لاَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

৩৩৮ বিশর ইব্‌ন খালিদ (র).....আবূ ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা (রা) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ (জুনুবী) পানি না পেলে কি সালাত আদায় করবে না? 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ হাঁ, আমি এক মাসও যদি পানি না পাই তবে সালাত আদায় করব না। এ ব্যাপারে যদি লোকদের অনুমতি দেই তা হলে তারা একটু শীত বোধ করলেই এরূপ করতে থাকবে। অর্থাৎ তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ তাহলে 'উমর (রা)-এর সামনে 'আম্মার (রা)-এর কথার তাৎপর্য কি হবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'উমর (রা) 'আম্মার (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে আমি মনে করি না।

٣٣٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ فَمَا دَرَى

عَبْدُ اللّٰهِ مَا يَقُوْلُ فَقَالَ اِنَّا لَوْرَخَّصْنَا لَهُمْ فِىْ هٰذَا لَاَوْشَكَ اِذَا بَرَدَ عَلَى اَحَدِهِمُ الْمَاءَ اَنْ يَّدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيْقٍ فَاِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللّٰهِ لِهٰذَا قَالَ نَعَمْ ٠

৩৩৯ 'উমর ইব্‌ন হাফস্ (র)......শাকীক ইব্‌ন সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ ও আবূ মূসা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তাঁকে আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ হে আবূ 'আবদুর রহমান। কেউ জুনুবী হলে যদি পানি না পায় তবে কি করবে? তখন 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ পানি না পাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ তা হলে 'আম্মার (রা)-এর কথার উত্তরে আপনি কি বলবেন? তাঁকে যে নবী ﷺ বলেছিলেন (তায়াম্মুম করে নেয়া) তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাস'ঊদ) (রা) বললেন ঃ তুমি দেখ না 'উমর (রা) 'আম্মারের এই কথায় সন্তুষ্ট ছিলেন না? আবূ মূসা (রা) পুনরায় বললেন ঃ 'আম্মারের কথা বাদ দিলেও তায়াম্মুমের আয়াতের কী ব্যাখ্যা করবেন? 'আবদুল্লাহ (রা) এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি তবুও বললেন ঃ আমরা যদি লোকদের তার অনুমতি দিয়ে দেই তাহলে আশঙ্কা হয়, কারো কাছে পানি ঠাণ্ডা মনে হলেই তায়াম্মুম করবে। রাবী আ'মাশ (র) বলেন ঃ আমি শাকীক (র)-কে প্রশ্ন করলাম, "আবদুল্লাহ (রা) এ কারণে কি তায়াম্মুম অপসন্দ করেছিলেন?" তিনি বললেন ঃ হাঁ।

٢٤٠. بَابُ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

২৪০. পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা

٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى لَوْ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، اَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّى، قَالَ فَقَالَ عَبْدِ اللّٰهِ لَايَتَيَمَّمُ وَاِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِىْ هٰذَا لَاَوْشَكُوْا اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَّتَيَمَّمُوْا الصَّعِيْدَ قُلْتُ وَاِنَّمَا كَرِهْتُمْ هٰذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ اَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى

اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِىْ اَنَا وَاَنْتَ فَاَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيْدِ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً ۔

৩৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র).....শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাস'উদ) ও আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। আবূ মূসা (রা) 'আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন ঃ কোন ব্যক্তি জুনুবী হলে সে যদি এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়, তা হলে কি সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে না? শাকীক (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ একমাস পানি না পেলেও সে তায়াম্মুম করবে না। তখন তাঁকে আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ তাহলে সূরা মায়িদার এ আয়াত সম্পর্কে কি করবেন যে, "পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে" (৫ ঃ ৬)। 'আবদুল্লাহ (রা) জওয়াব দিলেন ঃ মানুষকে সেই অনুমতি দিলে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে যে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই লোকেরা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। আমি বললাম ঃ আপনারা এ জন্যেই কি তা অপসন্দ করেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আবূ মূসা (রা) বললেন ঃ আপনি কি 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সম্মুখে 'আম্মার (রা)-এর এ কথা শোনেন নি যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সফরে আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম এবং পানি পেলাম না। এজন্য আমি জন্তুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি বিবৃত করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল—এই বলে তিনি দু' হাত মাটিতে মারলেন, তারপর তা ঝেড়ে নিলেন এবং তা দিয়ে তিনি বাম হাতে ডান হাতের পিঠ মসেহ করলেন কিংবা রাবী বলেছেন, বাম হাতের পিঠ ডান হাতে মসেহ করলেন। তারপর হাত দুটো দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মসেহ করলেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ আপনি দেখেন নি যে, 'উমর (রা) 'আম্মার (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হন নি? ইয়া'লা (র) আ'মাশ (র) থেকে এবং তিনি শাকীক (র) থেকে আরো বলেছেন যে, তিনি বললেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ (রা) ও আবূ মূসা (রা)-এর কাছে হাযির ছিলাম; আবূ মূসা (রা) বলেছিলেন ঃ আপনি 'উমর (রা) থেকে 'আম্মারের এ কথা শোনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ও আপনাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি জুনুবী হয়ে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে এ বিষয় তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার জন্যে এই যথেষ্ট ছিল—এ বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দু' হাত একবার মসেহ করলেন?

٢٤١. بَابٌ

২৪১. পরিচ্ছেদ

٣٤١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ ۔

৩৪১ আবদান (র)........আবূ রাজা' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন আল-খুযা'ঈ (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে জামা'আতে সালাত আদায় না করে পৃথক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন ঃ হে অমুক! তুমি জামা'আতে সালাত আদায় করলে না কেন? লোকটি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু পানি নেই। তিনি বললেন ঃ তুমি পবিত্র মাটির ব্যবহার (তায়াম্মুম) করবে। তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

সালাত অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

সালাত অধ্যায়

٢٤٢. بَابٌ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ فِي الْاِسْرَاءِ-

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فِيْ حَدِيْثِ هِرَقْلَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ-

২৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মি'রাজে কিভাবে সালাত ফরয হলো?

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমার কাছে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) হিরাকল—এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, নবী ﷺ আমাদেরকে সালাত, সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছেন

٣٤٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُوْ ذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِيْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهُ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ اِفْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ . فَقَالَ أَأُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فُتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ لِجِبْرِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اٰدَمُ وَهٰذِهِ الْاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ عَنْ

يَّمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى حَتّٰى عَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُ فَفُتِحَ ، قَالَ اَنَسٌ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِى السَّمٰوَاتِ اٰدَمَ وَ اِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ اٰدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، وَاِبْرَاهِيْمَ فِىْ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِىِّ ﷺ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِىِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِىِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قَالَ هٰذَا عِيْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِىِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِىْ ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى اُمَّتِىْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى ، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلٰى اُمَّتِكَ ، قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعِ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعَنِىْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى ، قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَالِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُهُ ، فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ ، فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِىْ حَتَّى انْتَهٰى بِىْ اِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَا اَدْرِىْ مَا هِىَ ، ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ ، وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ .

৩৪২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ যার্ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার ঘরের ছাদ খুলে দেওয়া হ'ল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। তারপর জিব্রীল ('আ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা যমযমের পানি দিয়ে ধুইলেন। এরপর হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তারপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে চললেন। যখন দুনিয়ার আসমানে পৌছলাম, তখন জিব্রীল ('আ) আসমানের রক্ষককে বললেন ঃ দরযা খোল। তিনি বললেন ঃ কে ? উত্তর দিলেন ঃ আমি জিব্রীল। আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। তিনি আবার বললেন ঃ তাঁকে কি আহবান করা হয়েছে? তিনি

উত্তরে বললেন ঃ হাঁ। তারপর আসমান খোলা হলে আমরা প্রথম আসমানে উঠলাম। সেখানে দেখলাম, এক লোক বসে আছেন এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি তাঁর ডান পাশে রয়েছে এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি বাম পাশেও রয়েছে। যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন, হাসছেন আর যখন বাঁ দিকে তাকাচ্ছেন, কাঁদছেন। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে নেক সন্তান! আমি জিব্‌রীল ('আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইনি কে? তিনি বললেন ঃ ইনি আদম ('আ)। আর তাঁর ডানে ও বাঁয়ে তাঁর সন্তানদের রূহ। ডান দিকের লোকেরা জান্নাতী আর বাঁ দিকের লোকেরা জাহান্নামী। এজন্য তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন আর বাঁ দিকে তাকালে কাঁদেন। তারপরে জিব্‌রীল ('আ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে উঠলেন। সেখানে উঠে রক্ষককে বললেন ঃ দরযা খোল। তখন রক্ষক প্রথম আসমানের রক্ষকের অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। তারপর দরযা খুলে দিলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ এরপর আবূ যার্‌ বলেন ঃ তিনি (নবী ﷺ) আসমানসমূহে আদম ('আ), ইদরীস ('আ), মূসা ('আ), 'ঈসা ('আ) ও ইব্‌রাহীম ('আ)-কে পেলেন। আবূ যার্‌ (রা) তাঁদের অবস্থান নির্দিষ্টভাবে বলেন নি। কেবল এতটুকু বলেছেন যে, নবী ﷺ আদম ('আ)-কে প্রথম আসমানে এবং ইব্‌রাহীম ('আ)-কে ষষ্ঠ আসমানে পেয়েছেন। আনাস (রা) বলেন ঃ যখন জিব্‌রীল ('আ) নবী ﷺ-কে ইদরীস ('আ)-এর পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ইদরীস ('আ) বললেন ঃ খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইনি কে? জিব্‌রীল ('আ) বললেন ঃ ইনি ইদরীস ('আ)। তারপর আমি মূসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ ! পুণ্যবান নবী ও নেক ভাই। আমি বললাম ঃ ইনি কে? জিব্‌রীল ('আ) বললেন ঃ মূসা ('আ)। তারপর আমি ঈসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই ! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? জিব্‌রীল ('আ) বললেন ঃ ইনি ঈসা ('আ)। তারপর ইবরাহীম ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ ! পুণ্যবান নবী ও নেক সন্তান! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইনি কে? জিব্‌রীল ('আ) বললেন ঃ ইনি ইব্‌রাহীম ('আ)। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন যে, ইব্‌ন হাযম আমাকে খবর দিয়েছেন ইব্‌ন 'আব্বাস ও আবূ হাব্বা আনসারী (র) উভয়ে বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তারপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হ'ল, আমি এমন এক সমতল স্থানে উপনীত হলাম, যেখান থেকে কলমের লেখার শব্দ শুনতে পেলাম। ইব্‌ন হাযম (র) ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্‌ত সালাত ফরয করে দিলেন। আমি এ নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন মূসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মূসা ('আ) বললেন ঃ আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ্ কী ফরয করেছেন? আমি বললাম ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্‌ত সালাত ফরয করেছেন। তিনি বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান, কারণ আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ্ পাক কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা ('আ)-এর কাছে আবার গেলাম আর বললাম ঃ কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হলো। আবারও মূসা ('আ)-এর কাছে গেলাম, এবারও তিনি বললেন ঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি আবার গেলাম, তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ এই পাঁচই (সওয়াবের দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (গণ্য হবে)। আমার কথার কোন

পরিবর্তন নেই। আমি আবার মূসা ('আ)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেন ঃ আপনার রবের কাছে আবার যান। আমি বললাম ঃ আবার আমার রবের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তারপর জিব্‌রীল ('আ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে ঢাকা ছিল, যার তাৎপর্য আমার জানা ছিল না। তারপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি দেখলাম তাতে মুক্তার হার রয়েছে আর তার মাটি কস্তুরী।

٣٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِىْ صَلَاةِ الْحَضَرِ ·

৩৪৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......উম্মু'ল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মুকীম অবস্থায় ও সফরে দুই রাক'আত করে সালাত ফরয করেছিলেন। পরে সফরের সালাত পূর্বের মত রাখা হল আর মুকীম অবস্থার সালাত বৃদ্ধি করা হ'ল।

٢٤٣. بَابُ وُجُوْبِ الصَّلَاةِ فِى الثِّيَابِ

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَمَنْ صَلّٰى مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ – فِىْ اِسْنَادِهِ نَظَرٌ ، وَمَنْ صَلّٰى فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامِعُ فِيْهِ مَالَمْ يَرَ فِيْهِ اَذًى ، وَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ لَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ –

২৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন – خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে (৭ ঃ ৩১)। এক বস্ত্র শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করা। সালামা ইব্‌নুল আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা জামায় বোতাম লাগিয়ে নাও এমন কি কাঁটা দিয়ে হলেও। এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে কথা আছে। যে কাপড় পরে স্ত্রী সহবাস করা হয়েছে তাতে কোন নাপাকি দেখা না গেলে তা পরিধান করে সালাত আদায় করা যায়। আর নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, উলঙ্গ অবস্থায় যেন কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ না করে

٣٤٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ

مُصَلاَّهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ احْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَتْنَا اُمُّ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهٰذَا ٠

৩৪৪ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ঈদের দিনে ঋতুবতী এবং পর্দানশীন মহিলাদের বের করে আনার নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা মুসলমানদের জামা'আত ও দু'আয় শরীক হতে পারে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলারা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে। এক মহিলা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি বললেন ঃ তার সাথীর উচিত তাকে নিজের ওড়না থেকে পরিয়ে দেওয়া।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাজা' (র) সূত্রে উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি।

٢٤٤. بَابُ عَقْدِ الْاِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلاَةِ

وَقَالَ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ صَلَّوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَاقِدِىْ اُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ

২৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে কাঁধে তহবন্দ বাঁধা

আর আবূ হাযিম (র) সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম নবী ﷺ –এর সঙ্গে তহবন্দ কাঁধে বেঁধে সালাত আদায় করেছিলেন

٣٤٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِىْ اِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّى فِىْ اِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِيَرَانِىْ أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَاَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ ٠

৩৪৫ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)........মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা জাবির (রা) কাঁধে তহবন্দ বেঁধে সালাত আদায় করেন। আর তাঁর কাপড় (জামা) আলনায় রক্ষিত ছিল। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললো ঃ আপনি যে এক তহবন্দ পরে সালাত আদায় করলেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমার মত আহাম্মকদের দেখানোর জন্যে আমি এরূপ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর যুগে আমাদের মধ্যে কারই বা দু'টো কাপড় ছিল?

٣٤٦ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ اَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ ٠

৩৪৬ মুতার্‌রিফ আবূ মুস'আব (র).......মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জাবির (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٤٥. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْ حَدِيْثِهِ اَلْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الْاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ اِلْتَحَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِثَوْبٍ لَهُ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ

২৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা

যুহরী (র) তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, مُلْتَحِفُ –এর অর্থ مُتَوَشِّحُ –অর্থাৎ যে চাদরের উভয় অংশ বিপরীত কাঁধে রাখে। এভাবে কাঁধের উপর চাদর রাখাকে ইশতিমাল বলে। উম্মে হানী (রা) বলেন যে, নবী ﷺ এক চাদর গায়ে দিলেন এবং তিনি চাদরের উভয় প্রান্ত বিপরীত কাঁধে রাখলেন

٣٤٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ·

৩৪৭ ‘উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র).......‘উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক কাপড় পরে সালাত আদায় করলেন, আর তার উভয় প্রান্ত বিপরীত দিকে রাখলেন।

٣٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِيْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ قَدْ اَلْقٰى طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ ·

৩৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)....‘উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি (নবী ﷺ) সে কাপড়ের উভয় প্রান্ত নিজের উভয় কাঁধে রেখেছিলেন।

٣٤٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ اَبِيْ سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِيْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ ·

৩৪৯ ‘উবায়দ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল (র)......‘উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক কাপড় জড়িয়ে উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যার উভয় প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধের উপর রেখেছিলেন।

٣٥٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِيْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِئٍ

بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ اُمِّىْ اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ اَجَرْتُهُ فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى .

৩৫০ ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবূ উওয়ায়স (র)......উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ আমি বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ কে ? আমি উত্তর দিলাম ঃ আমি উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব। তিনি বললেন ঃ মারহাবা, হে উম্মে হানী! গোসল করার পরে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করলে তাঁকে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সহোদর ভাই ['আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)] এক লোককে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি সে লোকটিকে আশ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হুবায়রার ছেলে অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম। উম্মে হানী (রা) বলেন ঃ তখন ছিল চাশতের সময়।

٣٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ .

৩৫১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হুকুম জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে ?

٢٤٦. بَابٌ اِذَا صَلَّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

২৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে (কিছু অংশ) রাখে

٣٥٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُصَلِّى اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْئٌ .

৩৫২ আবূ 'আসিম (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ এক কাপড় পরে এমনভাবে যেন সালাত আদায় না করে যে, তার উভয় কাঁধে এর কোন অংশ নেই।

٣٥٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ اَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ أَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

৩৫৩ আবূ নু'আয়ম (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এক কাপড়ে সালাত আদায় করে, সে যেন কাপড়ের দু' প্রান্ত বিপরীত পার্শ্বে রাখে।

٢٤٧. بَابٌ اِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

২৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ কাপড় যদি সংকীর্ণ হয়

٣٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اَمْرِىْ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ وَ عَلَىَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ اِلٰى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرٰى يَاجَابِرُ فَاَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِىْ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هٰذَا الْاِشْتِمَالُ الَّذِىْ رَاَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِىْ ضَاقَ قَالَ فَاِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَاِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْبِهِ ‧

৩৫৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ (র)..........সা'ঈদ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কোন সফরে বের হয়েছিলাম। এক রাতে আমি কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি সালাতে রত আছেন। তখন আমার শরীরে মাত্র একখানা কাপড় ছিল। আমি কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিলাম আর তাঁর পার্শ্বে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি সালাত শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ জাবির! রাতের বেলা আসার কারণ কি? তখন আমি তাঁকে আমার প্রয়োজনের কথা জানালাম। আমার কাজ শেষ হলে তিনি বললেন ঃ এ কিরূপ জড়ানো অবস্থায় তোমাকে দেখলাম? আমি বললাম ঃ কাপড় একটিই ছিল (তাই এভাবে করেছি)। তিনি বললেন ঃ কাপড় যদি বড় হয়, তাহলে শরীরে জড়িয়ে পরবে। আর যদি ছোট হয় তাহলে তহবন্দরূপে ব্যবহার করবে।

٣٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِىْ اُزْرِهِمْ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَاتَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا ‧

৩৫৫ মুসাদ্দাদ (র)........সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা বাচ্চাদের মত নিজেদের তহবন্দ কাঁধে বেঁধে নবী (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করতেন। আর মহিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন পুরুষদের ঠিকমত বসে যাওয়ার পূর্বে সিজ্দা থেকে মাথা না উঠায়।

٢٤٨. بَابُ الصَّلَاةِ فِى الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ فِى الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوْسِىُّ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا ، وَقَالَ مَعْمَرٌ رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ ، وَصَلَّى عَلِىُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ فِىْ ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُوْرٍ

২৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ শামী জুব্বা পরে সালাত আদায় করা

হাসান (র) বলেন ঃ মাজূসী (অগ্নিপূজক)-দের তৈরী কাপড়ে সালাত আদায় করায় কোন ক্ষতি নেই। আর মা'মার (র) বলেন ঃ আমি যুহরী (র)–কে ইয়ামানের তৈরী কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যা পেশাবের দ্বারা রঞ্জিত ছিল।[১] 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) অধোয়া নতুন কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন

৩৫৬ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيْرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّى فَقَضٰى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى .

৩৫৬ ইয়াহইয়া (র).......মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে মুগীরা! লোটাটি লও। আমি তা নিলাম। তিনি আমার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে প্রয়োজন সমাধা করলেন। তখন তাঁর দেহে ছিল শামী জুব্বা। তিনি জুব্বার আস্তিন থেকে হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। আর তাঁর উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন ও পরে সালাত আদায় করলেন।

٢٤٩. بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّىْ فِى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

২৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে ও তার বাইরে বিবস্ত্র হওয়া অপসন্দনীয়

৩৫৭ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِىْ لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلٰى مَنْكِبَيْكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِىَ بَعْدَ ذٰلِكَ عُرْيَانًا .

---

১. কাপড় ধৌত করার পরও পেশাবের দাগ যায়নি এমন কাপড়ে।

৩৫৭ মাতার ইব্‌ন ফযল (র)......জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ (নবুওয়াতের পূর্বে) কুরাইশদের সাথে কা'বার (মেরামতের) জন্যে পাথর তুলে দিচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গী। তাঁর চাচা 'আব্বাস (রা) তাঁকে বললেনঃ ভাতিজা! তুমি লুঙ্গী খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখলে ভাল হ'ত। জাবির (রা) বলেনঃ তিনি লুঙ্গী খুলে কাঁধে রাখলেন এবং তৎক্ষণাৎ বেহুশ হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁকে আর কখনো বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যায়নি।

٢٥٠. بَابُ الصَّلاَةِ فِى الْقَمِيْصِ وَالسَّرَاوِيْلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ

২৫০. পরিচ্ছেদঃ জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া ও কাবা [1] পরে সালাত আদায় করা

٣٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ اَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ سَاَلَ رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ اِذَا وَسَّعَ اللّٰهُ فَاَوْسِعُوْا ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلّٰى رَجُلٌ فِىْ اِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِىْ اِزَارٍ وَقَمِيْصٍ ، فِىْ اِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِىْ سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ ، فِىْ سَرَاوِيْلَ وَقَمِيْصٍ ، فِىْ سَرَاوِيْلَ وَقَبَاءٍ ، فِىْ تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ ، فِىْ تُبَّانٍ وَقَمِيْصٍ ، قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ فِىْ تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ .

৩৫৮ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দাঁড়িয়ে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হুকুম জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দু'খানা করে কাপড় আছে? এরপর এক ব্যক্তি 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেনঃ আল্লাহ যখন তোমাদের সামর্থ্য দিয়েছেন তখন তোমরাও নিজেদের সামর্থ্য প্রকাশ কর। লোকেরা যেন পুরো পোশাক একত্রে পরিধান করে অর্থাৎ মানুষ তহবন্দ ও চাদর, তহবন্দ ও জামা, তহবন্দ ও কাবা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও কাবা, জাঙ্গিয়া ও কাবা, জাঙ্গিয়া ও জামা পরে সালাত আদায় করে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমার মনে হয় 'উমর (রা) জাঙ্গিয়া ও চাদরের কথাও বলেছিলেন।

٣٥٩ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَايَلْبِسُ الْمُحْرِمِ فَقَالَ لاَيَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৫৯ 'আসিম ইব্‌ন 'আলী (র).....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ

---
১. কাবাঃ সাধারণত জামার উপরিভাগে যে ঢিলাঢালা জোব্বা আচকান পরা হয়।

-কে জিজ্ঞাসা করলো, ইহরামকারী কি পরিধান করবে? তিনি বললেন ঃ সে জামা পরবে না, পায়জামা পরবে না, টুপি পরবে না, যাফরান বা ওয়ারস[১] রঙে রঞ্জিত কাপড় পরবে না। আর জুতা না পেলে মোজা পরবে। তবে তা পায়ের গিরার নীচে পর্যন্ত কেটে নেবে। নাফি' (র), ইব্‌ন 'উমর (রা)-সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥١. بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

২৫১. পরিচ্ছেদ ঃ লজ্জাস্থান ঢাকা

٣٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْئٌ ۔

৩৬০ কুতায়বা (র)......আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ইশতিমালে সাম্মা[২] এবং এক কাপড়ে ইহতিবা[৩] করতে নিষেধ করেছেন যাতে তার লজ্জাস্থানে কাপড়ের কোন অংশ না থাকে।

٣٦١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ وَاَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ۔

৩৬১ কাবীসা ইব্‌ন 'উক্‌বা (র)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তা হল লিমাস ও নিবায[৪] আর ইশতিমালে সাম্মা এবং এক কাপড়ে ইহতিবা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِىْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِىْ مُؤَذِّنِيْنَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى اَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا فَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِىْ اَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ

১. ওয়ারস ঃ এক প্রকার হলুদ রঙের তৃণ জাতীয় সুগন্ধি।
২. সাম্মা ঃ একই কাপড়ে সমস্ত শরীর এমনভাবে জড়ানো যাতে হাত-পা নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়।
৩. ইহ্‌তিবা ঃ পা ও হাঁটু দাঁড় করিয়ে বাহু বা কাপড় দিয়ে তা এমনভাবে বেষ্টন করে নিতম্বের উপর বসা যাতে লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে।
৪. জাহিলী যুগের ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি। লিমাস বলতে ক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুকে স্পর্শ করামাত্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রয় করতে বাধ্য হওয়া বুঝায়। আর নিবায বলতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুর উপর পাথর ছুড়ে মারামাত্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রয় করতে বাধ্য হওয়া বুঝায় (বুখারী, ১ম খণ্ড, হাশিয়া নং ৪, পৃ. ৫৬)। বিস্তারিত জানার জন্য ক্রয়-বিক্রয় (بيع) অধ্যায় দেখুন।

مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

৩৬২ ইসহাক (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে আবূ বকর (রা) [যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে তাঁকে হজ্জের আমীর বানানো হয়েছিল] কুরবানীর দিন ঘোষকদের সাথে মিনায় এ ঘোষণা করার জন্যে পাঠালেন যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ লোকও বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না। হুমায়দ ইব্ন 'আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী (রা)-কে আবূ বকর (রা)-এর পেছনে প্রেরণ করেন আর তাঁকে সূরা বারাআতের (প্রথম অংশের) ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ তখন আমাদের সঙ্গে 'আলী (রা) কুরবানীর দিন মিনায় ঘোষণা দেন যে, এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তিও আর তওয়াফ করতে পারবে না।

٢٥٢. بَابُ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

২৫২. পরিচ্ছেদ ঃ চাদর গায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা

٣٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوْعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ تُصَلِّىْ وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوْعٌ قَالَ نَعَمْ اَحْبَبْتُ اَنْ يَرَانِى الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ هٰكَذَا .

৩৬৩ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).........মুহাম্মদ ইব্নুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখি তিনি একটি মাত্র কাপড় নিজের শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করছেন অথচ তাঁর একটা চাদর সেখানে রাখা ছিল। সালাতের পর আমরা বললাম ঃ হে আবূ 'আবদুল্লাহ। আপনি সালাত আদায় করছেন, অথচ আপনার চাদর তুলে রেখেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তোমাদের মত নির্বোধদের দেখানোর জন্যে আমি এরূপ করেছি। আমি নবী ﷺ-কে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٥٣. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُرْوٰى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ ، وَقَالَ اَنَسٌ حَسَرَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ فَخِذِهِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَدِيْثُ اَنَسٍ اَسْنَدُ وَحَدِيْثُ جَرْهَدٍ اَحْوَطُ حَتّٰى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ ، وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى غَطَّى النَّبِىُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ عُثْمَانُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِىْ فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتّٰى خِفْتُ اَنْ تَرُضَّ فَخِذِىْ

২৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঊরু সম্পর্কে বর্ণনা

আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইব্ন 'আব্বাস, জারহাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন জাহ্শ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঊরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। আর আনাস (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর ঊরু থেকে কাপড় সরিয়েছিলেন (আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী [র] বলেন) সনদের দিক থেকে আনাস (রা)–এর হাদীস অধিক সহীহ্ আর জারহাদ (রা)–এর হাদীস অধিকতর সতর্কতামূলক। এভাবেই আমরা (উম্মতের মধ্যে) মতবিরোধ এড়াতে পারি। আর আবূ মূসা (রা) বলেছেন ঃ 'উসমান (রা)–এর আগমনে নবী ﷺ তাঁর হাঁটু ঢেকে নেন। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ–এর উপর ওহী নাযিল করেছেন এমন অবস্থায় যখন তাঁর ঊরু ছিল আমার ঊরুর উপর। আমার কাছে তাঁর ঊরু এত ভারী বোধ হচ্ছিল যে, আমি আশংকা করছিলাম, হয়ত আমার ঊরুর হাড় ভেঙ্গে যাবে

٣٦٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَرَكِبَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَنَا رَدِيْفُ اَبِيْ طَلْحَةَ فَاَجْرَى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِيْ زُقَاقِ خَيْبَرَ وَاِنَّ رُكْبَتِيْ لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْاِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتّٰى اِنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ اِلٰى اَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ، وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسُ يَعْنِى الْجَيْشَ قَالَ فَاَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْىُ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ جَارِيَةً مِّنَ السَّبْىِ قَالَ اِذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَاَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ لَا تَصْلُحُ اِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوْهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِّنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا قَالَ فَاَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا اَبَا حَمْزَةَ مَا اَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ اُمُّ سُلَيْمٍ فَاَعْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَاَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوْسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ فِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيْقَ قَالَ فَحَاسُوْا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৬৪ ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। সেখানে আমরা ফজরের সালাত খুব ভোরে আদায় করলাম। তারপর নবী ﷺ সওয়ার হলেন। আবূ তাল্‌হা (রা)-ও সওয়ার হলেন, আর আমি আবূ তাল্‌হার পেছনে বসা ছিলাম। নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করলেন। আমার হাঁটু নবী ﷺ-এর উরুতে লাগছিল। এরপর নবী ﷺ-এর উরু থেকে ইযার সরে গেল। এমনকি নবী ﷺ-এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনো আমি দেখছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন বললেন ঃ আল্লাহু আকবার। খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন কওমের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হবে কতই না মন্দ! এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ খায়বরের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। তারা বলে উঠল ঃ মুহাম্মদ ﷺ! 'আবদুল 'আযীয (র) বলেন ঃ আমাদের কোন কোন সাথী "পূর্ণ বাহিনীসহ" (ওয়াল খামীস) শব্দও যোগ করেছেন। পরে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করলাম। তখন যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হলো। দিহ্‌য়া (রা) এসে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী ! বন্দীদের থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন ঃ যাও, তুমি একটি দাসী নিয়ে যাও। তিনি সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা)-কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীরের অন্যতম নেত্রী সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে আপনি দিহ্‌য়াকে দিচ্ছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেন ঃ দিহ্‌য়াকে সাফিয়্যাসহ ডেকে আন। তিনি সাফিয়্যাসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ সাফিয়্যা (রা)-কে দেখলেন তখন (দিহ্‌য়াকে) বললেন ঃ তুমি বন্দীদের থেকে অন্য একটি দাসী দেখে নাও। রাবী বলেন ঃ নবী ﷺ সাফিয়্যা (রা)-কে আযাদ করে দিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন। রাবী সাবিত (র) আবূ হামযা (আনাস) (রা)-কে জিজ্ঞেসা করলেন ঃ নবী ﷺ তাঁকে কি মাহর দিলেন? আনাস (রা) জওয়াব দিলেন ঃ তাঁকে আযাদ করাই তাঁর মাহর। এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন। এরপর পথে উম্মে সুলায়ম (রা) সাফিয়্যা (রা)-কে সাজিয়ে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করলেন। নবী ﷺ বাসর রাত যাপন করে ভোরে উঠলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ যার কাছে খানার কিছু থাকে সে যেন তা নিয়ে আসে। এ বলে তিনি একটা চামড়ার দস্তরখান বিছালেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসলো, কেউ ঘি আনলো। 'আবদুল 'আযীয (র) বলেন ঃ আমার মনে হয় আনাস (রা) ছাতুর কথাও উল্লেখ করেছেন। তারপর তাঁরা এসব মিশিয়ে খাবার তৈরী করলেন। এ-ই ছিল রাসূল ﷺ-এর ওয়ালীমা।

٢٥٤. بَابٌ فِىْ كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِىْ ثَوْبٍ لاَ جَزْتُهُ

২৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলারা সালাত আদায় করতে কয়টি কাপড় পরবে

'ইকরিমা (র) বলেন ঃ যদি একটি কাপড়ে মহিলার সমস্ত শরীর ঢেকে যায় তবে তাতেই সালাত জায়েয হবে

٣٦٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ يُصَلِّى الْفَجْرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِىْ مُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ اِلَى بُيُوْتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ.

৩৬৫ আবুল ইয়ামান (র).......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন আর তাঁর সঙ্গে অনেক মু'মিন মহিলা চাদর দিয়ে গা ঢেকে শরীক হতো। তারপর তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতো। আর তাদের কেউ চিনতে পারতো না।

٢٥٥. بَابٌ اِذَا صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ لَهُ اَعْلاَمٌ وَنَظَرَ اِلَى عَلَمِهَا

২৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ কারুকার্য খচিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কারুকার্যে দৃষ্টি পড়া

٣٦٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلاَمٌ فَنَظَرَ اِلَى اَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهِ اِلَى اَبِىْ جَهْمٍ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلاَتِىْ * وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلَى عَلَمِهَا وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ فَاَخَافُ اَنْ تَفْتِنَنِىْ .

৩৬৬ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরের কারুকার্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। সালাত শেষে তিনি বললেন ঃ এ চাদরখানা আবূ জাহমের কাছে নিয়ে যাও, আর তার কাছ থেকে আমবিজানিয়্যা (কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর) নিয়ে আস। এটা তো আমাকে সালাত থেকে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল। হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি সালাত আদায়ের সময় এর কারুকার্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন আমি আশংকা করছিলাম যে, এটা আমাকে ফিতনায় ফেলে দিতে পারে।

٢٥٦. بَابٌ اِنْ صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ اَوْ تَصَاوِيْرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ ، وَمَا يُنْهَى عَنْ ذٰلِكَ

২৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রুশ চিহ্ন অথবা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা

٣٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمِيْطِىْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَاِنَّهُ لاَتَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِى صَلاَتِى .

৩৬৭ আবূ মা'মার 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা)-এর কাছে একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আমার সম্মুখ থেকে এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ সালাত আদায় করার সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে।

٢٥٧. بَابُ مَنْ صَلَّى فِىْ فَرُّوْجِ حَرِيْرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

২৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ রেশমী জুব্বা পরে সালাত আদায় করা ও পরে তা খুলে ফেলা

٣٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لاَ يَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ ٠

৩৬৮ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).......'উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-কে একটা রেশমী জুব্বা হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে সালাত আদায় করলেন। কিন্তু সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তা পরা অপসন্দ করছিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ মুত্তাকীদের জন্যে এই পোশাক সমীচীন নয়।

٢٥٨. بَابُ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْاَحْمَرِ

২৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ লাল কাপড় পরে সালাত আদায় করা

٣٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلاَلاً اَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذَاكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً اَخَذَا عَنَزَةً لَهُ فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَىِ الْعَنَزَةِ ٠

৩৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আর'আরা (র).......আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখলাম এবং তাঁর জন্য উযূর পানি নিয়ে বিলাল (রা)-কে উপস্থিত দেখলাম। আর লোকেরা তাঁর উযূর পানির জন্যে প্রতিযোগিতা করছে। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্র তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছে। তারপর বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি লৌহফলকযুক্ত ছড়ি নিয়ে এসে তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। নবী ﷺ একটা লাল

ডোরাযুক্ত পোশাক পরে বের হলেন, তাঁর তহবন্দ কিঞ্চিত উঁচু করে পরা ছিল। সে ছড়িটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার ঐ ছড়িটির বাইরে চলাফেরা করছিলো।

٢٥٩. بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوْحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا اَن يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ وَاِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ اَوْ فَوْقَهَا اَوْ اَمَامَهَا اِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ وَصَلَّى اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْاِمَامِ وَصَلَّى اِبْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ

২৫৯. ছাদ, মিম্বর ও কাঠের উপর সালাত আদায় করা

আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন ঃ হাসান বসরী (র) বরফ ও পুলের উপর সালাত আদায় করা দূষণীয় মনে করতেন না–যদিও তার নীচ দিয়ে, উপর দিয়ে অথবা সামনের দিক দিয়ে পেশাব প্রবাহিত হয় ; যদি উভয়ের মাঝে কোন ব্যবধান থাকে। আবূ হুরায়রা (রা) মসজিদের ছাদে ইমামের সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। ইব্ন 'উমর (রা) বরফের উপর সালাত আদায় করেছেন

٣٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ اَعْلَمُ مِنِّيْ هُوَ مِنْ اَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ عَمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتّٰى سَجَدَ بِالْاَرْضِ فَهٰذَا شَأْنُهُ * قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَأَلَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاِنَّمَا أَرَدْتُّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ اَنْ يَكُوْنَ الْاِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَقُلْتُ اِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هٰذَا كَثِيْرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا .

৩৭০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)........আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল ঃ (নবী ﷺ -এর) মিম্বর কিসের তৈরী ছিল? তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ে আমার চাইতে বেশী জ্ঞাত আর কেউ নেই। তা ছিল গাবা নামক স্থানের ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। অমুক মহিলার আযাদকৃত দাস অমুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে তা তৈরী করেছিল। তা পুরোপুরি তৈরী ও স্থাপিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বললেন। লোকেরা

তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর তিনি কিরাআত পড়লেন ও রুকূতে গেলেন। সকলেই তাঁর পেছনে রুকূতে গেলেন। তারপর তিনি মাথা তুলে পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। আবার মিম্বরে ফিরে আসলেন এবং কিরাআত পড়ে রুকূতে গেলেন। তারপর তাঁর মাথা তুললেন এবং পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। এ হলো মিম্বরের ইতিহাস। আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন ঃ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) বলেছেন যে, আমাকে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ আমার ধারণা, নবী ﷺ সবচাইতে উঁচু স্থানে ছিলেন। সুতরাং ইমামের মুক্তাদীদের চাইতে উঁচু স্থানে দাঁড়ানোতে কোন দোষ নেই।

'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ আমি আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে বললাম ঃ সুফিয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না (র)-কে এ বিষয়ে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছে, আপনি তাঁর কাছে এ বিষয়ে কিছু শোনেন নি? তিনি জবাব দিলেন ঃ না।

৩৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوْعِ النَّخْلِ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا ، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ .

৩৭১ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহীম (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, এতে তাঁর পায়ের 'গোছায়' অথবা (রাবী বলেছেন) 'কাঁধে' আঘাত পান। তিনি তাঁর স্ত্রীদের থেকে এক মাসের জন্যে পৃথক হয়ে থাকেন। তখন তিনি ঘরের উপরের কক্ষে অবস্থান করেন যার সিঁড়ি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের তৈরী। সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি তাঁদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আর তাঁরা ছিলেন দাঁড়ানো। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন ঃ ইমাম এজন্যে যে, মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করবে।[১] সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, তিনি রুকূ করলে তোমরাও রুকূ করবে। তিনি সিজদা করলে তোমরাও করবে। ইমাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তারপর উনত্রিশ দিন পূর্ণ হলে তিনি নেমে আসলেন। তখন লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ মাস উনত্রিশ দিনের।

٢٦٠. بَابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّيْ امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

২৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর কাপড় সিজদা করার সময় স্ত্রীর গায়ে লাগা

৩৭২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আখেরী আমলের দ্বারা ওযরবশতঃ ইমাম বসে সালাত আদায় করলে মুক্তাদীগণেরও বসে সালাত আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী ৪খ,. পৃ. ১০৬)

اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَا حِذَاءَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِىْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّىْ عَلَى الْخُمْرَةِ .

৩৭২ মুসাদ্দাদ (র).......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন হায়েয অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো তিনি সিজদা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগতো। আর তিনি ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

٢٦١. بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ فِى السَّفِيْنَةِ قَائِمًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ تُصَلِّىْ قَائِمًا مَالَمْ تَشُقَّ عَلَى اَصْحَابِكَ تَدُوْرُ مَعَهَا وَاِلاَّ فَقَاعِدًا

২৬১. পরিচ্ছেদ ঃ চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ ও আবূ সাঈদ (রা) নৌকায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। হাসান (র) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাথীদের জন্যে কষ্টকর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর নৌকার দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘুরে যাবে। অন্যথায় বসে সালাত আদায় করবে

٣٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلِاُصَلِّ لَكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৩৭৩ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর দাদী মুলায়কাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন, যা তাঁর জন্যই তৈরী করেছিলেন। তিনি তা থেকে খেলেন, এরপর বললেন ঃ উঠ, তোমাদের নিয়ে আমি সালাত আদায় করি। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি আমাদের একটি চাটাই আনার জন্য উঠলাম, তা অধিক ব্যবহারে কাল হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি সেটি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্যে দাঁড়ালেন। আর আমি এবং একজন ইয়াতীম বালক (যুমায়রা) তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম আর বৃদ্ধা দাদী আমাদের পেছনে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

٢٦٢. بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

২৬২. পরিচ্ছেদ ঃ ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

٣٧٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ۔

৩৭৪ আবুল ওলীদ (র)......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

٢٦٣. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ

২৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ বিছানায় সালাত আদায় করা

আনাস ইব্ন মালিক (রা) নিজের বিছানায় সালাত আদায় করতেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ – এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ নিজ কাপড়ের উপর সিজদা করতো

٣٧٥ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ رِجْلَايَ فِيْ قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَ الْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ ۔

৩৭৫ ইসমা'ঈল (র)......নবী ﷺ -এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা তাঁর কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা দু'খানা সংকুচিত করতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা সম্প্রসারিত করতাম। তিনি বলেন ঃ সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না।

٣٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلٰى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ ۔

৩৭৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....'আয়িশা (রা) 'উরওয়া (রা)-কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর তিনি ['আয়িশা (রা)] রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কিবলার মধ্যে পারিবারিক বিছানায় জানাযার মত আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন।

٣٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ وَ عَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِيْ يَنَامَانِ عَلَيْهِ ۔

৩৭৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)......'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন, আর 'আয়িশা (রা) তাঁর ও তাঁর কিবলার মাঝখানে তাঁদের বিছানায় শুয়ে থাকতেন।

٢٦٤. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الثَّوْبِ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُوْنَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِىْ كُمِّهِ

২৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের সময় কাপড়ের উপর সিজদা করা

হাসান বসরী (র) বলেন, লোকেরা পাগড়ী ও টুপির উপর সিজদা করতো আর তাদের হাত থাকতো আস্তিনের ভিতর

٣٧٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِىْ غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَيَضَعُ اَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِىْ مَكَانِ السُّجُوْدِ .

৩৭৮ আবুল ওলীদ হিশাম ইব্‌ন 'আবদুল মালিক (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ সিজদার সময় অধিক গরমের কারণে কাপড়ের প্রান্ত সিজদার স্থানে রাখতো।

٢٦٥. بَابُ الصَّلاَةِ فِى النِّعَالِ

২৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ জুতা পরে সালাত আদায় করা

٣٧٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْمَسْلَمَةَ سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَزْدِىُّ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৩৭৯ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র).......আবূ মাসলামা সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-আয্‌দী (র) বলেন ঃ আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবী ﷺ কি তাঁর না'লাইন (চপ্পল) পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হাঁ।

٢٦٦. بَابُ الصَّلاَةِ فِى الْخِفَافِ

২৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ মোজা পরে সালাত আদায় করা

٣٨٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَاَيْتُ جَرِيْرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَسُئِلَ فَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا * قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِاَنَّ جَرِيْرًا كَانَ مِنْ اٰخِرِ مَنْ أَسْلَمَ .

৩৮০ আদম (র)......হাম্মাম ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জারীর ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ

(র)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করলেন। তারপর উযূ করলেন আর উভয় মোজার উপরে মসেহ্ করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-কেও এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম (র) বলেন ঃ এই হাদীস মুহাদ্দিসীনের কাছে অত্যন্ত পসন্দনীয়। কারণ জারীর (রা) ছিলেন নবী ﷺ-এর শেষ যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন।

٣٨١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَصَلّٰى .

৩৮১ ইসহাক ইব্ন নাসর (র)......মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে উযূ করিয়েছি। তিনি (উযূর সময়) মোজা দু'টির উপর মসেহ্ করলেন ও সালাত আদায় করলেন।

٢٦٧. بَابُ اِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُوْدَ

২৬৭. সিজদা পূর্ণভাবে না করলে

٣٨٢ اَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَاٰى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهٗ وَلاَ سُجُوْدَهٗ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهٗ قَالَ لَهٗ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهٗ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৩৮২ সাল্ত ইব্ন মুহাম্মদ (র)......হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার রুকূ-সিজদা পুরোপুরি আদায় করছিল না। সে যখন সালাত শেষ করলো তখন তাকে হুযায়ফা (রা) বললেন ঃ তোমার সালাত ঠিক হয়নি। রাবী বলেন ঃ আমার মনে হয় তিনি (হুযায়ফা) এ কথাও বলেছেন, (এ অবস্থায়) তোমার মৃত্যু হলে তা মুহাম্মদ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী হবে না।

٢٦٨. بَابٌ يُبْدِيْ ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِيْ جَنْبَيْهِ فِي السُّجُوْدِ

২৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ সিজদায় বাহুমূল খোলা রাখা এবং দু'পাশ আলগা রাখা

٣٨٣ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ * وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ نَحْوَهٗ .

৩৮৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).........'আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতের সময় উভয় বাহু পৃথক রাখতেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেতো। লাইস (র) বলেন ঃ জা'ফর ইব্ন রবী'আহ্ (র) আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৬৯. بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُوْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হওয়ার ফযীলত

পায়ের আঙ্গুলকেও কিবলামুখী রাখবে। আবূ হুমায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِيْ لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَ ذِمَّةُ رَسُوْلِهِ فَلاَ تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِيْ ذِمَّتِهِ .

৩৮৪ 'আমর ইব্‌ন 'আব্বাস (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র যিম্মাদারীতে খিয়ানত করো না।

৩৮৫ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، فَإِذَا قَالُوْهَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ * وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُوْنُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلاَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ * وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৮৫ নু'আইম (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" স্বীকার করবে। যখন তারা তা স্বীকার করে নেয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, তখন তাদের জান-মালসমূহ আমাদের জন্যে হারাম হয়ে যায়। অবশ্য রক্তের বা সম্পদের দাবীর কথা ভিন্ন। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে। 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) হুমায়দ (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মায়মূন ইব্‌ন সিয়াহ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

হে আবূ হামযাহ, কিসে মানুষের জান-মাল হারাম হয়? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র সাক্ষ্য দেয়, আমাদের কেবলামুখী হয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম। অন্য মুসলমানের মতই তার অধিকার রয়েছে। আর অন্য মুসলমানদের মতই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইব্‌ন আবূ মারয়াম, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আয়ূব (র)…. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেন।

٢٧٠. بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ

لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا

২৭০. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনা, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের কিবলা

কিবলা পূর্বে বা পশ্চিমে নয়। কারণ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা পায়খানা বা পেশাব করতে কিবলামুখী হবে না, বরং তোমরা (উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা) পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে

٣٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا قَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ * وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৮৬ ‘আলী ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ (র)……আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) বলেন ঃ আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। যুহরী (র) ‘আতা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি আবূ আয়্যুব (রা)-কে নবী ﷺ -এর নিকট থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

٢٧١. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى

২৭১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর (২ ঃ ১২৫)

٣٨٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ

بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَأْتِىْ امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ‐

৩৮৭ হুমায়দী (র)......'আমর ইব্‌ন দীনার (র) বলেন ঃ আমরা ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম—যে ব্যক্তি 'উমরার জন্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করে নি, সে কি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ এসে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন, মাকামে ইবরাহীমের কাছে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন আর সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করেছেন। তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমরা জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন ঃ সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করার আগ পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে যাবে না।

৩৮৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَيْفٍ يَعْنِى ابْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ اُتِىَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاَقْبَلْتُ وَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَاَلْتُ بِلاَلاً فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلٰى يَسَارِهِ اِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى فِىْ وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ ‐

৩৮৮ মুসাদ্দাদ (র)........মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর নিকট এলেন, এবং বললেন ঃ ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছেন। ইব্‌ন 'উমর বলেন ঃ আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম এবং দেখলাম যে, নবী ﷺ কা'বা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমি বিলাল (রা)-কে উভয় কপাটের মাঝখানে দাঁড়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, কা'বায় প্রবেশ করার সময় তোমার বাঁ দিকের দুই স্তম্ভের মধ্যখানে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি বের হলেন এবং কা'বার সামনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

৩৮৯ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِىْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ ‐

৩৮৯ ইসহাক ইব্‌ন নসর (র)......ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন নবী ﷺ কা'বায় প্রবেশ করেন, তখন তার সকল দিকে দু'আ করেছেন, সালাত আদায় না করেই বেরিয়ে এসেছেন এবং বের হওয়ার পর কা'বার সামনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, আর বলেছেন, এই কিবলা।

٢٧٢. بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ

২৭২. পরিচ্ছেদ ঃ যেখানেই হোক (সালাতে) কিবলামুখী হওয়া

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিবলামুখী হও এবং তাকবীর বল

৩৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، فَصَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ يُصَلُّوْنَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتّٰى تَوَجَّهُوْا نَحْوَ الْكَعْبَةِ ٠

৩৯০ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাজা’ (র).....বারা’ ইব্‌ন ‘আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে ষোল বা সতের মাস সালাত আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা‘বার দিকে কিবলা করা পসন্দ করতেন। মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ “আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি।” (২ ঃ ১৪৪) তারপর তিনি কা‘বার দিকে মুখ করেন। আর নির্বোধ লোকেরা— তারা ইয়াহূদী, বলতো, “তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিলো, তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল ? বলুন ঃ (হে নবী) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।” (২ ঃ ১৪২) তখন নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক ব্যক্তি সালাত আদায় করলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। তিনি আসরের সালাতের সময় আনসারগণের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ (তিনি নিজেই) সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তিনি সালাত আদায় করেছেন, আর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কা‘বার দিকে মুখ করেছেন। তখন সে গোত্রের লোকজন ঘুরে কা‘বার দিকে মুখ করলেন।

৩৯১ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهٖ فَاِذَا اَرَادَ الْفَرِيْضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ٠

৩৯১ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র).......জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ নিজের সওয়ারীর উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন—সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যে দিকেই মুখ করত না কেন। কিন্তু যখন ফরয সালাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন, তখন নেমে পড়তেন এবং কিবলার দিকে মুখ করতেন।

٣٩٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لاَ اَدْرِىْ زَادَ اَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ ، قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ قَالَ اِنَّهٗ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهٖ - وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ، وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهٖ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ·

৩৯২ 'উসমান (র)......'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। রাবী ইব্‌রাহীম (র) বলেন ঃ আমার জানা নেই, তিনি বেশী করেছেন বা কম করেছেন। সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন ঃ তা কী? তাঁরা বললেন ঃ আপনি তো এরূপ এরূপ সালাত আদায় করলেন। তিনি তখন তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হলেন। আর দু'টি সিজদা আদায় করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন। পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ যদি সালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তবে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। তারপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা আদায় করে।

٢٧٣. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَى الْاِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهٰى فَصَلّٰى اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ رَكْعَتَى الظُّهْرِ وَاَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهٖ ثُمَّ اَتَمَّ مَابَقِىَ

২৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা

ভুলবশত কিবলার পরিবর্তে অন্যদিকে মুখ করে সালাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করা যাদের মতে আবশ্যকীয় নয়। নবী ﷺ যুহরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে মুসল্লীগণের দিকে মুখ করলেন। তার পরে বাকী সালাত পূর্ণ করলেন।

٣٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّىْ فِىْ ثَلاَثٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلّٰى فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ

مُصَلًّى ، وَاٰيَةُ الْحِجَابِ - قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَ كَ اَنْ يَحْتَجِبْنَ فَانَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ ·

قَالَ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا بِهٰذَا ·

৩৯৩ ‘আমর ইব্ন ‘আওন (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উমর (রা) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত আল্লাহ্‌র ওহীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যদি মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাতে পারতাম! তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى “তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও।”(২ ঃ ১২৫) (দ্বিতীয়) পর্দার আয়াত, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দার আদেশ করতেন! কেননা, সৎ ও অসৎ সবাই তাঁদের সাথে কথা বলে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়। আর একবার নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণ অভিমান সহকারে একত্রে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন আমি তাঁদেরকে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তোমাদের তালাক দেন, তাহলে তাঁর রব তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম অনুগত স্ত্রী দান করবেন। (৬৬ ঃ ৫) তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অপর সনদে ইব্ন আবূ মারয়াম (র)...... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا ، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ ·

৩৯৪ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)......‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক সময় লোকেরা কুবা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন যে, এ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। আর তাঁকে কা‘বামুখী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা কা‘বার দিকে মুখ কর। তখন তাঁদের চেহারা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। এ কথা শুনে তাঁরা কা‘বার দিকে মুখ করে নিলেন।

٣٩٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ اَلظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوْا اَزِيْدَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ·

৩৯৫ মুসাদ্দাদ (র)......‘আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস‘ঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ যুহরের সালাত পাঁচ রাক‘আত আদায় করেন। তখন মুসল্লীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সালাতে কি কিছু বৃদ্ধি করা

হয়েছে? তিনি বললেন ঃ তা কি? তারা বললেন ঃ আপনি যে পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তিনি নিজের পা ঘুরিয়ে (কিবলামুখী হয়ে) দুই সিজদা (সিজদা সাহু) করে নিলেন।

٢٧٤. بَابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

২৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু হাতের সাহায্যে পরিষ্কার করা

৩৯৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأٰى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُئِىَ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهٖ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِىْ صَلَاتِهٖ فَاِنَّهٗ يُنَاجِىْ رَبَّهٗ اَوْ اِنَّ رَبَّهٗ بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهٖ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا ٠

৩৯৬ কুতায়বা (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেয়ালে) 'কফ' দেখলেন। এটা তাঁর কাছে কষ্টদায়ক মনে হলো। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও কিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই, তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে। তারপর চাদরের আঁচল নিয়ে তাতে তিনি থুথু ফেললেন এবং তার এক অংশকে অন্য অংশের উপর ভাঁজ করলেন এবং বললেন ঃ অথবা সে এরূপ করবে।

৩৯৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى بُصَاقًا فِىْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهٗ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ قِبَلَ وَجْهِهٖ اِذَا صَلّٰى ٠

৩৯৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)........'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে থুথু দেখে তা পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা, সে যখন সালাত আদায় করে তখন তার সামনের দিকে আল্লাহ তা'আলা থাকেন।

৩৯৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى فِىْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا اَوْ بُصَاقًا اَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهٗ ٠

৩৯৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে নাকের শ্লেষ্মা, থুথু কিংবা কফ দেখলেন এবং তা পরিষ্কার করলেন।

٢٧٥. بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحِصٰى مِنَ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنْ وَطِئْتَ عَلٰى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ - وَاِنْ كَانَ يَابِسًا فَلاَ

২৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ কাঁকর দিয়ে মসজিদ থেকে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ যদি আর্দ্র আবর্জনায় তোমার পা ফেল, তখন তা ধুইয়ে ফেলবে, আর শুকনো হলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই

٣٩٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهٖ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ·

৩৯৯ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র).....আবূ হুরায়রা ও আবূ সা'ঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখে কাঁকর নিয়ে তা মুছে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সামনের দিকে অথবা ডান দিকে কফ না ফেলে, বরং সে যেন তা তার বাম দিকে অথবা তার বাঁ পায়ের নীচে ফেলে।

٢٧٦. بَابُ لاَيَبْصُقُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ فِى الصَّلاَةِ

২৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে ডান দিকে থুথু ফেলবে না

٤٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهٖ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ·

৪০০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)......আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সা'ঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু কাঁকর নিলেন এবং তা মুছে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ কফ ফেললে তা যেন সে সামনে অথবা ডানে না ফেলে। বরং (প্রয়োজনে) সে বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলবে।

٤٠١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَتْفُلَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ رِجْلِهٖ ·

৪০১ হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমর (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার সামনে বা ডানে থুথু না ফেলে; বরং তার বাঁয়ে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে।

২৭৭. بَابٌ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى

২৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ থুথু যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে

৪০২ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّمَا يُنَاجِىْ رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ـ

৪০২ আদম (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে, ডানে থুথু না ফেলে, বরং তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলে।

৪০৩ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَبْصَرَ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ نَهٰى اَنْ يَّبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ٠

وَعَنِ الزُّهْرِىِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ نَحْوَهُ ـ

৪০৩ 'আলী (র)........আবূ সা'ঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার মসজিদের কিবলার দিকের দেওয়ালে কফ দেখলেন, তখন তিনি কাঁকর দিয়ে তা মুছে দিলেন। তারপর সামনের দিকে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করলেন। কিন্তু (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলতে বললেন।

যুহরী (র) হুমাইদ (র)-এর মাধ্যমে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৭৮. بَابٌ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِى الْمَسْجِدِ

২৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু ফেলার কাফ্‌ফারা

৪০৪ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ٠

৪০৪ আদম (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ্, আর তার কাফফারা (প্রতিকার) হল তা পুঁতে ফেলা।

২৭৯. بَابٌ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِى الْمَسْجِدِ

২৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে কফ পুঁতে ফেলা

৪০৫ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ اللّٰهَ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ فَاِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا وَ لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا ·

৪০৫ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে সে তার সামনের দিকে থুথু ফেলবে না। সে যতক্ষণ তার মুসল্লায় থাকে, ততক্ষণ মহান আল্লাহর সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে। আর ডান দিকেও ফেলবে না। কেননা, তার ডান দিকে থাকেন ফিরিশতা। সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে এবং পরে তা পুঁতে ফেলে।

٢٨٠. بَابٌ اِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

২৮০. পরিচ্ছেদ ঃ থুথু ফেলতে বাধ্য হলে তা কাপড়ের কিনারে ফেলবে

٤٠٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ اَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذٰلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِيْ صَلٰوتِهِ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ ، اَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ فِيْ قِبْلَتِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيْهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا ·

৪০৬ মালিক ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেওয়ালে) কফ দেখে তা নিজ হাতে মুছে ফেললেন আর তাঁর চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেল। বা সে কারণে তাঁর চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেলো এবং এর প্রতি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ পেল। তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে। অথবা (বলেছেন) তখন তার রব কিবলা ও তার মাঝখানে থাকেন। কাজেই সে যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং (প্রয়োজনে) তার বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে। তারপর তিনি চাদরের কোণ ধরে তাতে থুথু ফেলে এক অংশের উপর অপর অংশ ভাঁজ করে দিলেন এবং বললেন ঃ অথবা এরূপ করবে।

٢٨١. بَابُ عِظَةِ الْاِمَامِ النَّاسَ فِيْ اِتْمَامِ الصَّلٰوةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

২৮১. পরিচ্ছেদ ঃ সালাত পূর্ণ করার ও কিবলার ব্যাপারে লোকদেরকে ইমামের উপদেশ দান

٤٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هَاهُنَا فَوَ اللّٰهِ مَايَخْفٰى عَلَيَّ خُشُوْعُكُمْ وَلَا رُكُوْعُكُمْ اِنِّيْ لَاَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِيْ ·

৪০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) কিবলার দিকে? আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে তোমাদের

খুশূ' (বিনয়) ও রুকূ' কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার পেছন থেকেও তোমাদের দেখি।

٤٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلوٰةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوْعِ إِنِّيْ لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِيْ كَمَا أَرَاكُمْ ٠

৪০৮ ইয়াহইয়া ইব্ন সালিহ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ নবী ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিম্বরে উঠলেন এবং ইরশাদ করলেন ঃ তোমাদের সালাতে ও রুকূ'তে আমি অবশ্যই তোমাদের আমার পেছন থেকে দেখি, যেমন এখন তোমাদের দেখছি।

٢٨٢. بَابٌ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِيْ فُلاَنٍ

২৮২. পরিচ্ছেদ ঃ অমুক গোত্রের মসজিদ বলা যায় কি?

٤٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا ٠

৪০৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের জন্যে তৈরী ঘোড়াকে 'হাফ্য়া' (নামক স্থান) থেকে 'সানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্যে তৈরী নয়, সে ঘোড়াকে 'সানিয়া' থেকে যুরাইক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) অগ্রগামী ছিলেন।

٢٨٣. بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيْقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْقِنْوُ الْعِذْقُ وَالْاِثْنَانِ قِنْوَانِ الْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ

২৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে কোন কিছু ভাগ করা ও (খেজুরের) ছড়া ঝুলানো

আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, اَلْقِنْوُ - اَلْعِذْقُ একই জিনিসের নাম। এর দ্বিবচন قِنْوَانِ এবং বহুবচনেও قِنْوَانٌ যেমন صِنْوٌ ও صِنْوَانٌ

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيْ ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الصَّلوٰةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلوٰةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ

الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ فَاِنِّيْ فَادَيْتُ نَفْسِيْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ فَحَثَا فِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ اِلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَمِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَاَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتّٰى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِّنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ .

ইব্‌রাহীম (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর কাছে বাহ্‌রাইন থেকে কিছু মাল এলো। তিনি বললেন ঃ এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এ যাবত যত মাল আনা হয়েছে তার মধ্যে এ মালই ছিল পরিমাণে সবচে' বেশী। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে চলে গেলেন এবং এর দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। সালাত শেষ করে তিনি এসে মালের কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু মাল দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে 'আব্বাস (রা) এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও 'আকীলের (এ দু'জন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদী ছিলেন) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ নিয়ে যান। তিনি তা কাপড়ে ভরে নিলেন। তারপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন ঃ না। 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ তাহলে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেন ঃ না। তারপর 'আব্বাস (রা) তা থেকে কিছু মাল রেখে দিলেন। তারপর আবার তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন ঃ না। 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ তাহলে আপনিই আমাকে তুলে দিন। তিনি বললেন ঃ না। তারপর 'আব্বাস (রা) আরো কিছু মাল নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই লোভ দেখে এতই অবাক হয়েছিলেন যে, তিনি চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত 'আব্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে একটি দিরহাম বাকী থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।

٢٨٤. بَابُ مَنْ دُعِيَ لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ اَجَابَ فِيْهِ

২৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাকে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, আর যিনি তা কবূল করেন

٤١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ اَنَسًا قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ لِيْ اٰرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ .

৪১০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে

মসজিদে পেলাম আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সাহাবী। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমাকে কি আবূ তাল্‌হা পাঠিয়েছেন? আমি বললাম ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ খাবার জন্য? আমি বললাম ঃ জী হাঁ। তখন তাঁর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তিনি তাঁদেরকে বললেন ঃ উঠ। তারপর তিনি চলতে শুরু করলেন। (রাবী বলেন) আর আমি তাঁদের সামনে সামনে চললাম।

٢٨٥. بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

২৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে বিচার করা ও নারী—পুরুষের মধ্যে 'লি'আন' করা

٤١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

৪১১ ইয়াহ্ইয়া (র)......সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে দেখতে পেলে কি তাকে সে হত্যা করবে? পরে মসজিদে সে ও তার স্ত্রী একে অন্যকে 'লি'আন' করল। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম।

٢٨٦. بَابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّيْ حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلَا يَتَجَسَّسُ

২৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ কারো ঘরে প্রবেশ করলে যেখানে ইচ্ছা বা যেখানে নির্দেশ করা হয় সেখানেই সালাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে বেশী খোঁজাখুঁজি করবে না

٤١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ فِيْ مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

৪১২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)........'ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ঘরে এলেন এবং বললেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ স্থানে সালাত আদায় করা পসন্দ কর? তিনি বলেন ঃ তখন আমি তাঁকে একটি স্থানের দিকে ইশারা করলাম। নবী ﷺ তাকবীর বললেন। আমরা তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

٢٨٧. بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوْتِ

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِيْ مَسْجِدِ دَارِهِ جَمَاعَةً

২৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ ঘরে মসজিদ তৈরী করা

বারা' ইব্‌ন 'আযিব (রা) নিজের বাড়ীর মসজিদে জামা'আত করে সালাত আদায় করেছিলেন

٤١٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيُّ اَنَّ عِتْبَانَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَاَنَا اُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ فَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِيَ الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اٰتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَاُصَلِّيْ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ تَاْتِيْنِيْ فَتُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ فَاَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَاْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلٰى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِّنْ اَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ اَوْ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذٰلِكَ اَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّا نَرٰى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَاَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيَّ وَهُوَ اَحَدُ بَنِيْ سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَصَدَّقَهُ بِذٰلِكَ ۔

৪১৩ সা'ঈদ ইব্‌ন 'উফায়র (র)........মাহমূদ ইব্‌ন রাবী' আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা পার হয়ে তাদের মসজিদে পৌঁছতে এবং তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ হই না। আর ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে তাশরিফ নিয়ে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই। রাবী বলেন ঃ তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ইনশা আল্লাহ অচিরেই আমি তা করব। 'ইতবান (রা) বলেন ঃ পরদিন সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) আমার ঘরে তাশরীফ আনেনে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ স্থানে সালাত আদায় করা পসন্দ কর? তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইংগিত করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। তখন আমরাও দাঁড়ালাম

এবং কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তিনি ('ইতবান) বলেন ঃ আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বসালাম এবং তাঁর জন্য তৈরী 'খাযীরাহ' নামক খাবার তাঁর সামনে পেশ করলাম। রাবী বলেন ঃ এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে ভীড় জমালেন। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মালিক ইব্‌ন দুখাইশিন' কোথায় ? অথবা বললেন ঃ 'ইব্‌ন দুখশুন' কোথায় ? তখন তাঁদের একজন জওয়াব দিলেন, সে মুনাফিক। সে মহান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরূপ বলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে ? তখন সে ব্যক্তি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমরা তো তার সম্পর্ক ও হিত কামনা মুনাফিকদের সাথেই দেখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। রাবী' ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন ঃ তারপর আমি মাহমূদ ইব্‌ন রাবী' (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ আনসারী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি বানূ সালিম গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ হাদীস সমর্থন করলেন।

٢٨٨. بَابُ التَّيَمُّنِ فِيْ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنٰى فَاِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرٰى

২৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা

ইব্‌ন 'উমর (রা) প্রবেশের সময় প্রথম ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হওয়ার সময় প্রথম বাঁ পা দিয়ে শুরু করতেন

٤١٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ .

৪১৪ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র).......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। পবিত্রতা হাসিলের সময়, মাথা আঁচড়ানোর সময় এবং জুতা পরিধানের সময়ও।

٢٨٩. بَابُ هَلْ يُنْبَشُ قُبُوْرُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُوْرِ وَرَاٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّيْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْاِعَادَةِ

২৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ জাহিলী যুগের মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা

নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ, তারা নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।

আর কবরের উপর সালাত আদায় করা মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)—কে একটি কবরের কাছে সালাত আদায় করতে দেখে বললেন ঃ কবর ! কবর ! কিন্তু তিনি তাঁকে সালাত পুনরায় আদায় করতে বলেন নি

٤١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْتَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُوْلٰئِكَ اِذَاكَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَاُوْلٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔

৪১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা (রা) হাবশায় তাঁদের দেখা একটা গির্জার কথা বলেছিলেন, যাতে বেশ কিছু মূর্তি ছিল। তাঁরা উভয়ে বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো। আর তার ভিতরে ঐ লোকের মূর্তি তৈরী করে রাখতো। কিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গণ্য হবে।

٤١٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَاءُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى اَلْقَى بِفِنَاءِ اَبِيْ اَيُّوْبَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَاَنَّهُ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ اِلَى مَلَاءٍ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لَا وَاللّٰهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَنَسٌ فَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَفِيْهِ نَخْلٌ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُوْلُ

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةْ + فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ ۔

৪১৬ মুসাদ্দাদ (র).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছে প্রথমে মদীনার উচ্চ এলাকায় অবস্থিত বানূ 'আমর ইব্‌ন 'আওফ নামক গোত্রে উপনীত হন। তাদের সঙ্গে নবী ﷺ চৌদ্দ দিন (অপর বর্ণনায় চব্বিশ দিন) অবস্থান করেন। তারপর তিনি বানূ নাজ্জারকে ডেকে

পাঠালেন। তারা কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনো সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যে, নবী ﷺ ছিলেন তাঁর বাহনের উপর, আবূ বকর (রা) সে বাহনেই তাঁর পেছনে আর বানূ নাজ্জারের দল তাঁর আশেপাশে। অবশেষে তিনি আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-র ঘরের সামনে অবতরণ করলেন। নবী ﷺ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হয় সেখানেই সালাত আদায় করতে পসন্দ করতেন এবং তিনি ছাগল-ভেড়ার খোয়াড়েও সালাত আদায় করতেন। এখন তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দেন। তিনি বানূ নাজ্জারকে ডেকে বললেন ঃ হে বানূ নাজ্জার! তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের এই বাগিচার মূল্য নির্ধারণ কর। তারা বললো ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা এর দাম নেব না। এর দাম আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আশা করি। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি তোমাদের বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর এবং ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী ﷺ-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হলো, তারপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে দেওয়া হলো, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হলো। সাহাবীগণ পাথর তুলতে তুলতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর নবী ﷺ-ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَهْ + فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ .

"ইয়া আল্লাহ ! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া (প্রকৃতপক্ষে) আর কোন কল্যাণ নেই। আপনি আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।"

٢٩٠. بَابُ الصَّلاَةِ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ

২৯০. পরিচ্ছেদ ঃ ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা

٤١٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُوْلُ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ اَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ .

৪১৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তারপর আমি হযরত আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মসজিদ নির্মাণের আগে তিনি (নবী ﷺ) ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন।

٢٩١. بَابُ الصَّلاَةِ فِيْ مَوَاضِعِ الْاِبِلِ

২৯১. পরিচ্ছেদ ঃ উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা

٤١٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّىْ اِلَى بَعِيْرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

৪১৮ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র)........নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে

তাঁর উটের দিকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর ইব্‌ন ‘উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি।

٢٩٢. بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّوْرٌ اَوْ نَارٌ اَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَاَنَا اُصَلِّيْ

২৯২. পরিচ্ছেদ ঃ চুলা, আগুন বা এমন কোন বস্তু যার উপাসনা করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা

যুহরী (র) বলেন ঃ আমাকে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) জানিয়েছেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার সামনে আগুন (জাহান্নাম) পেশ করা হলো, তখন আমি সালাতে ছিলাম

٤١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ .

৪১৯ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র).......‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি।

٢٩٣. بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

২৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ

٤٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا .

৪২০ মুসাদ্দাদ (র)......ইব্‌ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবরে পরিণত করবে না।

٢٩٤. بَابُ الصَّلَاةِ فِيْ مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ ،

وَيُذْكَرُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ

২৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র গযবে বিধ্বস্ত ও আযাবের স্থানে সালাত আদায় করা

উল্লেখ রয়েছে যে, ‘আলী (রা) ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপে সালাত আদায় করা মাকরূহ মনে করতেন

٤٢١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هٰؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لاَيُصِيْبُكُمْ مَّا اَصَابَهُمْ .

৪২১ ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ (র)........‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা এসব ‘আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তোমাদের প্রতিও এমন ‘আযাব না আসে যা তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

٢٩٥. بَابُ الصَّلاَةِ فِى الْبِيْعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ اَجْلِ التَّمَاثِيْلِ الَّتِىْ فِيْهَا الصُّوَرُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّىْ فِى الْبِيْعَةِ اِلاَّ بِيْعَةً فِيْهَا تَمَاثِيْلُ

২৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ গির্জায় সালাত আদায় করা

‘উমর (রা) বলেছেন ঃ আমরা তোমাদের গির্জাসমূহে প্রবেশ করি না, কারণ তাতে মূর্তি রয়েছে। ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) গির্জায় সালাত আদায় করতেন। তবে যেগুলোতে মূর্তি ছিল সেগুলোতে নয়

٤٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَارَأَتْ فِيْهَا مِنَ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُوْلٰئِكَ قَوْمٌ اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ اَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُوْلٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ .

৪২২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যে সব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোন সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোন সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ঐ সব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করতো। এরা আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

٢٩٦. بَابٌ

২৯৬. পরিচ্ছেদ

٤٢٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ

وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا ٠

৪২৩ আবুল ইয়ামান (র).......'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উতবা (র) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ নবী ﷺ -এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর একটা চাদরে নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন। যখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এ বলে) তারা যে (বিদ'আতী) কার্যকলাপ করত তা থেকে তিনি সতর্ক করলেন।

٤٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ٠

৪২৪ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)......আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

٢٩٧. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

২৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ – এর উক্তি ঃ আমার জন্যে যমীনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা হাসিলের উপায় করা হয়েছে

٤٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ اَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا ، وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ ٠

৪২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)......জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। (২) সমস্ত যমীন আমার জন্যে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সালাত আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে (ব্যাপক) শাফা'আতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

২৯৮. بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে মহিলাদের ঘুমানো

٤٢٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ وَلِيْدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوْهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ اَحْمَرُ مِنْ سُيُوْرٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ اَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُوْنِيْ بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوْا يُفَتِّشُوْنَ حَتّٰى فَتَّشُوْا قُبُلَهَا قَالَتْ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ اِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هٰذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُوْنِيْ بِهِ زَعَمْتُمْ وَاَنَا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ وَهُوَ ذَاهُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ اَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيْنِيْ فَتَحَدَّثُ عِنْدِيْ قَالَتْ فَلَاتَجْلِسُ عِنْدِيْ مَجْلِسًا اِلَّا قَالَتْ :

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجِيْبِ رَبِّنَا * اَلَا اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِيْ –

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَاشَأْنُكِ لَا تَقْعُدِيْنَ مَعِيْ مَقْعَدًا اِلَّا قُلْتِ هٰذَا قَالَتْ فَحَدَّثَتْنِيْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ٠

৪২৬ 'উবাইদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, কোন আরব গোত্রের একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দিল। সে তাদের সাথেই থেকে গেল। সে বলেছে যে, তাদের একটি মেয়ে গলায় লাল চামড়ার ওপর মূল্যবান পাথর খচিত হার পরে বাইরে গেল। দাসী বলেছে ঃ সে হারটা হয়তো নিজে কোথাও রেখে দিয়েছিল, অথবা কোথাও পড়ে গিয়েছিল। তখন একটা চিল তা পড়ে থাকা অবস্থায় গোশ্‌তের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দাসী বলেছে ঃ তারপর গোত্রের লোকেরা বেশ খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। কিন্তু তারা তা পেল না। তখন তারা আমার উপর এর দোষ চাপাল। সে বলেছে ঃ তারা আমার উপর তল্লাশী শুরু করলো, এমন কি তারা আমার লজ্জাস্থানেও তল্লাশী চালাল। দাসীটি বলেছে ঃ আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাথে সেই অবস্থায় দাঁড়ানো ছিলাম, এমন সময় চিলটি উড়ে যেতে যেতে হারটি ফেলে দিল। সে বলেছে ঃ তাদের সামনেই তা পড়লো। তখন আমি বললাম ঃ তোমরা তো এর জন্যেই আমার উপর দোষ চাপিয়েছিলে! তোমরা আমার সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলে অথচ আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই তো সেই হার! সে বলেছে ঃ তারপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তার জন্যে মসজিদে (নববীতে) একটা তাঁবু অথবা ছাপড়া করে দেওয়া হয়েছিল। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ সে (দাসীটি) আমার কাছে আসতো আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। সে আমার কাছে যখনই বসতো তখনই বলতো ঃ

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجِيْبِ رَبِّنَا * اَلَا اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِيْ –

"সেই হারের দিনটি আমার রবের আশ্চর্য ঘটনা বিশেষ। জেনে রাখুন সে ঘটনাটি আমাকে কুফরের শহর থেকে মুক্তি দিয়েছে।"

'আয়িশা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম ঃ কি ব্যাপার, তুমি আমার কাছে বসলেই যে এ কথাটা বলে থাক ? 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ সে তখন আমার কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল।

٢٩٩. بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِى الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ رَهْطٌ مِّنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوْا فِى الصُّفَّةِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ

২৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো

আবূ কিলাবা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ 'উক্ল গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন এবং সুফ্ফায় অবস্থান করলেন। 'আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বলেন ঃ সুফ্ফাবাসিগণ ছিলেন দরিদ্র।

٤٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِىْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪২৭ মুসাদ্দাদ (র)........'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর কোন পরিবার-পরিজন ছিল না।

٤٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ فَغَاضَبَنِىْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ أُنْظُرْ أَيْنَ هُوَ ، فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ .

৪২৮ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র)......সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে এলেন, কিন্তু 'আলী (রা)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন ঃ আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটেছে। তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার কাছে দুপুরের বিশ্রামও করেন নি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ দেখ তো সে কোথায় ? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন, তখন 'আলী (রা) কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরের এক পাশের চাদর পড়ে গিয়েছে এবং তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শরীরের মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন ঃ উঠ, হে আবূ তুরাব ! উঠ, হে আবূ তুরাব!

٤٢٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَاِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ ٠

৪২৯ ইউসুফ ইব্‌ন ‘ঈসা (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি, তাঁদের কারো গায়ে বড় চাদর ছিল না। হয়ত ছিল কেবল তহবন্দ কিংবা ছোট চাদর, যা তাঁরা ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। (নীচের দিকে) কারো নিস্‌ফে সাক বা অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত আর কারো টাখনু পর্যন্ত ছিল। তাঁরা লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে কাপড় হাতে ধরে একত্র করে রাখতেন।

٣٠٠. بَابُ الصَّلَاةِ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَاءَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ

৩০০. পরিচ্ছেদ ঃ সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাত

কা‘ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতেন

٤٣٠ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ ابْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِيْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَ زَادَنِيْ ٠

৪৩০ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)........জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে আসলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। রাবী মিস‘আর (র) বলেন ঃ আমার মনে পড়ে রাবী মুহারিব (র) চাশতের সময়ের কথা বলেছেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি দু’ রাক‘আত সালাত আদায় কর। জাবির (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি তা দিয়ে দিলেন এবং কিছু বেশীও দিলেন।

٣٠١. بَابُ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ

৩০১. পরিচ্ছেদ ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক‘আত সালাত আদায় করে নেয়

٤٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ

الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ ・

৪৩১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আবূ কাতাদা সালামী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়।

٣٠٢. بَابُ الْحَدَثِ فِى الْمَسْجِدِ

৩০২. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে হাদাস হওয়া (উযূ নষ্ট হওয়া)

٤٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّيْ عَلَى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ・

৪৩২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে সালাতের পরে হাদাসের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে সে সালাত আদায় করেছে সেখানে যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতারা তার জন্যে দু'আ করতে থাকেন। তাঁরা বলেন ঃ হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ ! তার প্রতি রহম করুন।

٣٠٣. بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ ،

وَقَالَ اَبُوْسَعِيْدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ وَاَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ اُكِنُّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَاِيَّاكَ اَنْ تُحَمِّرَ اَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ ، وَقَالَ اَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لاَ يَعْمُرُوْنَهَا اِلاَّ قَلِيْلاً ، وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى

৩০৩. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ নির্মাণ করা

আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন ঃ মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। 'উমর (রা) মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিয়ে বলেন ঃ আমি লোকদেরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল বা হলুদ রং লাগানো থেকে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে। আনাস (রা) বলেন ঃ লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে অথচ তারা একে কমই (ইবাদতের মাধ্যমে) আবাদ রাখবে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ তোমরা তো ইয়াহূদী ও নাসারাদের মত মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে ফেলবে

٤٣٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيْدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوْشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ ٠

৪৩৩ ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র)....‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে, তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবূ বকর (রা) এতে কিছু বাড়ান নি। অবশ্য ‘উমর (রা) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন এবং তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। তারপর ‘উসমান (রা) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেওয়াল তৈরী করেন নক্শী পাথর ও চুন-সুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নক্শা করা পাথরের, আর ছাদ বানান সেগুন কাঠ দিয়ে।

---

٣٠٤. بَابُ التَّعَاوُنِ فِىْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ اِلَى الاية

৩০৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা

আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী ঃ এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে......(৯ ঃ ১৭)

٤٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِىْ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ اِنْطَلِقَا اِلَى اَبِىْ سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَاِذَا هُوَ فِىْ حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى اَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَجَعَلَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ عَمَّارٌ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ ٠

৪৩৪ মুসাদ্দাদ (র)......‘ইকরিমা (র) বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইব্ন ‘আব্বাস (রা) আমাকে ও তাঁর ছেলে ‘আলী (র)-কে বললেন ঃ তোমরা উভয়ই আবূ সা‘ঈদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তাঁর থেকে হাদীস শুনে আস। আমরা গেলাম। তখন তিনি এক বাগানে কাজ করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে চাদরে হাঁটু মুড়ি

দিয়ে বসলেন এবং পরে হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন। তিনি বললেন ঃ আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আম্মার (রা) দুটো দুটো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। নবী ﷺ তা দেখে তাঁর দেহ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ 'আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহবান করবে জান্নাতের দিকে আর তারা তাকে আহবান করবে জাহান্নামের দিকে। আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন ঃ তখন 'আম্মার (রা) বললেন ঃ "আমি ফিতনা থেকে আল্লা হ্‌র কাছে পানাহ চাই।"

٣٠٥. بَابُ الْاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِىْ اَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

৩০৫. পরিচ্ছেদ ঃ কাঠের মিম্বর তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা

٤٣٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى امْرَأَةٍ مُرِىْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِىْ اَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ ·

৪৩৫ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)......সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার গোলাম কাঠমিস্ত্রীকে বল, সে যেন আমার বসার জন্যে কাঠের মিম্বর তৈরী করে দেয়।

٤٣٦ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَاِنَّ لِىْ غُلاَمًا نَجَّارًا قَالَ اِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ ·

৪৩৬ খাল্লাদ (র) ইব্‌ন ইয়াহইয়া.......জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আপনার বসার জন্যে কিছু তৈরী করে দিব? আমার এক কাঠমিস্ত্রী গোলাম আছে। তিনি বললেন ঃ যদি তোমার ইচ্ছা হয়। তারপর তিনি একটি মিম্বর তৈরী করিয়ে দিলেন।

٣٠٦. بَابُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا

৩০৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে

٤٣٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنٰى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ اِنَّكُمْ اَكْثَرْتُمْ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ ·

৪৩৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)........'উবায়দুল্লাহ খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইব্‌ন

'আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন ঃ তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, বুকায়র (র) বলেন ঃ আমার মনে হয় রাবী 'আসিম (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরী করবেন।

٣٠٧. بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُوْلِ النَّبْلِ اِذَا مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ

৩০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে

٤٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو اَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا .

৪৩৮ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র)......জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি তীর সাথে করে মসজিদে নববী অতিক্রম করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ এর ফলকগুলো হাতে ধরে রাখ।

٣٠٨. بَابُ الْمُرُوْرِ فِى الْمَسْجِدِ

৩০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ অতিক্রম করা

٤٣٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَرَّ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ مَّسَاجِدِنَا اَوْ اَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلٰى نِصَالِهَا لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا .

৪৩৯ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......আবূ বুরদা (র)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাজার দিয়ে চলে সে যেন তার ফলক হাতে ধরে রাখে, যাতে করে তার হাতে কোন মুসলমান আঘাত না পায়।

٣٠٩. بَابُ الشِّعْرِ فِى الْمَسْجِدِ

৩০৯. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে কবিতা পাঠ

٤٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىَّ يَسْتَشْهِدُ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَاحَسَّانُ اَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৪৪০ আবুল ইয়ামান (র)......আবূ সালামা ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (র) থেকে বর্ণিত, হাস্সান ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-কে আল্লাহর কসম দিয়ে এ কথার সাক্ষ্য চেয়ে বলেন ঃ আপনি কি নবী ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছেন, হে হাস্সান! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের) জওয়াব দাও। হে আল্লাহ ! হাসসানকে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) ('আ) দ্বারা সাহায্য করুন। আবূ হুরায়রা (রা) জওয়াবে বললেন ঃ হাঁ।

٣١٠. بَابُ اَصْحَابِ الْحِرَابِ فِى الْمَسْجِدِ

৩১০. পরিচ্ছেদ ঃ বর্শা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ

٤٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِىْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ اَنْظُرُ اِلَى لَعِبِهِمْ * زَادَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ .

৪৪১ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম। তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে (বর্শা দ্বারা) অনুশীলন করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন। আমি ওদের অনুশীলন দেখছিলাম।

ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র).....'আয়িশা (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে দেখলাম এমতাবস্থায় হাবশীরা তাদের বর্শা নিয়ে অনুশীলন করছিল।

٣١١. بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى الْمَسْجِدِ

৩১১. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের মিম্বরে ক্রয়–বিক্রয়ের আলোচনা

٤٤٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِىْ وَقَالَ اَهْلُهَا اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتِهَا مَا بَقِىَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً اِنْ شِئْتِ اَعْتَقْتِهَا وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَّرَتْهُ ذٰلِكَ فَقَالَ ابْتَاعِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ

فَلَيْسَ لَهُ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَمْرَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ . قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيٰى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ .

৪৪২ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র)....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা) তাঁর কাছে এসে কিতাবতের দেনা শোধের জন্য সাহায্য চাইলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি চাইলে আমি (তোমার মূল্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিব এ শর্তে যে, উত্তরাধিকারস্বত্ব থাকবে আমার। তার মালিক 'আয়িশা (রা)-কে বললো ঃ আপনি চাইলে বাকী মূল্য বারীরাকে দিতে পারেন। রাবী সুফিয়ান (র) আর একবার বলেছেন ঃ আপনি চাইলে তাকে আযাদ করতে পারেন, তবে উত্তরাধিকারস্বত্ব থাকবে আমাদের। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন তখন আমি তাঁর কাছে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কারণ উত্তরাধিকারস্বত্ব থাকে তারই, যে আযাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান (র) আর একবার বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ লোকদের কি হলো? তারা এমন সব শর্ত করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। কেউ যদি এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তার সে শর্তের কোন মূল্য নেই। এমনকি এরূপ শর্ত একশবার আরোপ করলেও। মালিক (র)......'আমরা (র) থেকে রাবী'য়া (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তবে মিম্বরে আরোহণ করার কথা উল্লেখ করেন নি।

'আলী (রা)....'আমরা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জাফর ইব্‌ন 'আওন (র) ইয়াহইয়া (র)-এর মাধ্যমে 'আমরা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি 'আয়িশা (রা) থেকে শুনেছি।

٣١٢. بَابُ التَّقَاضِيْ وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১২. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা

٤٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ اَنَّهُ تَقَاضٰى ابْنَ اَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى يَاكَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَاَوْمَاَ اِلَيْهِ اَيِ الشَّطْرَ ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ .

৪৪৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)......কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদের ভিতরে ইব্‌ন আবূ হাদরাদ (র)-এর কাছে তাঁর পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকেই তাদের কথার আওয়ায শুনলেন এবং তিনি পর্দা

সরিয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে কা'ব! কা'ব (রা) উত্তর দিলেন, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার পাওনা ঋণ থেকে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইশারা করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ। তখন কা'ব (রা) বললেন ঃ আমি তাই করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি ইব্‌ন আবূ হাদরাদকে বললেন ঃ উঠ আর বাকীটা দিয়ে দাও।

٣١٣. بَابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيْدَانِ

৩১৩. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া এবং ন্যাকড়া, আবর্জনা ও কাঠ খড়ি কুড়ানো

٤٤٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ أَفَلاَ كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِىْ بِهِ دُلُّوْنِىْ عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ·

৪৪৪ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন কাল বর্ণের পুরুষ অথবা বলেছেন কাল বর্ণের মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত। সে ইনতিকাল করল। নবী ﷺ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে ইনতিকাল করেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি তার কবরের কাছে গেলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٣١٤. بَابُ تَحْرِيْمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِى الْمَسْجِدِ

৩১৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা

٤٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الْاٰيَاتُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ ·

৪৪৫ 'আবদান (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মদ সম্পর্কীয় সূরা বাকারার আয়াতসমূহ নাযিল হলে নবী ﷺ মসজিদে গিয়ে সে সব আয়াত সাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। তারপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন।

٣١٥. بَابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ ،

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا مُحَرَّرًا لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهَا

৩১৫. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য খাদিম

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) (এ আয়াত) 'আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ

করলাম' (৩ ঃ ৩৫)– এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মসজিদের খিদমতের জন্য উৎসর্গ করলাম।

٤٤٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَوْ رَجُلاً كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَلاَ أُرَاهُ اِلاَّ امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيْثَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا .

৪৪৬ আহমদ ইব্ন ওয়াকিদ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন পুরুষ অথবা বলেছেন একজন মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। [রাবী সাবিত (র) বলেন ঃ] আমার মনে হয় তিনি বলেছেন একজন মহিলা। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করে বলেন, নবী ﷺ তার কবরে জানাযার সালাত আদায় করেছেন।

٣١٦. بَابُ الْاَسِيْرِ اَوِ الْغَرِيْمِ يُرْبَطُ فِى الْمَسْجِدِ

৩১৬. পরিচ্ছেদ ঃ কয়েদী অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা

٤٤٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ فَاَمْكَنَنِى اللّٰهُ مِنْهُ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَرْبِطَهُ اِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوْا وَ تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا .

৪৪৭ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ গত রাতে একটা অবাধ্য জিন হঠাৎ আমার সামনে প্রকাশ পেল। রাবী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলেছেন, যেন সে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন। আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে ভোরবেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান ('আ)-এর এই উক্তি আমার স্মরণ হলো, "হে রব! আমাকে দান কর এমন রাজত্ব, যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয়।" (৩৮ ঃ ৩৫) (বর্ণনাকারী) রাওহ্ (র) বলেন ঃ নবী ﷺ সেই শয়তানটিকে অপমানিত অবস্থায় তাড়িয়ে দিলেন।

٣١٧. بَابُ الْاِغْتِسَالِ اِذَا اَسْلَمَ وَرَبْطِ الْاَسِيْرِ اَيْضًا فِى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيْمَ اَنْ يُحْبَسَ اِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

৩১৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বাঁধা

কাযী শুরাইহ্ (র) দেনাদার ব্যক্তিকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিতেন

٤٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلَى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ٠

৪৪৮ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠালেন। তারা বানূ হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্‌ন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। নবী ﷺ তার কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ সুমামাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়া পেয়ে) তিনি মসজিদে নববীর নিকটে এক খেজুর বাগানে গিয়ে সেখানে গোসল করলেন, এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ٠

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।”

٣١٨. بَابُ الْخَيْمَةِ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضٰى وَغَيْرِهِمْ

৩১৮. পরিচ্ছেদ ঃ রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন

٤٤٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِى الْاَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِى الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِىْ غِفَارٍ اِلاَّ الدَّمُ يَسِيْلُ اِلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا اَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هٰذَا الَّذِىْ يَأْتِيْنَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَاِذَا سَعْدٌ يَغْذُوْ جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيْهَا ٠

৪৪৯ যাকারিয়্যা ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র).....‘আয়িশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধে সা‘দ (রা)-এর হাতের শিরা যখম হয়েছিল। নবী ﷺ মসজিদে (তাঁর জন্য) একটা তাঁবু স্থাপন করলেন, যাতে কাছে থেকে তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন। মসজিদে বানূ গিফারেরও একটা তাঁবু ছিল। সা‘দ (রা)-এর প্রচুর রক্ত তাঁদের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে তাঁবুর লোকেরা! তোমাদের তাঁবু থেকে আমাদের দিকে কি প্রবাহিত হচ্ছে? তখন দেখা গেল যে, সা‘দের যখম থেকে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অবশেষে এতেই তিনি ইনতিকাল করলেন।

٣١٩. بَابُ اِدْخَالِ الْبَعِيْرِ فِى الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى بَعِيْرِهِ

৩১৯. পরিচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনে উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা

ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ নিজের উটে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেছেন

٤٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ اَشْتَكِىْ قَالَ طُوْفِىْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَ كِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ .

৪৫০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (বিদায় হজ্জে) আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন ঃ সাওয়ার হয়ে লোকদের হতে বাইরে থেকে তওয়াফ করে নাও। তখন আমি (সেভাবে) তওয়াফ করলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন তিনি "সূরা ওয়াত্-তূরি ওয়া কিতাবিম্-মাস্তূর" তিলাওয়াত করছিলেন।

٣٢٠. بَابٌ

৩২০. পরিচ্ছেদ

٤٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَدُهُمَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَاَحْسِبُ الثَّانِىْ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيْئَانِ بَيْنَ اَيْدِيْهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتّٰى اَتٰى اَهْلَهُ .

৪৫১ মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর দু'জন সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট থেকে অন্ধকার রাতে বের হলেন। তাঁদের একজন 'আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌র (রা) আর দ্বিতীয় জন সম্পর্কে আমার ধারণা যে, তিনি ছিলেন উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (রা), আর উভয়ের সাথে চেরাগ সদৃশ কিছু ছিল, যা তাঁদের সামনের দিকটাকে আলোকিত করছিল। তাঁরা উভয়ে যখন পৃথক হয়ে গেলেন, তখন প্রত্যেকের সাথে একটা করে রয়ে গেল। অবশেষে এভাবে তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে পৌঁছলেন।

٣٢١. بَابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِى الْمَسْجِدِ

৩২১. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে ছোট দরজা ও পথ বানানো

٤٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ مَا يُبْكِىْ هٰذَا الشَّيْخَ اِنْ يَكُنِ اللّٰهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدَ ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَعْلَمَنَا قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ

لاَ تَبْكِ اِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً مِنْ اُمَّتِىْ لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلاَّ سُدَّ اِلاَّ بَابُ اَبِىْ بَكْرٍ ـ

৪৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)........আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী ﷺ এক ভাষণে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা আছে–এ দুয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে যা আছে—তা গ্রহণ করলেন। তখন আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বৃদ্ধ কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা রয়েছে–এ দুয়ের একটা গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিলে তিনি আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা গ্রহণ করেছেন (এতে কাঁদার কি আছে?)। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই ছিলেন সেই বান্দা। আর আবূ বকর (রা) ছিলেন আমাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী। নবী ﷺ বললেনঃ হে আবূ বকর, তুমি কাঁদবে না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমাকে যিনি সবচাইতে বেশী ইহসান করেছেন তিনি আবূ বকর। আমার কোন উম্মতকে যদি আমি খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করতাম, তবে তিনি হতেন আবূ বকর। কিন্তু তাঁর সাথে রয়েছে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য। আবূ বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের কোন দরজাই রাখা হবে না, সবই বন্ধ করা হবে।

٤٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ أَمَنَّ عَلَىَّ فِىْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ خُلَّةُ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ سُدُّوْا عَنِّىْ كُلَّ خَوْخَةٍ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ اَبِىْ بَكْرٍ.

৪৫৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ জু'ফী (র)......ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগের সময় এক টুকরা কাপড় মাথায় পেঁচিয়ে বাইরে এসে মিম্বরে বসলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও সানা সিফাত বর্ণনার পর বললেনঃ জান-মাল দিয়ে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফার চাইতে অধিক কেউ আমার প্রতি ইহসান করেনি। আমি কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবূ বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামের বন্ধুত্বই উত্তম। আবূ বকরের দরজা ব্যতীত এই মসজিদের সকল ছোট দরজা বন্ধ করে দাও।

٣٢٢. بَابُ الْاَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبْوَابَهَا

৩২২. পরিচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ শরীফে ও অন্যান্য মসজিদে দরজা রাখা ও তালা লাগানো

আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন ঃ আমাকে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেছেন যে, আমাকে সুফিয়ান (র) ইব্‌ন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন ঃ আমাকে ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) বলেছেন, "হে 'আবদুল মালিক! তুমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)—এর মসজিদ ও তার দরজাগুলো যদি দেখতে"

٤٥٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ وَ قُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ وَبِلاَلٌ وَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابُ فَلَبِثَ فِيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوْا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ صَلَّى فِيْهِ فَقُلْتُ فِىْ اَىٍّ قَالَ بَيْنَ الْاُسْطُوَانَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَىَّ اَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ·

৪৫৪ আবূ নু'মান ও কুতায়বা (র)....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন মক্কায় আসেন তখন 'উসমান ইব্‌ন তালহা (রা)-কে ডাকলেন। তিনি দরজা খুলে দিলে নবী ﷺ, বিলাল, উসামা ইব্‌ন যায়দ ও 'উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) ভিতরে গেলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ থাকলেন। তারপর সবাই বের হলেন। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন ঃ আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বিলাল (রা)-কে (সালাতের কথা) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ ভিতরে সালাত আদায় করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন্ স্থানে? তিনি বললেন ঃ দুই স্তম্ভের মাঝামাঝি। ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন ঃ কয় রাক'আত আদায় করেছেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

٣٢٣. بَابُ دُخُوْلِ الْمُشْرِكِ فِى الْمَسْجِدِ

৩২৩. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে মুশরিকের প্রবেশ

٤٥٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ·

৪৫৫ কুতায়বা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য নজদ অভিমুখে পাঠালেন। তারা বানূ হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্‌ন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন।

٣٢٤. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِى الْمَسْجِدِ

৩২৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে আওয়ায উঁচু করা

٤٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرُ بْنُ مَجِحُ الْمَدَنِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِيْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مِمَّنْ اَنْتُمَا اَوْ مِنْ اَيْنَ اَنْتُمَا قَالاَ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْبَلَدِ لَاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصْوَاتَكُمَا فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৪৫৬ ‘আলী ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ (র)....সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিক্ষেপ করলো। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি ‘উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)। তিনি বললেন ঃ যাও, এ দু’জনকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাদের নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কারা? অথবা তিনি বললেন ঃ তোমরা কোন্ স্থানের লোক? তারা বললো ঃ আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি মদীনার লোক হতে, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা দু’জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছো!

٤٥٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَقَاضٰى ابْنَ اَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَ نَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ .

৪৫৭ আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র)......কা’ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিনি ইব্‌ন আবূ হাদরাদের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্পর্কে মসজিদে নববীতে তাগাদা করেন। এতে উভয়ের আওয়ায উঁচু হয়ে গেল। এমন কি সে আওয়ায রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকে শুনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের দিকে বের হয়ে এলেন এবং কা’ব ইব্‌ন মালিককে ডেকে বললেন ঃ হে কা’ব! উত্তরে কা’ব বললেন ঃ লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন নবী ﷺ হাতে ইশারা করলেন যে, তোমার প্রাপ্য থেকে অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা’ব (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ইব্‌ন আবূ হাদরাদ (রা)-কে বললেন ঃ উঠ এবার (বাকী) ঋণ পরিশোধ কর।

٣٢٥. بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوْسِ فِى الْمَسْجِدِ

৩২৫. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে হালকা বাঁধা ও বসা

٤٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِهِ ٠

৪৫৮ মুসাদ্দাদ (র)......ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন সাহাবী নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি মিম্বরে ছিলেন ঃ আপনি রাতের সালাত কিভাবে আদায় করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ দু'-দু'রাক'আত করে আদায় করবে। যখন তোমাদের কারো ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তখন সে আরো এক রাক'আত আদায় করে নিবে। আর এইটি তার পূর্ববর্তী সালাতকে বিত্‌র করে দেবে। [নাফি' (র) বলেন] ইব্‌ন 'উমর (রা) বলতেন ঃ তোমরা বিত্‌রকে রাতের শেষ সালাত হিসেবে আদায় কর। কেননা নবী ﷺ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٥٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوْتِرُهُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ * قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ ٠

৪৫৯ আবূ নু'মান (র).....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী নবী ﷺ -এর কাছে এমন সময় আসলেন যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ রাতের সালাত কিভাবে আদায় করতে হয়? নবী ﷺ বললেন ঃ দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে আদায় করবে। আর যখন ভোর হওয়ার আশংকা করবে, তখন আরো এক রাক'আত আদায় করে নিবে। সে রাক'আত তোমার আগের সালাতকে বিত্‌র করে দিবে। ওয়ালীদ ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন ঃ 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র) আমার কাছে বলেছেন যে, ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁদের বলেছেন ঃ এক সাহাবী নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে বললেন, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন।

٤٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ ذَهَبَ وَاحِدٌ ، فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ، اَمَّا

أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ·

৪৬০ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ছিলেন। এমন সময় তিনজন লোক এলেন। তাঁদের দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে এলেন আর একজন চলে গেলেন। এ দু'জনের একজন হালকায় খালি স্থান পেয়ে সেখানে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মজলিসের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিঠটান দিয়ে সরে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাবার্তা থেকে অবসর হয়ে বললেন ঃ আমি কি তোমাদের ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেব? এক ব্যক্তি তো আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলো। আল্লাহও তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি লজ্জা করলো, আর আল্লাহ তা'আলাও তাকে (বঞ্চিত করতে) লজ্জাবোধ করলেন। তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, কাজেই আল্লাহও তার থেকে ফিরে থাকলেন।

٣٢٦. بَابُ الْاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৬. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে চিত হয়ে শোয়া

٤٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى * وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ ·

৪৬১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)......'আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর চাচা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে চিত হয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। ইব্‌ন শিহাব (র) সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উমর ও 'উসমান (রা) এরূপ করতেন।

٣٢٧. بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُوْنُ فِي الطَّرِيْقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوْبُ وَمَالِكٌ

৩২৭. পরিচ্ছেদ ঃ লোকের অসুবিধা না হলে রাস্তায় মসজিদ বানানো বৈধ। হাসান বসরী, আয়্যূব এবং মালিক (র) এরূপ বলেছেন।

٤٦٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِيْ بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاءُ هُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ

عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَأَفْزَعَ ذٰلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ·

৪৬২ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমার জ্ঞানমতে আমি আমার মাতা-পিতাকে সব সময় দীনের অনুসরণ করতে দেখেছি। আর আমাদের এমন কোন দিন যায়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দিনের উভয় প্রান্তে সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের কাছে আসেন নি। তারপর আবূ বকর (রা)-এর মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ তৈরী করলেন। তিনি এতে সালাত আদায় করতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মুশরিকদের মহিলা ও ছেলেমেয়েরা সেখানে দাঁড়াতো এবং এতে তারা বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। আবূ বকর (রা) ছিলেন একজন অধিক রোদনকারী ব্যক্তি। তিনি কুরআন পড়া শুরু করলে অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। তাঁর এ অবস্থা নেতৃস্থানীয় মুশরিক কুরাইশদের শংকিত করে তুলল।

٣٢٨. بَابُ الصَّلَاةِ فِيْ مَسْجِدِ السُّوْقِ وَصَلّٰى ابْنُ عَوْنٍ فِيْ مَسْجِدٍ فِيْ دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

৩২৮. পরিচ্ছেদ ঃ বাজারের মসজিদে সালাত আদায়

ইব্‌ন 'আওন (র) ঘরের মসজিদে সালাত আদায় করতেন যার দরজা বন্ধ করা হতো

٤٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلٰى صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَايُرِيْدُ اِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، وَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلَاةٍ مَّا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَادَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيْهِ ·

৪৬৩ মুসাদ্দাদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করলে ঘর বা বাজারে সালাত আদায় করার চাইতে পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ভাল করে উযূ করে কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতবার কদম রাখে তার প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা ক্রমান্বয়ে উন্নীত করবেন এবং তার এক-একটি করে গুনাহ মাফ করবেন। আর মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তাকে সালাতেই গণ্য করা হয়। আর সালাতের শেষে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্যে এ বলে দু'আ করেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, ইয়া আল্লাহ ! তাকে রহম করুন—যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয়, সেখানে উযূ ভঙ্গের কাজ না করে।

٣٢٩. بَابُ تَشْبِيْكِ الْاَصَابِعِ فِى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

৩২৯. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে প্রবেশ করানো

٤٦٤ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ ابْنِ عُمَـرَ اَوْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ شَبَّكَ النَّبِىُّ ﷺ اَصَابِعَهُ * وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ اَبِىْ فَلَمْ اَحْفَظْهُ فَقَوَّمَهُ لِىْ وَاقِدٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ وَهُوَ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ اِذَا بَقِيْتَ فِىْ حُثَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ بِهٰذَا ۔

৪৬৪ হামিদ ইব্‌ন ‘উমর (র)......ইব্‌ন ‘উমর বা ইব্‌ন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান। ‘আসিম ইব্‌ন ‘আলী (র) থেকে বর্ণিত ‘আসিম ইব্‌ন মুহম্মদ (র) বলেন ঃ আমি এ হাদীস আমার পিতা থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু আমি তা স্মরণ রাখতে পারিনি। এরপর এ হাদীসটি আমাকে ঠিকভাবে বর্ণনা করেন ওয়াকিদ (র) তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন ঃ আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আমর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ হে ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আমর! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের সাথে অবস্থান করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে?

وَلَفْظُهُ فِىْ جَمْعِ الْحُمَيْدِىْ فِىْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ شَبَّكَ النَّبِىُّ ﷺ اَصَابِعَهُ وَقَالَ كَيْـفَ اَنْتَ يَا عَبْـدَ اللّٰهِ اِذَا بَقِيْتَ فِىْ حُثَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ وَاخْـتَلَفُوْا فَصَارُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَـابِعِـهِ قَالَ فَكَيْفَ اَفْـعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تَأْخُذُ مَاتَعْـرِفُ وَتَدَعُ مَاتُنْكِرُوْ تُقْـبِلُ عَلٰى خَاصَّتِكَ وَتَدَعُهُمْ وَعَوَامَّهُمْ ۔

عينى ج ٤ ص ٢٦٠ –

হুমায়দী (র) তাঁর ‘আল জাম‘উ বাইনাস সাহীহায়ন’ গ্রন্থে ইব্‌ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করেন, “নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান এবং বলেন ঃ হে ‘আবদুল্লাহ্! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন তোমার অবস্থা কি হবে? তাদের অঙ্গীকার পূরণ করা হবে না ও আমানতে খেয়ানত করা হবে এবং তাদের মতানৈক্য দেখা দিবে। আর তারা এরূপ হয়ে যাবে এবং তিনি এক হাতের আঙুল আর এক হাতে প্রবেশ করান। ‘আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন ঃ “ইয়া রাসূলাল্লাহ, তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, যা তুমি শরী‘আতসম্মত বলে জান তা গ্রহণ কর, আর যা শরী‘আতবিরোধী বলে মনে করবে তা বর্জন করবে। আর তুমি নিজকে নিজে বাঁচাবে, আর সাধারণ লোককে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিবে।—‘উমদাতুল ক্বারী, ৪খ, পৃ. ২৬০

٤٦٥ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ اَصَابِعَهُ ۔

৪৬৫ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).....আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ একজন মু’মিন আরেকজন মু’মিনের জন্যে ইমারততুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি

এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

٤٦٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدٰى صَلاَتَىِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ قَدْ سَمَّاهَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نَسِيْتُ اَنَا قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَاَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَفِى الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا اَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِىْ يَدَيْهِ طُوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوْهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৪৬৬ ইসহাক (র)......আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের বিকালের এক সালাতে ইমামতি করলেন। ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) সালাতের নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে রাখা এক টুকরা কাঠের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর ডান হাত বাঁ হাতের উপর রেখে এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন। যাঁদের তাড়া ছিল তাঁরা মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সাহাবীগণ বললেন ঃ সালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে? উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবূ বকর (রা) এবং 'উমর (রা)-ও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। আর লোকজনের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁকে "যুল-ইয়াদাইন" বলা হতো, তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি সালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি ভুলিনি এবং সালাত সংক্ষেপও করা হয়নি। এরপর (অন্যদের) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যুল-ইয়াদাইনের কথা কি ঠিক? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং সালাতের বাদপড়া অংশটুকু আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন ও তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। পরে আবার তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মত বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। লোকেরা প্রায়ই ইব্‌ন সীরীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করতো, "পরে কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন?" তখন ইব্‌ন সীরীন (র) বলতেন ঃ আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেছেন ঃ তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন ।

٣٣٠. بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِىْ عَلَى طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِىْ صَلَّى فِيْهَا النَّبِىُّ ﷺ

৩৩০. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনার রাস্তার মসজিদসমূহ এবং যে সকল স্থানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন

٤٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَتَحَرّٰى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيْقِ فَيُصَلِّىْ فِيْهَا ، وَيُحَدِّثُ اَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّىْ فِيْهَا ، وَاَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ * قَالَ وَحَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلَا اَعْلَمُهُ اِلاَّ وَافَقَ نَافِعًا فِى الْاَمْكِنَةِ كُلِّهَا اِلاَّ اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِىْ مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ ۔

৪৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র).....মূসা ইব্‌ন 'উক্‌বা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সালিম ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা)-কে রাস্তার বিশেষ বিশেষ স্থান অনুসন্ধান করে সে সব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বর্ণনা করতেন যে, তাঁর পিতাও এসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এসব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। মূসা ইব্‌ন 'উকবা (র) বলেন ঃ নাফি' (র)-ও আমার কাছে ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। তারপর আমি সালিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করি। আমার জানামতে তিনিও সেসব স্থানে সালাত আদায়ের ব্যাপারে নাফি' (র)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন; তবে 'শারাফুর-রাওহা' নামক স্থানের মসজিদের ব্যাপারে তাঁরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

٤٦٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ يَعْتَمِرُ وَفِىْ حَجَّتِهِ حِيْنَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِىْ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ، وَكَانَ اِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ وَكَانَ فِىْ تِلْكَ الطَّرِيْقِ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ بَطْنَ وَادٍ ، فَاِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِىْ عَلَى شَفِيْرِ الْوَادِى الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتّٰى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِحِجَارَةٍ وَلَا عَلَى الْاَكَمَةِ الَّتِىْ عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثَمَّ خَلِيْجٌ يُصَلِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ عِنْدَهُ فِىْ بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَّ يُصَلِّىْ فَدَحَا السَّيْلُ فِيْهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتّٰى دَفَنَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ الَّذِىْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّىْ فِيْهِ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ الَّذِىْ دُوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِىْ كَانَ صَلَّى فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ ثَمَّ عَنْ يَمِيْنِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فِى الْمَسْجِدِ تُصَلِّىْ ، وَذٰلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيْقِ الْيُمْنٰى وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلٰى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْاَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ اَوْ نَحْوُ ذٰلِكَ ، وَاَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّىْ اِلَى الْعِرْقِ الَّذِىْ عِنْدَ

مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ ، وَذٰلِكَ الْعِرْقُ انْتَهٰى طَرَفُهُ عَلَى حَافَّةِ الطَّرِيْقِ دُوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلَى مَكَّةَ وَقَدِ ابْتُنِىَ ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّىْ فِى ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَّسَارِهِ وَ وَرَاءَهُ وَيُصَلِّىْ اَمَامَهُ اِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرُوْحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلاَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتّٰى يَأْتِىَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّىْ فِيْهِ الظُّهْرَ وَاِذَا اَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَاِنْ مَرَّبِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ اَوْ مِنْ اٰخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتّٰى يُصَلِّىَ بِهَا الصُّبْحَ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُوْنَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَّمِيْنِ الطَّرِيْقِ وَوُجَاهَ الطَّرِيْقِ فِىْ مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتّٰى يُفْضِىَ مِنْ اَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيْدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيْلَيْنِ ، وَقَدِ انْكَسَرَ اَعْلاَهَا فَانْثَنٰى فِىْ جَوْفِهَا وَهِىَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِىْ سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيْرَةٌ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ طَرَفِ تَلْعَةٍ مِّنْ وَّرَاءِ الْعَرْجِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ اَوْ ثَلاَثَةٌ عَلَى الْقُبُوْرِ رَضْمٌ مِّنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَّمِيْنِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيْقِ بَيْنَ اُوْلٰئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرُوْحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ اَنْ تَمِيْلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَّسَارِ الطَّرِيْقِ فِىْ مَسِيْلٍ دُوْنَ هَرْشٰى ذٰلِكَ الْمَسِيْلُ لاَ صِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ قَرِيْبٌ مِّنْ غَلْوَةٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّىْ اِلَى سَرْحَةٍ هِىَ اَقْرَبُ السَّرَحَاتِ اِلَى الطَّرِيْقِ وَهِىَ اَطْوَلُهُنَّ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِى الْمَسِيْلِ الَّذِىْ فِىْ اَدْنٰى مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِىْ بَطْنِ ذٰلِكَ الْمَسِيْلِ عَنْ يَّسَارِ الطَّرِيْقِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ اِلاَّ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِىْ طُوًى وَيَبِيْتُ حَتّٰى يُصْبِحَ يُصَلِّى الصُّبْحَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بُنِىَ ثَمَّهُ وَلٰكِنْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَقْبَلَ فُرْضَتَىِ الْجَبَلِ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِىْ بُنِىَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْاَكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِىِّ ﷺ اَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْاَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الْاَكَمَةِ عَشَرَةَ اَذْرُعٍ اَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّىْ مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ .

৪৬৮ ইব্‌রাহীম ইবন মুনযির আল-হিযামী (র)......'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

ﷺ 'উমরা ও হজ্জের জন্যে রওয়ানা হলে 'যুল-হুলায়ফা'য় অবতরণ করতেন, বাবলা গাছের নীচে 'যুল-হুলায়ফা'র মসজিদের স্থানে। আর যখন কোন যুদ্ধ থেকে অথবা হজ্জ বা 'উমরা করে সেই পথে ফিরতেন, তখন উপত্যকার মাঝখানে অবতরণ করতেন। যখন উপত্যকার মাঝখান থেকে উপরের দিকে আসতেন, তখন উপত্যকার তীরে অবস্থিত পূর্ব নিম্নভূমিতে উট বসাতেন। সেখানে তিনি শেষ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন। এ স্থানটি পাথরের উপর নির্মিত মসজিদের কাছে নয় এবং যে মসজিদ টিলার উপর, তার নিকটেও নয়। এখানে ছিল একটি ঝিল, যার পাশে 'আবদুল্লাহ (রা) সালাত আদায় করতেন। এর ভিতরে কতগুলো বালির স্তূপ ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানেই সালাত আদায় করতেন। তারপর নিম্নভূমিতে পানির প্রবাহ হয়ে 'আবদুল্লাহ (রা) যে স্থানে সালাত আদায় করতেন তা সমান করে দিয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) [নাফি' (র)-কে] বলেছেন ঃ নবী ﷺ 'শারাফুর-রাওহা'র মসজিদের কাছে ছোট মসজিদের স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন। নবী ﷺ যেখানে সালাত আদায় করেছিলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) সে স্থানের পরিচয় দিতেন এই বলে যে, যখন তুমি মসজিদে সালাতে দাঁড়াবে তখন তা তোমার ডানদিকে। আর সেই মসজিদটি হলো যখন তুমি (মদীনা থেকে) মক্কা যাবে তখন তা ডানদিকের রাস্তার এক পাশে থাকবে। সে স্থান ও বড় মসজিদের মাঝখানে ব্যবধান হলো একটি ঢিল নিক্ষেপ পরিমাণ অথবা তার কাছাকাছি। আর ইব্‌ন 'উমর (রা) 'রাওহা'র শেষ মাথায় 'ইরক' (ছোট পাহাড়)-এর কাছে সালাত আদায় করতেন। সেই 'ইরক'-এর শেষ প্রান্ত হলো রাস্তার পাশে মসজিদের কাছাকাছি মক্কা যাওয়ার পথে রাওহা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) এই মসজিদে সালাত আদায় করতেন না, বরং সেটাকে তিনি বামদিকে ও পেছনে ফেলে অগ্রসর হয়ে 'ইরক'-এর নিকটে সালাত আদায় করতেন। আর 'আবদুল্লাহ (রা) রাওহা থেকে বেরিয়ে ঐ স্থানে পৌঁছার আগে যোহরের সালাত আদায় করতেন না। সেখানে পৌঁছে যোহর আদায় করতেন। আর মক্কা থেকে আসার সময় এ পথে ভোরের এক ঘন্টা আগে বা শেষ রাতে আসলে তথায় অবস্থান করে ফজরের সালাত আদায় করতেন। 'আবদুল্লাহ (রা) আরো বর্ণনা করেন ঃ নবী ﷺ 'রুওয়ায়ছা'র নিকটে রাস্তার ডানদিকে রাস্তা সংলগ্ন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটা বিরাট গাছের নীচে অবস্থান করতেন। তারপর তিনি 'রুওয়ায়ছা'র ডাকঘরের দু'মাইল দূরে টিলার পাশ দিয়ে রওয়ানা হতেন। বর্তমানে গাছটির উপরের অংশ ভেঙে গিয়ে মাঝখানে ঝুঁকে গেছে। গাছের কাণ্ড এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আর তার আশেপাশে অনেকগুলো বালির স্তূপ বিস্তৃত রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন ঃ 'আর্‌জ' গ্রামের পরে পাহাড়ের দিকে যেতে যে উচ্চভূমি রয়েছে, তার পাশে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এই মসজিদের পাশে দু'তিনটি কবর আছে। এসব কবরে পাথরের বড় বড় খণ্ড পড়ে আছে। রাস্তার ডান পাশে গাছের নিকটেই তা অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য ঢলে পড়লে 'আবদুল্লাহ (রা) 'আর্‌জ'-এর দিক থেকে এসে গাছের মধ্য দিয়ে যেতেন এবং ঐ মসজিদে যোহরের সালাত আদায় করতেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে রাস্তার বাঁ দিকে বিরাট গাছগুলির কাছে অবতরণ করেন যা 'হারশা' পাহাড়ের নিকটবর্তী নিম্নভূমির দিকে চলে গেছে। সেই নিম্নভূমিটি 'হারশা'-এর এক প্রান্তের সাথে মিলিত। এখান থেকে সাধারণ সড়কের দূরত্ব প্রায় এক তীর নিক্ষেপের পরিমাণ। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) সেই গাছগুলির মধ্যে একটির কাছে সালাত আদায় করতেন, যা ছিল রাস্তার নিকটবর্তী এবং সবচাইতে উঁচু। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন

যে, নবী ﷺ অবতরণ করতেন 'মাররুয যাহরান' উপত্যকার শেষ প্রান্তে নিম্নভূমিতে, যা মদীনার দিকে যেতে ছোট পাহাড়গুলোর নীচে অবস্থিত। তিনি সে নিম্নভূমির মাঝখানে অবতরণ করতেন। এটা মক্কা যাওয়ার পথে বাম পাশে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনযিল ও রাস্তার মাঝে দূরত্ব এক পাথর নিক্ষেপ পরিমাণ। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁকে আরও বলেছেন যে, নবী ﷺ 'যূ-তুওয়া'য় অবতরণ করতেন এবং এখানেই রাত যাপন করতেন আর মক্কায় আসার পথে এখানেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত আদায়ের সেই স্থানটা ছিল একটা বড় টিলার উপরে। যেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেখানে নয় বরং তার নীচে একটা বড় টিলার উপর। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁদের কাছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ পাহাড়ের দু'টো প্রবেশপথ সামনে রাখতেন যা তার ও দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝখানে কা'বার দিকে রয়েছে। বর্তমানে সেখানে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেটিকে তিনি [ইব্‌ন 'উমর (রা)] টিলার প্রান্তের মসজিদটির বাম পাশে রাখতেন। আর নবী ﷺ-এর সালাতের স্থান ছিল এর নীচে কাল টিলার উপরে। টিলা থেকে প্রায় দশ হাত দূরে দু'টো পাহাড়ের প্রবেশপথ যা তোমার ও কা'বার মাঝখানে রয়েছে—সামনে রেখে তুমি সালাত আদায় করবে।

٣٣١. بَابُ سُتْرَةِ الْاِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

৩৩১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের সুতরাই মুক্‌তাদীর জন্য যথেষ্ট

٤٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاَحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَحَدٌ .

৪৬৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একটা মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম, তখন আমি ছিলাম সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে দেওয়াল ব্যতীত অন্য কিছুকে সুতরা বানিয়ে মিনায় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে আমি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলাম। গাধীটিকে চরাতে দিয়ে আমি কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। আমাকে কেউই এ কাজে বাধা দেয়নি।

٤٧٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ .

৪৭০ ইসহাক (র)......ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন যখন বের হতেন তখন

তাঁর সামনে ছোট নেযা (বল্লম) পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেদিকে মুখ করে তিনি সালাত আদায় করতেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে দাঁড়াতো। সফরেও তিনি তাই করতেন। এ থেকে শাসকগণও এটা অবলম্বন করেছেন।

٤٧١ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

৪৭১ আবুল ওয়ালীদ (র)......'আওন ইব্‌ন আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে 'বাতহা' নামক স্থানে যোহরের দু'রাক'আত ও আসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর সামনে ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল। তাঁর সম্মুখ দিয়ে (সুতরার বাইরে) মহিলা ও গাধা চলাচল করতো।

٣٣٢. بَابُ قَدْرِكَمْ يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْمُصَلِّىْ وَالسُّتْرَةِ

৩৩২. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লী ও সুতরার মাঝখানে কি পরিমাণ দূরত্ব থাকা উচিত

٤٧٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ .

৪৭২ 'আমর ইব্‌ন যুরারা (র)......সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থান ও দেওয়ালের মাঝখানে একটা বকরী চলার মত ব্যবধান ছিল।

٤٧٣ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَاكَادَتِ الشَّاةُ تَجُوْزُهَا .

৪৭৩ মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)......সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মসজিদের দেওয়াল ছিল মিম্বরের এত কাছে যে, মাঝখান দিয়ে একটা বকরীরও চলাচল কঠিন ছিল।

٣٣٣. بَابُ الصَّلاَةِ اِلَى الْحَرْبَةِ

৩৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ বর্শা সামনে রেখে সালাত আদায়

٤٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا .

৪৭৪ মুসাদ্দাদ (র)......'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হতো, আর তিনি সেদিকে সালাত আদায় করতেন।

٣٣٤. بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

৩৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ লৌহযুক্ত ছড়ি সামনে রেখে সালাত আদায়

٤٧٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَاُتِيَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ فَصَلّٰى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّوْنَ مِنْ وَّرَائِهَا .

৪৭৫ আদম (র)......'আওন ইব্‌ন আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ একদিন দুপুরে আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনলেন। তাঁকে উযূর পানি দেওয়া হলো। তিনি উযূ করলেন এবং আমাদের নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাতের সময় তাঁর সামনে ছিল লৌহযুক্ত ছড়ি, যার বাইরের দিক দিয়ে মহিলা ও গাধা চলাচল করতো।

٤٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ اَنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ اَوْ عَصًا اَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا اِدَاوَةٌ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْاِدَاوَةَ .

৪৭৬ মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন বযী' (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি ও একজন বালক তাঁর পিছনে যেতাম। আর আমাদের সাথে থাকতো একটা লাঠি বা একটা ছড়ি অথবা একটা ছোট নেযা, আরো থাকতো একটা পানির পাত্র। তিনি তাঁর প্রয়োজন সেরে নিলে আমরা তাঁকে ঐ পাত্রটি দিতাম।

٣٣٥. بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

৩৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা

٤٧٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلّٰى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّاَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهِ .

৪৭৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)......আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন দুপুরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সামনে তাশরীফ আনলেন। তিনি 'বাতহা' নামক স্থানে যোহর ও 'আসরের সালাত দু'-দু'রাক'আত করে আদায় করলেন। তখন তাঁর সামনে একটা লৌহযুক্ত ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল।

তিনি যখন উযূ করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁর উযূর পানি নিজেদের শরীরে (বরকতের জন্য) মসেহ্ করতে লাগলো।

٣٣٦. بَابُ الصَّلاَةِ اِلَى الْاُسْطُوَانَةِ

وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّوْنَ اَحَقُّ بِالسَّوَارِى مِنَ الْمُتَحَدِّثِيْنَ اِلَيْهَا وَرَاَى بْنُ عُمَرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بَيْنَ اُسْطُوَانَتَيْنِ فَاَدْنَاهُ اِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ اِلَيْهَا

৩৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ স্তম্ভ (থাম) সামনে রেখে সালাত আদায়

'উমর (রা) বলেন ঃ বাক্যালাপে রত ব্যক্তিদের চাইতে মুসল্লীরাই স্তম্ভ সামনে রাখার বেশী অধিকারী। এক সময় ইব্‌ন 'উমর (রা) দেখলেন, এক ব্যক্তি দুটো স্তম্ভের মাঝখানে সালাত আদায় করছে। তখন তিনি তাকে একটি স্তম্ভের কাছে এনে বললেন ঃ এটি সামনে রেখে সালাত আদায় কর

٤٧٨ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ اٰتِىْ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَيُصَلِّىْ عِنْدَ الْاُسْطُوَانَةِ الَّتِىْ عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْاُسْطُوَانَةِ قَالَ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا .

৪৭৮ মক্কী ইব্‌ন ইবরাহীম (র)......ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সালামা ইব্‌নুল আকওয়া' (রা)-এর কাছে আসতাম। তিনি সর্বদা মসজিদে নববীর সেই স্তম্ভের কাছে সালাত আদায় করতেন যা ছিল মাসহাফের নিকটবর্তী। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আবূ মুসলিম! আমি আপনাকে সর্বদা এই স্তম্ভ খুঁজে বের করে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে দেখি (এর কারণ কি?) তিনি বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে এটি খুঁজে বের করে এর কাছে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٤٧٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِىَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ * وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسٍ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِىُّ ﷺ .

৪৭৯ কাবীসা (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের পেয়েছি। তাঁরা মাগরিবের সময় দ্রুত স্তম্ভের কাছে যেতেন। শু'বা (র) 'আমর (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে (এ হাদীসে) অতিরিক্ত বলেছেন ঃ 'নবী ﷺ বেরিয়ে আসা পর্যন্ত।

٣٣٧. بَابُ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِىْ فِىْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ

৩৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ জামা'আত ব্যতীত স্তম্ভসমূহের মাঝখানে সালাত আদায় করা

٤٨٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلٰى اَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً اَيْنَ صَلّٰى قَالَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ٠

৪৮০ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা), 'উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) এবং বিলাল (রা)। তিনি অনেকক্ষণ ভিতরে ছিলেন। তারপর বের হলেন। আর আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর পরে প্রবেশ করেছে। আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী ﷺ কোথায় সালাত আদায় করেছেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ সামনের দুই স্তম্ভের মাঝে।

٤٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلاَثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى * وَقَالَ لَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، فَقَالَ عَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ ٠

৪৮১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আর উসামা ইব্‌ন যায়দ, বিলাল এবং 'উসমান ইব্‌ন তালহা হাজাবী (রা) কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ-এর প্রবেশের সাথে সাথে 'উসমান (রা) কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ ভিতরে ছিলেন। বিলাল (রা) বের হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী ﷺ কি করলেন? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ একটা স্তম্ভ বাম দিকে, একটা স্তম্ভ ডান দিকে আর তিনটা স্তম্ভ পেছনে রাখলেন। আর তখন বায়তুল্লাহ ছিল ছয়টি স্তম্ভ বিশিষ্ট। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] ইসমা'ঈল (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালিক (র) বলেছেন যে, তাঁর (নবীর) ডান পাশে দুটো স্তম্ভ ছিল।

٣٣٨. بَابٌ

৩৩৮. পরিচ্ছেদ

٤٨٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشٰى قِبَلَ وَجْهِهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشٰى حَتّٰي يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِيْ قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِنْ ثَلاَثَةِ اَذْرُعٍ صَلّٰى بَتَوَخّٰى الْمَكَانَ الَّذِيْ اَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فِيْهِ ، قَالَ وَلَيْسَ عَلٰى اَحَدِنَا بَأْسٌ اَنْ صَلّٰى فِيْ اَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ ٠

৪৮২ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)……নাফি‘ (র) থেকে বর্ণিত, ‘আবদুল্লাহ (রা) যখন কা‘বা শরীফে প্রবেশ করতেন তখন সামনের দিকে চলতে থাকতেন এবং দরজা পেছনে রাখতেন। এভাবে এগিয়ে গিয়ে যেখানে তাঁর ও দেওয়ালের মাঝে প্রায় তিন হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকতো, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। তিনি সে স্থানেই সালাত আদায় করতে চাইতেন, যেখানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন বলে বিলাল (রা) তাঁকে খবর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ কা‘বা ঘরের যে-কোন প্রান্তে ইচ্ছা, সালাত আদায় করায় আমাদের কারো কোন দোষ নেই।

٣٣٩. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيْرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

৩৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ উটনী, উট, গাছ ও হাওদা সামনে রেখে সালাত আদায় করা

٤٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ الْبَصَرِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا قُلْتُ اَفَرَأَيْتَ اِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّىْ اِلَى اٰخِرَتِهِ اَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ ·

৪৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী বসরী (র)…..ইব্‌ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর উটনীকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। (রাবী নাফি‘ [র] বলেন ঃ) আমি (‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমর [রা] কে) জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যখন সওয়ারী নড়াচড়া করতো তখন (তিনি কি করতেন)? তিনি বলেন ঃ তিনি তখন হাওদা নিয়ে সোজা করে নিজের সামনে রাখতেন, আর তার শেষাংশের দিকে সালাত আদায় করতেন। (নাফি‘ [র] বলেন ঃ) ইব্‌ন ‘উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

٣٤٠. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيْرِ

৩৪০. পরিচ্ছেদ ঃ চৌকি সামনে রেখে সালাত আদায় করা

٤٨٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيْرِ فَيَجِىْءُ النَّبِىُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ فَيُصَلِّىْ فَاَكْرَهُ اَنْ اَسْنَحَهُ فَاَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىِ السَّرِيْرِ حَتَّى اَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِىْ ·

৪৮৪ ‘উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)……‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাদেরকে কুকুর, গাধার সমান করে ফেলেছ ! আমি নিজে এ অবস্থায় ছিলাম যে, আমি চৌকির উপর শুয়ে থাকতাম আর নবী ﷺ এসে চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। এভাবে আমি সামনে থাকা পসন্দ করতাম না। তাই আমি চৌকির পায়ের দিকে সরে গিয়ে চুপি চুপি নিজের লেপ থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

٣٤١. بَابٌ لِيَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِى التَّشَهُّدِ وَفِى الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ اِنْ اَبَى اِلاَّ اَنْ يُقَاتِلَهُ قَاتَلَهُ

৩৪১. পরিচ্ছেদ ঃ সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাধা দেয়া উচিত

ইব্‌ন 'উমর (রা) তাশাহ্হুদে বসা অবস্থায় এবং কা'বা শরীফেও (অতিক্রমকারীকে) বাধা দিয়েছেন এবং তিনি বলেন, সে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করে লড়তে চাইলে মুসল্লী তার সাথে লড়বে

৪৮৫ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ .

ح وَ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَدَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّىْ اِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِىْ اَبِىْ مُعَيْطٍ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فِىْ صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا اِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشَدَّ مِنَ الْاُوْلَى فَنَالَ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا اِلَيْهِ مَالَقِىَ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَدَخَلَ اَبُوْ سَعِيْدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَالَكَ وَلاِبْنِ اَخِيْكَ يَا أَبَا سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

৪৮৫ আবূ মা'মার (র) ও আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)......আবূ সালেহ সাম্মান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-কে দেখেছি। তিনি জুমু'আর দিন লোকদের জন্য সুতরা হিসাবে কোন কিছু সামনে রেখে সালাত আদায় করছিলেন। আবূ মু'আইত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) তার বুকে ধাক্কা মারলেন। যুবকটি লক্ষ্য করে দেখলো যে, তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এজন্যে সে পুনরায় তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। এবারে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) প্রথমবারের চাইতে জোরে ধাক্কা দিলেন। ফলে আবূ সা'ঈদ (রা)-কে তিরস্কার করে সে মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবূ সা'ঈদ (রা)-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। এদিকে তার পরপরই আবূ সা'ঈদ (রা)-ও মারওয়ানের কাছে গেলেন। মারওয়ান তাঁকে বললেন ঃ হে আবূ সাঈদ ! তোমার এই ভাতিজার কি ঘটেছে? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে মুকাবিলা করে, কারণ সে শয়তান।

٣٤٢. بَابُ اِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

৩৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর গুনাহ

٤٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَرْسَلَهُ اِلَى اَبِىْ جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ * قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَ اَدْرِىْ أَقَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً .

৪৮৬ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)......বুসর ইব্ন সা‘ঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) তাঁকে আবূ জুহায়ম (রা)-এর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি শুনেছেন। তখন আবূ জুহায়ম (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ দিন/মাস/ বছর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। আবুন-নাযর (র) বলেন ঃ আমার জানা নেই তিনি কি চল্লিশ দিন বা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ বছর বলেছেন।

٣٤٣. بَابُ اِسْتِقْبَالِ الرَّجُلَ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّيْ ، وَكَرِهَ عُثْمَانُ اَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَهٰذَا اِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَاَمَّا اِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ اِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ

৩৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ কারো দিকে মুখ করে সালাত আদায়

‘উসমান (রা) সালাতরত অবস্থায় কাউকে সামনে রাখা মাকরূহ মনে করতেন। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য যখন তা মুসল্লীকে অন্যমনস্ক করে দেয়। কিন্তু যখন অন্যমনস্ক করে না, তখন যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)—এর মতানুসারে কোন ক্ষতি নেই। তিনি বলেন ঃ একজন আরেকজনের সালাত নষ্ট করতে পারে না

٤٨٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِىْ ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَايَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوْا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُوْنَا كِلاَبًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّيْ وَاِنِّىْ لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَاَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيْرِ فَتَكُوْنُ لِى الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَسْتَقْبِلَهُ فَاَنْسَلُّ اِنْسِلاَلاً * وَعَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

৪৮৭ ইসমা'ঈল ইব্‌ন খলীল (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী জিনিসের আলোচনা করা হল। লোকেরা বললো ঃ কুকুর, গাধা ও মহিলা সালাত নষ্ট করে দেয়। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তোমরা আমাদের কুকুরের সমান করে দিয়েছ ! আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, সালাত আদায় করছেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে চৌকির উপর কাত হয়ে শুয়ে থাকতাম। কোন কোন সময় আমার বের হওয়ার দরকার হতো এবং তাঁর সামনের দিকে যাওয়া অপসন্দ করতাম। এজন্যে আমি চুপে চুপে সরে পড়তাম। আ'মাশ (র) 'আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤٤. بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

৩৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায়

٤٨٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلٰى فِرَاشِهِ ، فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ اَيْقَظَنِىْ فَاَوْتَرْتُ .

৪৮৮ মুসাদ্দাদ (র).......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তখন তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। বিত্‌র পড়ার সময় তিনি আমাকেও জাগাতেন, তখন আমিও বিত্‌র পড়তাম।

٣٤٥. بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْاَةِ

৩৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলার পেছনে থেকে নফল সালাত আদায়

٤٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلَاىَ فِىْ قِبْلَتِهِ ، فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ ، فَاِذَا قَامَ بَسَطْتُّهُمَا ، قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ .

৪৮৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে শুয়ে থাকতাম আর আমার পা দু'টো থাকত তাঁর কিবলার দিকে। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন আমাকে টোকা দিতেন, আর আমি আমার পা সরিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় পা দু'টো প্রসারিত করে দিতাম। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তখন ঘরে কোন বাতি ছিল না।

٣٤٦. بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ

৩৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কিছু সালাত নষ্ট করে না বলে যিনি মত পোষণ করেন

٤٩٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ

عَائِشَةَ ح قَالَ الْاَعْمَشُ وَحَدَّثَنِىْ مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُوْنَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ وَاِنِّىْ عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُوْلِى الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَجْلِسَ فَاُوْذِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَانْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ .

৪৯০ 'উমর ইব্‌ন হাফস্ (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী কুকুর, গাধা ও মহিলা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। 'আয়িশা (রা) বললেনঃ তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করছ? আল্লাহ্‌র কসম ! আমি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি চৌকির উপরে তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শায়িত ছিলাম। আমার প্রয়োজন হলে আমি উঠে বসা পসন্দ করতাম না। কেননা, তাতে নবী ﷺ-এর কষ্ট হতে পারে। আমি তাঁর পায়ের পাশ দিয়ে চুপে চুপে বের হয়ে পড়তাম।

٤٩١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ اَخِىْ اِبْنُ شِهَابٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَىْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَىْءٌ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَاِنِّىْ لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ اَهْلِهِ .

৪৯১ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)......নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে উঠে সালাতে দাঁড়াতেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে তাঁর পারিবারিক বিছানায় শুয়ে থাকতাম।

٣٤٧. بَابٌ اِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيْرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِى الصَّلَاةِ

৩৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে তুলে নেয়া

٤٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِاَبِى الْعَاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَاِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

৪৯২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন 'আবদ শামস (র)-এর ঔরসজাত কন্যা উমামা (রা)-কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন।

٣٤٨. بَابٌ اِذَا صَلَّى اِلَى فِرَاشٍ فِيْهِ حَائِضٌ

৩৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ এমন বিছানা সামনে রেখে সালাত আদায় করা যাতে ঋতুবতী মহিলা রয়েছে

٤٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِيْ حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِيْ .

৪৯৩ 'আমর ইব্ন যুরারা (র)......মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার বিছানা নবী ﷺ-এর মুসাল্লার বরাবর ছিল। আর আমি আমার বিছানায় থাকা অবস্থায় কোন কোন সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর এসে পড়তো।

٤٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ تَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَنَا عَلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

৪৯৪ আবূ নু'মান (র)......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর পাশে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর পড়তো। সে সময় আমি হায়য অবস্থায় ছিলাম।

٣٤٩. بَابُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُوْدِ لِكَيْ يَسْجُدَ

৩৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ সিজদার সুবিধার্থে নিজ স্ত্রীকে সিজদার সময় স্পর্শ করা

٤٩٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا .

৪৯৫ 'আমর ইব্ন 'আলী (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সমান করে বড়ই খারাপ করেছ। অথচ আমি নিজকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায়ের সময় আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন আমার পা দু'টোতে টোকা দিতেন। আমি তখন আমার পা দু'টো গুটিয়ে নিতাম।

٣٥٠. بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّيْ شَيْئًا مِّنَ الْأَذٰى

৩৫০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা

٤٩٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحٰقَ السُّرْمَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ

اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ
فِىْ مَجَالِسِهِمْ ، اِذْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اَلاَ تَنْظُرُوْنَ اِلٰى هٰذَا الْمُرَائِىْ اَيُّكُمْ يَقُوْمُ اِلٰى جَزُوْرِ اٰلِ فُلاَنٍ فَيَعْمِدُ اِلٰى
فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيْئُ بِهٖ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتّٰى اِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ اَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِىُّ ﷺ سَاجِدًا فَضَحِكُوْا حَتّٰى مَالَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ مِّنَ الضَّحِكِ
فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ اِلٰى فَاطِمَةَ ، وَهِىَ جُوَيْرِيَةٌ فَاَقْبَلَتْ تَسْعٰى وَثَبَتَ النَّبِىُّ ﷺ سَاجِدًا حَتّٰى اَلْقَتْهُ عَنْهُ وَاَقْبَلَتْ
عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اَللّٰهُمَّ
عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، ثُمَّ سَمّٰى اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو ابْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ
وَاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُمْ صَرْعٰى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ
سُحِبُوْا اِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُتْبِعَ اَصْحَابُ الْقَلِيْبِ لَعْنَةً .

৪৯৬ আহমদ ইব্ন ইসহাক সারমারী (র).....'আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'ঊদ [রা]) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর কুরাইশের একদল তাদের মজলিসে ছিল। এমন সময় তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কি এই রিয়াকারকে দেখনি? তোমাদের এমন কে আছে, যে অমুক গোত্রের উট যবেহ করার স্থান পর্যন্ত যেতে রাযী ? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও গর্ভাশয় নিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকবে। যখন এ ব্যক্তি সিজদায় যাবে, তখন এগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম হতভাগা ব্যক্তি ('উকবা ইব্ন আবূ মু'আইত) উঠে দাঁড়াল (এবং তা নিয়ে আসলো)। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় গেলেন তখন সে তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। নবী ﷺ সিজদায় স্থির রয়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহাসি করতে লাগলো। এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। (এই অবস্থা দেখে) এক ব্যক্তি ফাতিমা (রা)-এর কাছে গেল। তিনি তখন ছোট বালিকা ছিলেন। তিনি দৌড়ে চলে আসলেন। তখনও নবী ﷺ সিজদারত ছিলেন। ফাতিমা (রা) সেগুলো তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে গালমন্দ করতে লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন তখন তিনি বললেনঃ "আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।" আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।" "আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।" তারপর তিনি নাম ধরে বললেন, "হে আল্লাহ ! তুমি 'আমর ইব্ন হিশাম, উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইবন রাবী'আ, ওয়ালীদ ইব্ন উতবা, উমায়্যা ইব্ন খালাফ, 'উকবা ইব্ন আবূ মু'আইত এবং উমারা ইব্ন ওয়ালীদকে ধ্বংস কর।" 'আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'ঊদ [রা]) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম ! আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধের দিন নিহত লাশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদের হিঁচড়ে বদরের কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ এই কুয়াবাসীদের উপর চিরকালের জন্য অভিশাপ।

ইফাবা—২০০৩-২০০৪—প্র/৬৬৭৮(উ)—৭,২৫০

বুখারী শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)